ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্‌স।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী
ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

দশম খণ্ডে সমাপ্ত।

প্রকাশক :—
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নেট্রাম-মিউরেটিকাম

(Natrum-Muraticum)

নেট্রাম-মিউর—হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য ভাণ্ডারের একটি মহৎ কীর্ত্তি স্তম্ভ এবং ইহা হ্যানিমানের একটি আশ্চর্য্য আবিষ্কার। নেট্রাম-মিউর সামান্য লবণ, নিত্য নৈমিত্তিক কত ভাবে আমরা খাদ্য দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করিতেছি কিন্তু ইহার ভিতর কি একটা মহৎ গুণ অনুপ্রবিষ্ট ভাবে লুক্কায়িত ছিল, কয়জন ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিয়াছিল ? ধন্য সেই মহাজন হ্যানিমান! যিনি সামান্য নিত্য ব্যবহার্য্য লবণকেও ঔষধে পরিণত করিয়া আজ জগতের কত উপকার সাধন করিয়াছেন কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইহার ধর্ম্ম এবং মর্ম্ম এক শ্রেণীর লোক অবগত হইতে চেষ্টা না করিয়া বরং গুণপণা শ্রবণ করিয়া বিদ্রূপ উপহাস করিয়া থাকেন! জগতের ইতিহাসে এই প্রকার বিদ্রূপ অনেক বিষয়েই হইতে দেখা গিয়াছে কিন্তু পরিশেষে আবার তাহাই সকলে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে ক্রমশঃ বিরোধী দল ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া এবং লবণ খাইয়া লবণের গুণগান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

নেট্রাম মিউর হ্যানিমান স্বয়ং প্রুভিং (Proving) করা সত্ত্বেও একদল অষ্ট্রীয়ান ডাক্তার ইহাকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষাকার্য্যে কয়েক জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। নেট্রাম মিউর উচ্চক্রমই সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং উত্তম কার্য্যও পাওয়া যায়। (It is true of Nat-mur as most other drugs, that the high potencies act best—Farrington)। নেট্রাম মিউরের ক্রম (dilution) সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াজকে (Dr. Watzke) যাঁহার তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বার নেট্রাম মিউরের পরীক্ষা হইয়াছিল তাঁহার কথাই তুলিয়া দিলাম—"I am, alas! I am compelled to declare myself for the higher dilutions, The physiological experiments made with Nat. M. as well as the great majority of the clinical results obtained there

with, speak decisively and distinctly for these preparation. All the subsequent experience points in the same direction এই কথা গুলিতে মনে হয় সেই সময় উচ্চক্রম ব্যবহারের বোধ হয় তত প্রথা ছিল না, তাই ডাক্তার ওয়াজকে সিদ্ধান্তকরণে যখন দেখিতে পাইলেন, নেট্রাম মিউরের উচ্চক্রমই অধিক ফলপ্রদ তখন তিনি alas ! বলিয়া উঠিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। প্রচুর রজঃ স্রাব, রেতঃ স্খলন, জীবনী শক্তির অপচয় (loss of vital fluids) কিংবা মানসিক শোক দুঃখ হেতু রক্ত শূন্য এবং বিকৃত ধাতুগ্রস্থ (cachectic) ব্যক্তিদিগের পক্ষে নেট্রাম মিউর বিশেষ উপযোগী।

২। অতিশয় শীর্ণতা। আহার সত্বেও গায়ে মাংস হয় না অর্থাৎ খায়দায় গায়ে লাগেনা। (Great emaciation, losing flesh while living well)। শীর্ণতা বিশেষতঃ গ্রীবাপ্রদেশে অধিক প্রকাশ পায়।

৩। শিরঃপিড়া বিশেষতঃ রক্তস্বল্প স্ত্রীলোক এবং স্কুল বালিকা দিগতে অধিক প্রকাশ পায়, সূর্য্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ এবং বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তে উপশম হয় (sunrise to sunset)। শিরঃপীড়া অত্যন্ত ভীষণ হয়, মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। জ্বর কালীন শিরঃ পীড়ায় মস্তকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র হাতুড়ির আঘাত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। ঘর্ম্মেতে উপশম হয়।

৪। জিহ্বা লাল দ্বীপাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বিশিষ্ট এবং চিত্রিত (mapped with red insular patches)। কথা ভারি ভারি এবং জড়াইয়া যায়। শিশুদিগের হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব (children slow in learning to walk)। ইহা ব্যতীত জিহ্বায় যেন চুল লাগিয়া রহিয়াছে, এইরূপ বোধ। (সাইলিসিয়া)

৫। জ্বর কালীন ওষ্ঠে মুক্তা সদৃশ জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ পায়।

৬। জ্বরের আক্রমণ প্রতি দিন প্রাতে ১০।১১টা।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য। মল শুষ্ক শক্ত এবং বহির্গত হইবার কালীন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় (ম্যাগনেসিয়া মিউর) সময় সময় মলদ্বার চিরিয়া গিয়া রক্ত পাত হয়, সহজে মলত্যাগ হয় না। অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয় এবং বেগ দিতে হয়।

৮। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উত্থান কালীন জরায়ু নির্গমনের (prolupsus of uterus) আশঙ্কা এবং তদহেতু রোগী বসিয়া পড়ে।

৯। লবণ এবং লবণাক্ত খাদ্য দ্রব্য খাইবার বিশেষ আকাঙ্খা।

১০। অত্যন্ত কাঁদুনে স্বভাব, সামান্য বিষয়েই কাঁদিয়া ফেলে অথচ সান্ত্বনা প্রদানে রোগী বিরক্ত বোধ করে এবং ক্রোধান্বিত হয়। (পালসেটিলার বিপরীত)

সাধারণ লক্ষণ।

১। ভ্রমণ কালীন, কাশ দিতে, হাঁচিতে অনিচ্ছায় প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টিকাম)। প্রস্রাব ত্যাগ কালীন অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। শীঘ্র প্রস্রাব বহির্গত হয় না (হেপার, মিউরেটিক এসিড) এবং প্রস্রাব দ্বারে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

২। হৃদপিণ্ডের ভীষণ স্পন্দন, সিঁড়িতে উপরে উঠিতে, গোলমালে এবং সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হয়। হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে সমুদয় শরীর ঝাঁকাইয়া তোলে।

৩। নখের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম শুষ্ক এবং চিরিয়া যায় (গ্র্যাফাইটিস, পেট্রোলিয়াম)। মলদ্বারে, ঘাড়ে, চুলের গোড়াগুলিতে, হাঁটুর ভাঁজে দদ্রুবৎ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়।

৪। হস্তের চেটোয় আঁচিল হয়।

৫। ঘরে চোর ডাকাতের স্বপ্ন দেখে এবং নিদ্রাভঙ্গে সমুদায় ঘর অনুসন্ধান না করা পর্য্যন্ত রোগীর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। (সোরিনাম)

৬। ইকজিমা কাঁচা লাল এবং প্রদাহযুক্ত বিশেষভাবে চুলের গোড়ালিতে অধিক হয়। অধিক লবণ, লবণাক্ত খাদ্য সামগ্রী ; সমুদ্রের ধারে বসবাসে এবং সমুদ্র ভ্রমণে বৃদ্ধি হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য (Physiological action)—নেট্রাম মিউরের ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লবণ শরীরের সর্ব্বঘটে বিরাজ করিতেছে, এমন কি প্রত্যেক টিসু (tissue) এবং দন্তের বেষ্টনে (enamal) পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে ত্রুটি করে নাই (It enters every tissue of the body even into the enamal of the teeth) এবং যে সমুদায় টিসুতে লবণ অধিক পাওয়া যায় তাহাদিগের stimulant বলিয়া ইহা (লবণ) পরিগণিত হয়। ইহা চক্ষুর রসযুক্ত স্থান গুলিতে বিশেষ ভাবে aquious humor, crystalline lens এবং Vitrous humor এ পর্য্যাপ্ত পরিমানে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ কথিত আছে যে, চক্ষুর এইরূপ স্থলে ইহার বর্ত্তমানতায় স্থান বিশেষে টিসু গুলির স্বচ্ছতা রক্ষা হয়। ডাক্তার ভির্চ্চো (Dr. Virchow) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একটি কুকুরকে অধিক মাত্রায় ক্লোরাইড অফ সেডিয়াম (chloride of sodium) দেওয়ায় তাহার চক্ষুর crystalline lens এর অস্বচ্ছতা উৎপন্ন হইয়াছিল তবেই দেখা যাইতেছে, নেট্রাম মিউরে চক্ষুর হানি ঘটাইতে এবং সারাইতে পারে, এই উভয় ক্ষমতাই রহিয়াছে।

লবণ যে stimulant এর কার্য্য করে তাহা আমরা পরিপাক ক্রিয়াতেও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি—প্রথমতঃ খাদ্য দ্রব্যকে স্বাদযুক্ত করে, খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ আনয়ন করিতে হইলে লবণই তাহার প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহার হয়। লবণ gastric juiceএর নিঃসরণ বৃদ্ধি করিয়া পাকস্থলীর ক্রিয়াকে সাহায্য করে, ইহা ব্যতীত লবণ শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রকার গ্রন্থিতে (glands) বিশেষ ভাবে গণ্ডস্থল এবং নাসিকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান গুলির গ্রন্থিতে কার্য্য করিয়া মুখমণ্ডলের চর্ম্মকে তৈলাক্ত এবং মসৃণ করে, এতদ্ব্যতীত পেশীতেও যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে দুর্ব্বল পেশীকে সবল করে, এইরূপ দেখা যায় পেশী এবং স্নায়ুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হস্ত পদের বিকৃতিতে লবণের বাহিক

ব্যবহারে সাময়িক ফল পাওয়া যায়—ইহার দ্বারাই মনে হয় লবণের পেশী এবং স্নায়ু সবল করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে।

নেট্রাম মিউর—কুইনাইন, অম্লখাদ্য দ্রব্য, রুটী, অত্যধিক লবণ, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদির অপব্যবহার হেতু এবং শোক, দুঃখ ক্রোধ ভয় ইত্যাদি জনিত রোগে উত্তম কার্য্য করে।

রক্তস্বল্পতা—(Anaemia)—নেট্রাম মিউর রক্তস্বল্পতার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন কারণ বশতঃই হউক, জীবনী শক্তির (vital fliuds) অপচয় (চায়না, কেলিকার্ব্ব), কিংবা ঋতুস্রাবের অনিয়ম (পালসেটিলা) কিংবা রেতঃস্খলন (এসিডফস, চায়না) কিংবা শোক দুঃখ কিংবা অন্য কারণ জনিতই হউক যদি কোষ্ঠকাঠিন্য, শীর্ণতা এবং নেট্রাম মিউরের মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে নেট্রাম মিউরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। রক্তহীনতা প্রযুক্ত রোগী scurvy রোগেতেও ভুগিতে থাকে এবং নেট্রাম মিউর সেইরূপ স্থলে প্রায়ই প্রয়োগ হয়। Scurvy অর্থাৎ শীতাঙ্গ রোগ অধিক কাল লবণাক্ত মাংস ভক্ষণ হইতে উদ্ভূত হয়। এইরূপ অবস্থার নেট্রাম মিউর যে একটি ঔষধ হইবে তাহা কোন আশ্চর্য্য বিষয় নহে। scurvy রোগে মুখে জিহ্বাতে, দাঁতের মাড়ীতে ক্ষত এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয় (মার্কিউরিয়াস, কার্ব্বভেজ) এবং জিহ্বায় মানচিত্রের ন্যায় নানান প্রকার দাগ প্রকাশ পায়। (আর্সেনিক, কেলি বাইক্রম এবং টেরাক্সাকাম)। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায় রক্তের এই প্রকার হীনতা অবস্থার (impoverished state of blood) দরুণ স্নায়বীক বিধানও (nervous system) অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক শীর্ণ ও ফ্যাকাসে হইতে থাকে অথচ আহারের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না গাত্র চর্ম্ম খসখসে শুষ্ক এবং পীতাভযুক্ত হয়, রোগী সামান্য মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করে। রক্তস্বল্পতার দরুণ রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়াও অতি অল্পতেই উত্তেজিত হয় এবং তদ্‌হেতু সামান্য পরিশ্রমে সমুদায় শরীরে একপ্রকার দপদপানি ভাব উৎপন্ন হয়। এবম্‌প্রকার রক্তস্বল্পতার সহিত প্রায়ই অত্যন্ত হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of heart) বর্ত্তমান থাকে এবং এতদ্‌ হৃদস্পন্দন হঠাৎ কোন প্রকার গোলমালের শব্দে, সিঁড়িতে উপরে উঠিতে, বামপার্শ্বে

শয়নে এবং সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। এত অধিক জোরে হৃদস্পন্দন হয় যে সমুদায় শরীরকে ঝাঁকাইয়া তোলে (স্পাইজেলিয়া) যাহাদের শোক দুঃখ, অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়া, রক্তের অপচয় এবং দুর্ব্বলজনক কোন কারণ বশতঃ রক্তস্বল্প হইয়া হৃদস্পন্দন হয় নেট্রামমিউর তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহার সহিত নাড়ীর গতিও ক্ষণবিলুপ্ত হয় (intermittent) কিন্তু ইহা কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ (Organic disease) হইতে উৎপন্ন হয় না, দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডই ইহার একমাত্র কারণ। ডাক্তার ন্যাস এই প্রকার বহু রোগী কেবল এক মাত্রা উচ্চ ক্রম অর্থাৎ ২০০ শক্তি নেট্রামমিউর প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছেন তাঁহার কথাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

I have helped many such cases with this remedy, high, in single dose, only repeating when improvement lagged, I have seen a patient lost 40 lbs of flesh (weight 160 lbs) though eating all the time, under one dose of Natrum Mur tip the scale at 200 lbs within 3 months from the time of taking.

নেট্রাম মিউরের রক্তস্বল্পতার সহিত নিম্ন লক্ষণ কয়েকটি বর্ত্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন—(১) স্বল্প ঋতুস্রাব (২) কোষ্ঠকাঠিন্য (৩) শীর্ণতা (৪) হৃদস্পন্দন (৫) বিষাদ ও ক্রন্দনভাবাপন্ন মনের অবস্থা। গ্র্যাফাইটিসে যদিও এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা রহিয়াছে কিন্তু গ্র্যাফাইটিস রোগী ক্রমশঃ মোটা হইতে থাকে এবং প্রায়ই চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকে।

মানসিক লক্ষণ এবং বিষণ্ণচিত্ততা—(mental symptoms and melancholia)—নেট্রাম মিউরের বিষাদপূর্ণ মনের অবস্থা (depression in spirits) একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং লক্ষণটি নেট্রাম মিউরের রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন এই লক্ষণ ব্যতীত পুরাতন রোগে নেট্রাম মিউর কদাচিৎ প্রয়োগ হয়— (Dr Farington says—You will seldom find Natrum M. indicated in chronic affection unless there is this low

spirited condition of mind) নেট্রামমিউর রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীলা সহজেই কাঁদিয়া ফেলে। মুখের চেহারায় যেন কাঁদুনে ভাব লাগিয়া রহিয়াছে এবং ইহার আবার বিশেষত্ব যে, সান্ত্বনা প্রদানে ক্রন্দন অধিক হয় ও রোগী বিরক্ত রোধ করে। এই প্রকার অবস্থা পালসেটিলায়ও রহিয়াছে কিন্তু পালসেটিলা রোগী সান্ত্বনা ভালবাসে এবং শান্তি পায় (নেট্রাম মিউরের ঠিক বিপরীত)।

এতদ্ব্যতীত সময় সময় আবার রোগী নেট্রামকার্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত বিষন্নচিত্ত ভাবাপন্ন হয় (Hypochondriac) কিন্তু নেট্রাম কার্ব্বের বিষণ্ণচিত্ত অবস্থা কেবল অজীর্ণ রোগের সহিত সংস্রব থাকে, আর নেট্রাম মিউরে কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত বর্ত্তমান থাকে। আবার বিষণ্ণচিত্ত অবস্থাও সর্ব্বদা থাকে না ; খিটখিটে এবং রাগান্বিত হয়, সামান্য কারণেও বিরক্ত হইয়া উঠে। অশান্তিজনক ঘটনা শীঘ্র ভুলিতে পারে না, ভিতরে ভিতরে সেই বিষয় লইয়া গোমরাইতে থাকে এবং তদ্‌হেতু রাত্রিতে হৃদস্পন্দন উপস্থিত হয় ও রোগী জাগিয়া ওঠে আর নিদ্রা যাইতে পারে না।

নেট্রাম মিউরের সহিত এই বিষয়ে সিপিয়ার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে উভয় ঔষধেই বিষাদ এবং রাগান্বিত ভাব একসঙ্গে জড়িত থাকে। উভয় ঔষধেই কেহ ক্ষতি করিলেই তাহার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করে, ইহা ব্যতীত উভয় ঔষধই পরস্পর অনুপূরক (Complementary) কিন্তু সিপিয়া রোগীতে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সংসারের কার্য্যের প্রতি উদাসীন। নেট্রাম মিউরে ইহা নাই।

নেট্রাম মিউরের মেধাশক্তিও অত্যন্ত দুর্ব্বল। মানসিক কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, সমুদায় যেন গুলাইয়া যায়, কথায় কথায় ভুল করে, স্মরণশক্তি হ্রাস হয় এবং অধ্যয়নে মস্তকে কষ্টবোধ করে।

নেট্রাম মিউরের মানসিক অবস্থা অনেক সময় ঠিক পাওয়া যায় না, নানান প্রকার হয়। Hypochondriac অর্থাৎ অবসাদবায়ুগ্রস্থ রোগীদিগের মানসিক অবস্থার ন্যায় হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক। বিষণ্ণ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে রোগী উত্তেজিত হইয়া ওঠে, বিশেষ কোন কারণ ব্যতীতও খিল খিল করিয়া হাসে। হস্তের অঙ্গুলিসমূহ অনিচ্ছায় তাণ্ডব রোগের ন্যায় (chorea) সঞ্চালিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন হয়। স্থানের স্থানের পেশীর

স্পন্দন হইয়া ওঠে, হস্তস্থিত দ্রব্য পড়িয়া যায়। বক্ষঃস্থল ধড়ফড় করে, শরীর ভারী বোধ হয় বিশেষতঃ রক্তহীন যুবতীদিগের যাহাদিগের মুখমণ্ডল পীতাভ, চর্ম্ম খস্‌খসে এবং কোঁচকান, ঋতুস্রাব স্বল্প অথবা বন্ধ, তাহাদিগের মধ্যে উক্তরূপ মানসিক অবস্থা অধিক প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। মানসিক উচ্ছ্বাসে (mental emotion) সময় সময় এত অধিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় যে, শরীরের কোন কোন অঙ্গ পক্ষাঘাতের ন্যায় অকর্ম্মণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা হয়।

ডাক্তার বেস অবসাদ বায়ুগ্রস্থ রোগ সম্বন্ধে এই ঔষধের বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—Dr Bays recommends this medicine strongly in a form of passive hypochondriasis. "There is" he writes, "a sort of despairing hopeless feeling about the future, accompained by dryness of the mouth, often with sore throat, sore tongue and slight ulcerations and almost invariably chronic constipation with hard stool."

নেট্রাম মিউরের বিষয়ে একটি কথা সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল রোগের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকা একান্ত প্রয়োজন এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউর অধিক নির্ব্বাচিত হয় না।

উপরিলিখিত লক্ষণ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় কটিদেশ (Lumber region) অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয়। মনে হয় যেন কোমর ভাঙ্গিয়া খসিয়া যাইবে, অথচ শক্ত স্থানে শয়নে যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। কটিদেশ পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্ব্বল বোধ হয়, ইহা প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর রোগী অধিক বোধ করে। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়, কথা জড়াইয়া যায়। সন্ধিস্থল সমূহ বিশেষতঃ পায়ের গোড়ালি অধিক দুর্ব্বল হয় এবং ইহাও প্রাতেই বৃদ্ধি হয়।

পুনরায় লিখিতেছি যে সমুদায় রোগীতে উল্লিখিত মানসিক লক্ষণসমূহ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রায়ই হরিৎ-পীড়াগ্রস্ত (chlorotic) অথবা রক্তে শ্বেত কনিকাধিক্য (leucocy-thaemia) রোগগ্রস্থ এবং তাহাদিগের মাসিক ঋতুস্রাব প্রায়ই

বিলম্বে এবং স্বল্প হয় অথবা সম্পূর্ণ স্থগিত. হইয়া যায় ও এতদ ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে অবসাদ মনদুঃখ, হৃদস্পন্দন এবং দপদপানি শিরঃপীড়া ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইহা এই ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। •

(Dicided increase of the sadness before and during menses, palpitation of the heart, which too, is apt to be of this fluttering variety and throbbing headache, which headache continues persistently after the menstrual period).

জরায়ু ভ্রংশ (prolupsus of uterus)—নেট্রাম মিউরে বিশেষ ভাবে প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় অধিক বোধ করে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থানকালীন জরায়ু নির্গমন রোধ করিবার নিমিত্ত রোগী বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (when she gets up in the morning she must seat down to prevent prolupsus)। ইহাতে জরায়ুর কোন প্রকার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইহা কেবল ক্রিয়াবিকার (functional)। যে সমুদায় বন্ধনী (ligaments) জরায়ুকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাদিগের শিথিলতা প্রযুক্তই এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রার পর, শরীর সুস্থ বোধ করার পরিবর্ত্তে শিথিল বোধ করে। কাজে কাজেই জরায়ু ঝুলিয়া পড়ে এবং রোগী তাহা নিবারণার্থ বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার কুন্থনবৎ যন্ত্রণায় (bearing down pain) প্রাতঃকালে বৃদ্ধি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম মিউর উত্তম কার্য্য করে।

সিপিয়া এবং লিলিয়ামটাইগ্রিয়ামেও—এইরূপ জরায়ুচ্যুতি লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু সিপিয়া রোগী উরুর উপর উরু দিয়া চাপিয়া রাখে (must cross her legs)। লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামে হাত দিয়া চাপিয়া ধরে (supporting the valve with hands)। উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অবসাদ বায়ু রোগ (Hypochondriasis) বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম মিউরকে সর্ব্ব প্রাধান্য দিবে এবং নেট্রাম মিউর তাহার

অতি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা জানিবে। নেট্রাম মিউরের জরায়ু রোগের সহিত প্রায়ই কোমরে ব্যথা (back ache) বর্ত্তমান থাকে এবং কোমরে যন্ত্রণা রাসটক্সের ন্যায় চিৎ হইয়া টান করিয়া শয়ন করিলে কিংবা পশ্চাদ্দেশ বালিশে চাপিয়া রাখিলে উপশম হয়। ইহা ব্যতীত এতদসহ আর একটি বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মূত্র ত্যাগান্তে মূত্র মার্গে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হওয়া কিন্তু জরায়ুচ্যুতি সহ কটিদেশে যন্ত্রণা এবং প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি এই দুইটি লক্ষণই হইতেছে নেট্রাম মিউরের বিশেষ পরিজ্ঞাপক (Back ache and morning aggravation, are symptoms which will aid you in the selection of Nat-M—Farrington).

শিরঃপীড়া—মানসিক পরিশ্রমে এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা দপদপানি প্রকৃতির এবং প্রয়াই কপালে অধিক হয়। মনে হয় যেন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাত হইতেছে (as if thousands of little hammers were pounding thead)। এক এক সময় যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগী উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নেট্রাম মিউরে এবম্প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত জিহ্বার অত্যন্ত শুষ্কতা বর্ত্তমান থাকে। এত অধিক শুষ্কতা হয় যে জিহ্বা টাকরায় জড়াইয়া যায়, মুখগহ্বর চট্ চট্ করে অথচ জিহ্বা দেখিতে সিক্ত (moist) এবং অত্যন্ত জল পিপাসা থাকে, ইহার সহিত নাড়ীর গতির স্পন্দনের বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়, থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে প্রায়ই ক্ষণবিলুপ্ত (intermittent) হয়। যন্ত্রণা যে প্রকার দপদপানি প্রকৃতির তাহাতে স্বভাবতঃই বেলেডনার কথা মনে উদয় হইতে পারে কিন্তু নেট্রাম মিউর কেবল মাত্র রক্তাল্প (anæmic) স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক প্রয়োগ হয়। শিরঃপীড়ায় মুখমণ্ডল, রক্তশূন্য ফ্যাকাশে থাকে কিংবা সামান্য মাত্র লাল আভা যুক্ত হয়। যদি মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদি অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় এবং শিরঃপীড়া দপদপানি প্রকৃতির হয় তাহা হইলে বেলেডোনা, মেলিলোটাস ইত্যাদির বিষয় স্বতঃই মনে হওয়া উচিৎ।

নেট্রাম মিউর পুরাতন শিরঃপীড়ায় অধিক কার্য্য করে এবং ইহা ব্যতীত নেট্রাম মিউরের শিরঃপীড়া সাধারণতঃ মাসিক ঋতু স্রাবের পরই অধিক হয়। ইহার দ্বারা মনে হইতে পারে যেন রক্তস্রাব বশতঃই হয়ত এইরূপ শিরঃপীড়া

প্রকাশ পায় কিন্তু এতদস্থলে এইরূপ মনে হওয়া সম্পূর্ণ ভ্রম। রক্তস্রাব বশতঃ শিরঃ পীড়ার চায়নাই হইতেছে অতি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা সত্য বটে কিন্তু চায়নার অধিক রক্তস্রাব হেতু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শিরঃ পীড়া হয় আর নেট্রাম মিউরে স্রাব স্বল্পই হউক কিম্বা অধিক হউক পরিমাণে কিছুই আসিয়া যায় না (Throbbing headache occurs whether the menses be scanty or profuse) ঋতু স্রাবের পর শিরঃপীড়া অধিক হওয়ায় এই দুইটি ঔষধের ইহাই হইতেছে প্রধান পার্থক্য। নেট্রাম মিউরের ন্যায় শিরঃ পীড়া ভিরেট্রাম এবং আর্সেনিকেও অল্প বিস্তর দেখা যায় কিন্তু ইহাদিগের কোনটিতেও জিহ্বার উপরি উক্ত প্রকার শুষ্কতা এবং নাড়ীর গতির ক্ষণ বিলুপ্ততা থাকে না।

নেট্রাম মিউরেও ব্রাইওনিয়ার ন্যায় সূচীবেদবৎ যন্ত্রণাযুক্ত শিরঃ পীড়া এবং চক্ষু নাড়াচাড়ায় অক্ষিগোলকে টাটানি যন্ত্রণা হয় কিন্তু এবম্প্রকার শিরঃ পীড়া বিশেষভাবে অল্প বয়স্ক স্কুল বালিকাদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যালকেরিয়া ফসেও ঠিক এই প্রকার শিরঃপীড়া রহিয়াছে এবং উভয় ঔষধই রক্তস্বল্প স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। অনেক সময় এই দুইটি ঔষধের নির্ব্বাচন লইয়া অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইতে হয়। তদহেতু একটিতে উপকার না হইলে আর একটি দেওয়া হইয়া থাকে। স্কুলের বালিকাদিগের এই প্রকার শিরঃপীড়া একসঙ্গে অধিকক্ষণ যাবৎ পড়া অথবা সূক্ষ্ম সূচী কার্য্যের দরুণ চক্ষুতে টান পরা বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষুর দুর্ব্বলতা হেতুও এই রূপ শিরঃপীড়া হয় এবং তাহাতে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম ও রুটা অধিক প্রয়োগ হয়। এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউরে চক্ষুর পেশীর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। অক্ষিপুটের পেশী সঞ্চালনে আড়ষ্ট বোধ হয় এবং একদিকে অধিকক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া পড়া কালীন অক্ষরগুলি জড়াইয়া যায় ও অস্পষ্ট বোধ হয়। নেট্রাম মিউরের চক্ষুর এবম্বিধ দুর্ব্বলতা স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু প্রায় প্রকাশ পায়। এতদসহ পরিপাক এবং পোষণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রমতা বর্ত্তমান থাকা উচিৎ।

নেট্রাম মিউরের শিরঃপীড়ার আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে শিরঃপীড়া হইবার আরম্ভেই দৃষ্টি অপরিষ্কার হইতে থাকে (headache beginning with blindness)।

ক্যালিবাই ক্রমিকাম—ইহাতেও নেট্রাম মিউরের ন্যায় দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় বটে কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামের বিশেষত্ব যে শিরঃপীড়ার অধিক্যের সহিত দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আইসে (Sight returns as headache increases)।

অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে—(Ciliary neuralgia) নেট্রাম মিউরের প্রয়োগ দেখা যায়, বিশেষতঃ যখন যন্ত্রণা সাময়িকভাবে হইতে থাকে। সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া আইসে। মধ্যাহ্ন কালীন অর্থাৎ ১।২ টার সময় যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

স্পাইজেলিয়া—অক্ষিপুটের স্নায়ুশূলে ইহাকে সকল চিকিৎসকগণই অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন, ইহার লক্ষণ সমূহ নেট্রাম মিউরের অনুরূপ—যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়। সচরাচর ইহা নিম্ন ক্রম ব্যবহার হয়।

উপরি উক্ত ঔষধ ব্যতীত গ্লোনয়ন এবং জেলসিমিয়ামও অক্ষিপুটের স্নায়ু-শূলে প্রায়ই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু ইহাদিগেতে স্নায়ুশূল অপেক্ষা দপদপানি যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। ডাক্তার এলেন এবং নর্টন চক্ষু রোগে বিশেষতঃ (caustic) কষ্টিকের অপব্যবহারে নেট্রাম মিউরকে উচ্চ স্থান দেন এবং তদ স্থলে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতে হইলে চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। এই বিষয়ের ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ (Dr. Allen and Norton esteem it highly in many affections of the Eye, they specially value it for the effects of the abuse of caustic "sharp pain over the eye on looking down" is said to be characteristic for it)।

স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহ (Scrofulous ophthalmia)—নেট্রাম মিউর অনেক স্থলে স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহে নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিলভার নাইট্রেটের (Silver Nitrate) অপব্যবহারের দরুণ হইলেই অধিক প্রয়োগ হয়। জ্বালা এবং করকরানি যন্ত্রণা হয়, মনে হয় চক্ষুর পাতার নিম্নে যেন

বালি প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় চক্ষু হইতে যে জল নির্গত হয় তাহা ক্ষয়কারক (acrid) এবং চক্ষুর পাতা শক্ত হইয়া বুজিয়া থাকে। সহজে খোলা যায় না, স্বচ্ছাবরকে (cornea) ক্ষত হয়। চক্ষুর পাতার প্রদাহ হইয়া প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া যায়। নেট্রাম মিউর সচরাচর শীর্ণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগ—স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ বালক বালিকারা চর্ম্মরোগেও অত্যন্ত ভোগে বিশেষতঃ মস্তকের চুলের গোড়াগুলিতে ফুস্কুড়ি (eruption) হয়, শির-ত্বকে মামরি (scales) পড়ে এবং তাহা হইতে ক্ষয়কারক (acrid) রস নির্গত হয়, ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থলে এবং নাসিকার পক্ষ দ্বয়ে (wings of the nose) পুঁজযুক্ত ক্ষত হয় এবং এতদসহ রোগীর শীর্ণতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ওষ্ঠদ্বয় এবং ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় (কণ্ডুরাঙ্গো)।

ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ স্থল এবং নাসারন্ধ্রের চারিপার্শ্ব চিড় খাইয়া ফাটিয়া যাওয়া লক্ষণ নাইট্রিক এসিড, গ্র্যাফাইটিস এবং এন্টিমক্রুডামে রহিয়াছে।

নাইট্রিক এসিড—ইহাতে চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংযোগস্থলসমূহ যেমন মলদ্বার, যোনিদ্বার, ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল ইত্যাদি সমুদয় স্থান চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং সময় সময় তদহেতু রক্তস্রাবও হও।

গ্র্যাফাইটিস—মুখ বিবরের সংযোগস্থল, মলদ্বার, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ইত্যাদি স্থান সমূহ বিদারণ হয়—কিন্তু গ্র্যাফাইটিস রোগী চর্ম্মরোগ প্রবণ এবং স্থূলকায়।

এণ্টিম ক্রুডাম—ইহাতে নাসারন্ধ্রের চারিপার্শ্ব অধিক বিদারণ হয় কিন্তু শিশুদিগেতে এই ঔষধ অধিক প্রয়োগ হয়।

স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহে রোগী আলোর দিকে আদপেই তাকাইতে পারে না, আলোতে অত্যন্ত ভয় পায়, এমন কি সকল সময় আলোর ভয়ে চক্ষু বুজিয়া মস্তক হেঁট করিয়া কিংবা বালিশে মস্তক গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। চক্ষু হইতে প্রচুর জল কাটে এবং তাহা ক্ষয়কারক। চক্ষুর পাতা এবং গণ্ডযুগল উক্ত জলের স্পর্শে হাজিয়া যায়। এতদসহ অনেক সময় নাসারন্ধ্রের চারি পার্শ্বে,

ওষ্ঠদ্বয়ে এবং কর্ণের পার্শ্বে ক্ষত হয় ও গ্রীবাদেশের গ্রন্থি সমূহও স্ফীত হয়। চক্ষুর ভিতরলাল হইয়া স্বচ্ছাবরকে (cornea) ক্ষত হয়। অন্যান্য চক্ষুপ্রদাহে এত অধিক আলোকাতঙ্ক থাকে না এবং স্বচ্ছাবরকে ক্ষতও এত শীঘ্র হয় না।

স্ক্রফিউলাস চক্ষু প্রদাহের সমগুণ ঔষধ সমূহ

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম—চক্ষুর পাতার লালবর্ণ দানা (granulation) হয় এবং চক্ষুর পাতার ধারগুলি ফুলিয়া পুরু হয় ও তাহাতে মামড়ি পড়ে। স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হইয়া পুঁজ হয়, পুঁজ হলদে এবং ঘন, অনেকটা পালসেটিলার ন্যায়। চক্ষুর ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের ন্যায় লালবর্ণ মাংসের গ্যাঁজ উৎপন্ন হয় (caruncula swollen, standing out like a lumph of red flesh)।

আর্সেনিক—স্বচ্ছাবরকে ক্ষত হয় কিন্তু ইহার যন্ত্রণা জ্বলনসদৃশ। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির। রোগী পুনঃ পুনঃ জলপান করে। চক্ষুর ভিতর ঘোর লালবর্ণ হয় এবং অগ্নিবৎ জ্বালা করে। রাত্রিতে চক্ষু বুজিয়া যায়।

গ্র্যাফাইটিস—ইহা সচরাচর চক্ষুপ্রদাহের পুরাতন অবস্থায় অধিক ব্যবহার হয়। চক্ষুর পাতা অধিক প্রদাহ হয় কিন্তু আলোকাতঙ্ক অধিক থাকে না। চক্ষুর পাতার ধারগুলি চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়। গ্র্যাফাইটিসে প্রায়ই চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকা উচিত এবং আঠা আঠা চট্‌চটে স্রাব হয়।

সর্দ্দি—জলের ন্যায় তরল সর্দ্দি স্রাব হয় অথচ তৎসহিত শুষ্কতা বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ সর্দ্দি নিঃসরণ হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে স্রাব শুষ্ক হইয়া যায়। স্রাবে নাসিকার পক্ষদ্বয় ক্ষতযুক্ত এবং স্পর্শাধিক্য হয় ও সর্দ্দিকালীন রোগী কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ এবং স্বাদ পায় না (পালসেটিলা)। নেট্রাম মিউরে প্রতিদিন প্রাতে গলা খেঁকড়াইয়া শ্লেষ্মা বহির্গত করিতে হয়। শেষোক্ত লক্ষণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, অন্য কোন ঔষধের বিশেষ লক্ষণ না থাকিলে নেট্রাম মিউরকেই এইরূপ অবস্থায় উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

আলজিহ্বার বৃদ্ধি—(Elongation of uvula)—তালুমূল লালবর্ণ হয়

এবং বোধ হয় পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু আলজিহ্বা ঝুলিয়া পড়ে অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়। সকল সময় গলদেশে কি একটা চাপ লাগিয়া রহিয়াছে রোগীর এইরূপ বোধ হয় এবং তদহেতু শুধু শুধু রোগী গলাধঃকরণ করিতে থাকে।

জিহ্বা এবং মুখের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত শুষ্কতা বোধ হয় অথচ প্রকৃত-পক্ষে কোন প্রকার শুষ্কতা থাকে না, দেখিলে সিক্ত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা থাকে। পালসেটিলাতে শুষ্কতা থাকে কিন্তু পিপাসা থাকে না। মার্কিউরিয়াস সল ঠিক ইহার বিপরীত, মুখগহ্বর এবং জিহ্বা সমুদায় সিক্ত অথচ পিপাসা থাকে। মার্কিউরিয়াস সলে ইহা ব্যতীত জিহ্বা স্ফীত হয়, জিহ্বায় দন্তের ছাপ পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। নেট্রামে এতদ সমুদায় লক্ষণ কিছুই থাকে না, নেট্রামে সাইলিসিয়ার ন্যায় জিহ্বায় যেন চুল লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধ ওষ্ঠের মধ্যস্থলে গভীর এবং যন্ত্রণাযুক্ত বিদারণ (fissure) নেট্রাম মিউরের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ কিন্তু ডাক্তার ন্যাস নিম্ন ওষ্ঠের এইরূপ বিদারণকেও এই ঔষধের বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন (Deep painful fissure in the middle upper lip is given in guiding symptoms but I have found it in the lower lip and believe it to be just as characteristic—Dr. Nash.)

নেট্রাম মিউরে ইহা ব্যতীত আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং নাসিকাগ্রের অবশ ভাব ও সুড় সুড় বোধ (numbness and tingling of tongue, lip and nose)। ইহা যকৃতের পুরাতন টাটানি (soreness), পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি পিত্তাধিক্য লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ন্যাস একবার অনেক রকম ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও একটি উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগীকে আরোগ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ডাক্তার লিপির উপদেশানুযায়ী এক মাত্রা উচ্চক্রম নেট্রাম মিউর প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

কাশি—নেট্রাম মিউরের কাশি দুইটি কারণ জনিত হয়, প্রথমতঃ গলাগ্রে এবং কণ্ঠনালীর (Pharynx and Larynx) পশ্চাদ্দেশে শ্লেষ্মা রাশীকৃত হইয়া দ্বিতীয়তঃ গলদেশে কিংবা উদরোর্দ্ধ (pit of the stomach) প্রদেশে

সুড়সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় ও তৎসহিত স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। শেষোক্ত প্রকার কাশিতে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় মস্তকে ভীষণ বিদীর্ণবৎ যেন কপাল ফাটিয়া যাইতে চাহে এইরূপ যন্ত্রণা হয় এবং কাশিতে কাশিতে সময় সময় প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টিকাম, সিলা)।

স্বপ্নদোষ (Nocturnal emission)—নেট্রাম মিউরের পুং-জননেন্দ্রিয়ের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং শিথিলতা উপস্থিত হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং এমন কি স্ত্রীসহবাসের পরও স্বপ্নদোষ হয়। সঙ্গমকালীন লিঙ্গের সম্পূর্ণ উদ্রেক হয় না এবং তদ্দহেতু রোগী সহবাস সম্ভোগ করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত বীর্য্যপাতও অসম্পূর্ণ হয় অথবা অনেক সময় কিছুই হয় না কাজেকাজেই রোগীর উত্তেজনা পূর্ব্ববৎ রহিয়াই যায় এবং রাত্রিতে তৎ উত্তেজনা বশতঃ বীভৎস স্বপ্ন দর্শনে বীর্য্যপাত হয়। এবম্প্রকার অত্যধিক বীর্য্য স্খলন হেতু কটিদেশে ব্যথা হয়, নৈশ ঘর্ম্ম হয়, পদদ্বয়ের দুর্ব্বলতা এবং মানসিক অবসন্নতা (melancholy mood) উপস্থিত হয়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগের অর্থাৎ গ্লিট অবস্থার নেট্রাম মিউর একটি উত্তম ঔষধ। প্রস্রাবের অব্যবহিত পরেই জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় (Just at the conclusion of urine)। সার্সাপ্যারিলাতেও ঠিক শেষোক্ত লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় এবং শীর্ণতা বিষয়েও ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু নেট্রামের শীর্ণতা গ্রীবা প্রদেশে অধিক হয়। প্রস্রাবের অব্যবহিত পর যন্ত্রণা সার্সাপ্যারিলায় অত্যন্ত প্রবল এবং অসহ্য রকমের, নেট্রাম মিউরে তত অধিক নয়। প্রস্রাবের অব্যবহিত পর যন্ত্রণা শুনিলে সার্সাপ্যারিলার কথাই স্মরণ করা উচিত, কারণ সার্সাপ্যারিলার ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। নেট্রাম মিউরের গ্লিট অবস্থায় যে স্রাব হয় তাহা পরিষ্কার এবং জলবৎ তরল, কখন কখন ঈষৎ পীতাভও হয়। নেট্রাম্

সাধারণতঃ সিলভার নাইট্রেটের (silver nitrate) অপব্যবহারের পর বিশেষভাবে ব্যবহার হয়। নেট্রাম মিউরের সমুদায় স্রাবই তরল জলবৎ এবং পরিষ্কার—ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। ইহাতে মুখ হইতেও যে লালাস্রাব হয় তাহাও জলবৎ এবং লবণ স্বাদযুক্ত।

শীর্ণতা—(Marasmus)—নেট্রাম মিউরে পরিপোষণ ক্রিয়ার অত্যন্ত অভাব এবং তদহেতু শিশুদিগের শীর্ণতা রোগের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার বিশেষত্ব রোগী সকল সময় খাই খাই করে এবং খায়, তথাপি গায়ে মাংস হয় না (Great emaciation, losing flesh while living well) ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ইহা অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়। নেট্রাম মিউরে শীর্ণতা শরীর অপেক্ষা গ্রীবা প্রদেশেই অধিক হয় এবং এই প্রকার শিশু সচরাচর শ্লেষ্মাধাতুযুক্ত, খিটখিটে এবং কাঁদুনি স্বভাবের। ক্ষুধাসহ শীর্ণতা লক্ষণ আইওডিন, এব্রোটেনাম, স্যানিকিউলা, টিউবারকিউলিনাম এবং সার্সাপ্যারিলা ইত্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমার মনে হয় ক্ষুধাসহ এবং আহার করা সত্ত্বেও শীর্ণতা নেট্রাম মিউরেই অত্যন্ত অধিক (no remedy is more hungry, yet he loses flesh while eating well).

শীর্ণতায় নেট্রাম মিউরের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

আইওডিন—শিশু স্ক্রফুলাস ধাতুবিশিষ্ট। ভীষণ ক্ষুধা, সকল সময় খাই খাই করে এবং বার বার খায় তথাপি শিশু রোগা হইতে থাকে, গায়ে মাংস হয় না। আইওডিনের শীর্ণতা পদদ্বয়ে অধিক হয়। আহার করিতে না পারিলেই বিরক্ত বোধ করে কিন্তু আহারকালীন এবং আহারান্তে অর্থাৎ যতক্ষণ পাকস্থলী পূর্ণ থাকে ততক্ষণই শিশু সুস্থ (এনাকার্ডিয়াম)। নেট্রাম মিউরে ইহার বিপরীত, আহারান্তে নিজেকে ক্লান্তি (weary) স্ফূর্ত্তিহীন, পাকস্থলী এবং যকৃত প্রদেশে পূর্ণতা এবং অস্বস্তি বোধ করে। Remarkable hunger, relived by eating with progressive emaciation, is the first in importance.

এব্রোটেনাম—শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, বদরাগী এবং অনেকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির, শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া কোঁচকাইয়া ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়া পড়ে। ভীষণ ক্ষুধা, সকল সময় খাই খাই করে এবং খায় কিন্তু গায়ে লাগে না ক্রমশঃ রোগা হইতে থাকে (Ravenous hunger, losing flesh while eating well) এব্রোটেনামে নিম্নাঙ্গ বিশেষভাবে পদদ্বয় কেবল শীর্ণ হয়, (Marasmas of lower extremities only especially of legs)

স্যানিকিউলা—শিশু অবাধ্য, খিট্‌খিটে, একগুঁয়ে প্রকৃতির এবং নিম্নাভিমুখীন গতিতে ভয় পায়। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তকে এবং গ্রীবাপ্রদেশে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এমন কি বালিস ভিজিয়া যায়। শীর্ণতা ক্রমবর্দ্ধনশীল (Progressive emaication), শিশু দেখিতে অধিকবয়স্ক, মলিন এবং তৈলাক্ত। ঘাড়ের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া থাকে থাকে ঝুলিতে থাকে (wrinkled, hangs in folds), স্যানিকিউলা, নেট্রাম মিউর এবং লাইকোপোডিয়ামে—উর্দ্ধ হইতে অধঃ দেশ শীর্ণ হইয়া আইসে আর এব্রোটেনামে নিম্ন হইতে উর্দ্ধের দিক ক্রমশঃ শীর্ণ হয়। (Sanicula, Natrum Mur and Lycopodium emaciate from above downwards. Abrotanum from below upwards.)

সার্সাপ্যারিলা—অতিশয় শীর্ণতা সমুদায় শরীরের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া ভাঁজ পড়িয়া যায়। মুখ এবং গ্রীবাপ্রদেশেই শুষ্কতা অধিক প্রকাশ পায়। প্রস্রাবে বালির ন্যায় দানা দানা সাদা তলানি পড়ে। মুখের চেহারা অধিকবয়স্ক লোকের মত হয়। এতদ্ব্যতীত উদর বৃহৎ, গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক এবং থলথলে।

লাইকোপোডিয়াম—শিশু দুর্ব্বল, শীর্ণ, ক্ষুদ্র এবং রুগ্ন কিন্তু মস্তক সমুন্নত (well developed) অথচ গ্রীবাপ্রদেশ অধিক শুষ্ক (নেট্রামমিউর)। বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগ যেন দুলিতে থাকে (dwindling of the upper part of the chest)। প্রস্রাবে বালির ন্যায় লাল দানা তলানি পড়ে এবং প্রস্রাবের পূর্ব্বে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম—শিশুর চেহারা দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয়। অত্যন্ত শুষ্ক, অস্থিচর্ম্মসার (dried up, withered)। নিম্নাঙ্গে শুষ্কতা অধিক প্রকাশ পায়। এতদসহ সবুজ শাক ছেঁচানির ন্যায় উদরাময় প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্য রোগ—নেট্রাম মিউর অগ্নিমান্দ্য রোগের একটি উত্তম ঔষধ। ক্ষুধা, পিপাসা, রুচি এবং অরুচি সম্বন্ধে ইহার কতকগুলি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ রহিয়াছে। ক্ষুধা এবং পিপাসা বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বোধ হয় এমন কোন ঔষধ আর নাই যাহাতে এত অধিক ক্ষুধা থাকা এবং আহার সত্ত্বেও রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে (hungry yet he loses flesh

while eating well. Natrum Mur has great sense of dryness is the mouth without actual dryness.) লবণ, লবণাক্ত খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি খাইবার অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সমুদায় দ্রব্যতেই লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ লবণ অত্যন্ত অধিক খায়। স্বভাবতঃ ব্যঞ্জনাদিতে যে পরিমাণ লবণ দেওয়া হয় তাহাতে তাহার মনঃপুত হয় না, আরো অধিক লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করে (কষ্টিকাম)। শ্বেত সারময় দ্রব্য (farinacious) বিশেষতঃ রুটী সহ্য হয় না এবং খাইতে ইচ্ছা করে না। নেট্রাম মিউর রোগীতে এতদ্ব্যতীত আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—আহারের পর অধিক জলতৃষ্ণা এবং উদরোর্দ্ধ প্রদেশে (pit of the stomach) অত্যন্ত অস্বস্তিকর কষ্ট বোধ হয় এবং তাহা শক্ত করিয়া অর্থাৎ আঁট করিয়া কাপড় পরিলে উপশম হয়। (ল্যাকেসিস এবং হেপারের বিপরীত)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—(Constipation)—যাহারা বিরেচক ঔষধ (purgative) সেবনে অভ্যস্ত তাহাদিগের প্রত্যহ নিয়মানুযায়ী সময়ে মলত্যাগ না হইলে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়—শিরঃপীড়া, জিহ্বার বিস্বাদ ইত্যাদি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয় কিন্তু মলত্যাগান্তে এতদ সমুদায় উপসর্গের হ্রাস হইয়া যায়। এবম্বিধ লক্ষণে নাক্সভমিকাকেই উপযুক্ত ঔষধ মনে করা উচিত কিন্তু যে স্থলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা ব্যতীতও উক্ত প্রকার মানসিক অবস্থা এবং মুখের বিস্বাদ উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থলে নেট্রাম মিউরকে উচ্চ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

নেট্রাম মিউরের কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত মানসিক অবস্থারও যোগ থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের তারতম্যানুযায়ী মানসিক অবসন্নতারও পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু মলত্যাগান্তে কোষ্ঠকাঠিন্যের হ্রাসের সহিত মানসিক অবসন্নতা এবং অস্বস্তি ভাব কাটিয়া যায়! কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মানসিক বিষণ্নতা (Hypohondriasis) হইলে নেট্রাম মিউর তাহার উত্তম ঔষধ।

কোষ্ঠকাঠিন্যে মনে হয় মলদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, মল অত্যন্ত শুষ্ক, শক্ত এবং মল বহির্গত হইবার কালীন মল আটকাইয়া যায় এবং সময় সময় মলদ্বার চিরিয়া রক্ত বহির্গত ও মলত্যাগান্তে মলদ্বার জালা এবং টনটন করে।

মল অত্যন্ত কষ্টের সহিত নির্গত হয় এবং নির্গমনকালীন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় (ম্যাগনেসিয়া মিউর)। মল অনেক সময় ছাগলের নাদির ন্যায়ও হয়। সরলান্ত্র, শুষ্ক, রসকসহীন এবং ক্ষমতাশূন্য।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—

এমন মিউর, ম্যাগনেসিয়া মিউর—মল অত্যন্ত শুষ্ক। মল বহির্গত হইবার কালীন অর্থাৎ মলদ্বার হইতে বহির্গত হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় ও সময় সময় মলদ্বার চিরিয়া যায়। মল শীঘ্র বহির্গতও হয় না।

এলিউমিনা, ভিরেটাম এলবাম এবং সাইলিসিয়া—সরলান্ত্র নিশ্চেষ্ট, (inactivity of rectum) মল বহির্গত করিবার সরলান্ত্রের অক্ষমতা মল বহির্গত হইয়াও হয় না, পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়।

নাইট্রিক এসিড—মলদ্বার সঙ্কুচিত, মলত্যাগকালীন চির খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং সময় সময় রক্ত বহির্গত হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভীষণ জ্বালা এবং টাটানি হয়।

ব্রাইওনিয়া এবং ওপিয়ম—সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শুষ্ক এবং রসকসহীন।

সরলান্ত্রের অত্যধিক শুষ্কতার ঔষধ সমূহ—

গ্র্যাফাইটিস—মল শ্লেষ্মাজড়িত (mucous coated)।

রেটেনিয়া—শুষ্কতা হেতু সরলান্ত্রে কাঁচভাঙ্গা কুচির ন্যায় খচ্ খচ করে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—মলত্যাগকালীন মল শুষ্কতা হেতু বহির্গত হইবার কালীন মলদ্বারেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ইকজিমা—(Eczema) নেটাম মিউর একজিমার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ সন্ধিস্থলের ভাজে (bends) কর্ণের পার্শ্বে, মস্তকের পশ্চাতে, ঘাড়ে এবং চুলের গোড়ালিতে অধিক হয়। ঘাগুলি চট্‌চটে রসযুক্ত এবং দেখিতে কাঁচা লালবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত (Raw, red and inflamed) অথবা খোসের ন্যায়। অত্যধিক

লবণ খাইলে, সমুদ্রের উপকূলে বাস করিলে কিংবা-সমুদ্র ভ্রমণে অর্থাৎ লবণে এবং লবণাক্ত স্থানে বৃদ্ধি হয়।

আমবাত (Urticaria)—ইহা সন্ধিস্থলের উপরে এবং বিশেষভাবে পদদ্বয়ের গোড়ালির সন্ধিতে (at the bends of joints especially ankle joint) অধিক হয়। পুরাতন এবং নূতন উভয় অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালা করে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। নেট্রাম মিউরের আমবাত প্রায়ই জ্বরের সহিত প্রকাশ পায় (এপিস, হেপার ও ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব), এতদবিষয়ে নেট্রাম মিউর এপিসের অনুপূরকরূপে (complementary) কার্য্য করে।

এপিস যদিও আমবাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু পুরাতন অবস্থায় নেট্রাম মিউর, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব অধিক উপযুক্ত।

হস্ত এবং পদের অঙ্গুলির চিরণ—(Cracks of fingers and toes) নেট্রাম মিউরে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিতে কতকগুলি ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—নখের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম শুষ্ক হয় এবং চির খাইয়া যায়। গ্র্যাফাইটিসে অঙ্গুলির অগ্রভাগ চিরিয়া ফাটিয়া যায়। পেট্রোলিয়ামে যদিও এবম্প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু কেবল শীতকালে প্রকাশ পায় এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউরের হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিও পূর্ব্বোল্লিখিত ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় অসাড় এবং সুড় সুড় বোধ হয় (numbness and tingling in fingers and toes)।

গুল্‌ফ সন্ধির দুর্ব্বলতা (weakness of ankle joint)—পায়ের গুল্‌ফ সন্ধি দুর্ব্বল এবং সহজেই উল্‌টাইয়া যায় (ankle joints are weak and turn easily)। যে সমুদায় শিশুর হাঁটিতে বিলম্ব হয়, বিশেষভাবে তাহাদিগেতেই এই লক্ষণটি অধিক প্রকাশ পায়। হস্ত পদাদির অবনত স্থানগুলি (bends of limbs) টানিয়া খেঁচিয়া থাকে, মনে হয় যেন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে (painful tension in the bends as if

the cord were too short—Causticum, Ammon mur, Guaiac) এই প্রকার লক্ষণ হইতে ক্রমশঃ অঙ্গের বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা হয়।

আঁচিল (Warts)—হস্তের চেটোয় (Palm of hand) আঁচিল প্রকাশ হইলে নেট্রাম মিউর তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এন্টিমটার্ট—লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে (back of glans penis) হয়।

সিপিয়া—লিঙ্গাগ্রের চর্ম্মের পার্শ্বে (margins of prepuce) হয়।

নাইট্রিক এসিড—উপর ওষ্ঠে হয় এবং রক্তস্রাবী, পেরেক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা যুক্ত এবং দেখিতে ফুলকপির ন্যায়।

কষ্টিকাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল। মূলদেশে কোমল, উপরিভাগ শৃঙ্গবৎ (soft at the base, horny on surface) বাহুতে, হাতে, চক্ষুর, পাতায় এবং মুখমণ্ডলে হয়।

থুজা—লিঙ্গে, মলদ্বারে, বিটপদেশে, হস্তে ইত্যাদি সমুদয় স্থানেই হইতে পারে কিন্তু থুজার আঁচিল কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারের এবং রক্তস্রাবী অথবা রক্ত স্রাব হীন। আভ্যন্তরিক সেবনের সহিত এই ঔষধের মূল অরিষ্ট বাহ্যিক প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য।

জ্বর

নেট্রাম মিউর জ্বরের একটি অতিমহৎ ঔষৎ, যে কোন প্রকার জ্বরেই হউক—লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার পিয়ার্সন বলেন আমাদের ভৈষজ্য ভাণ্ডারে ইণ্টার মিটেণ্ট জ্বরের যদি কোন অব্যর্থ ঔষধ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা **নেট্রামমিউর**। (Dr. Pearson writes—If there be in our Materia medica any such thing as a specific for intermittent fever it is Natrum. M)

Dr. Hughes say—It is of course in chronic agues especially that it is so useful and in Malarial cachexia even when this disease is recent it is reported very effective if the characteristic symptoms are present. They are thus

described by Dr. Guernsey—"Exanthematous spots, looking like large peas on the lips, an excessive thirst before and during the chill. No thirst during the hot stages, in the heat or at its close, a headache as though a thousand little hammers were knocking upon the brain may begin, lasting a long time even after the perspiration has passed away, the attack comes on in the forepart of the day. ডাঃ গারেন্সী বলেন—শীত অবস্থার পূর্ব্বে এবং শীত অবস্থা কালীন ওষ্ঠদ্বয়ে মটর দানার ন্যায় বড় বড় জ্বরঠোষ্কা প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত জল পিপাসা হয়। দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকে না, দাহ অবস্থা কালীন কিংবা দাহ অবস্থার প্রায় শেষে শিরঃ পীড়া আরম্ভ হয় মনে হয় মস্তকে যেন কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে এবং ইহা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এমন কি ঘর্ম্ম শেষ হইবার পর পর্য্যন্তও থাকে। জ্বর সচরাচর পূর্ব্বাহ্নেই আসিয়া থাকে। ডাক্তার গ্যারেন্সী দাহ অবস্থায় পিপাসা থাকে না বলিতেছেন কিন্তু আমরা দাহ অবস্থায় পিপাসার আধিক্যই দেখিয়া থাকি। ডাক্তার এলেন বলেন—দাহ অবস্থায় পিপাসা বরং বৃদ্ধি হয় (During hot stage with increased thirst).

সময়—সচরাচর প্রাতেঃ ১০টা কিংবা ১১টা। নক্স ভমিকার ন্যায় নেট্রাম মিউরের জ্বরের আক্রমণ প্রাতঃকালের দিকেই অধিক হইয়া থাকে। বৈকালে কিংবা সন্ধ্যাতে প্রায়ই হয় না। জ্বরের আক্রমণ কালীন নেট্রাম মিউর কখনই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়। সচরাচর জ্বর আসিবার অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে সেবন করান উচিৎ।

কারণ—লবণাক্ত জল কিংবা জলাযুক্ত স্যাঁৎস্যাতে কিংবা পুকুরের ধারে কিংবা সদ্য কর্ষিত ভূমির নিকট বাস। কুইনাইন ব্যবহারে জ্বরের সময়ের এবং আক্রমণের উলট পালট এবং সাময়িক অবরুদ্ধ।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—রোগী শীতকে ভয় পায়। অবসন্নতা, শিরঃপীড়া এবং জল তৃষ্ণা উপস্থিত হয়।

রোগী বুঝিতে পারে যে জ্বর আসিতেছে কারণ শিরঃপীড়া, জলতৃষ্ণা, বমনেচ্ছা, বমন এবং গাত্র বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে থাকে।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে। ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত

ভীষণ শীত হয়। শীত হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি অথবা কোমর হইতে (জেলসিমিয়ম) আরম্ভ হয়। শীতে ওষ্ঠদ্বয় এবং নখ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয় (নাক্স-ভমিকা) অনেক সময় আবার শীত হয় না। অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ জল পান করে। (সকল অবস্থায় অধিক পরিমাণে অনেকক্ষণ পর পর জল পান করে—ব্রাইওনিয়া। অধিক পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জল পান করে কিন্তু বমন হইয়া উঠিয়া যায়—ইউপেটোরিয়াম। অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ জল পান করে কিন্তু বমন হইয়া উঠিয়া যায়—আর্সেনিক) ভীষণ শিরঃপীড়া হয়, মস্তক যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে। শিরঃপীড়ার প্রকোপে বমনোদ্বেগ এবং বমন উপস্থিত হয় এবং সময় সময় রোগী শিরঃপীড়ার যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ অচৈতন্য এবং এবং অঘোর হইয়া পড়ে।

নেট্রাম মিউরের ১০টা জ্বর অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ—শীত, পিপাসা অস্থি বেদনা সমুদায়ই এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। (chilliness, great thirst, tearing in the bones, blue nails, chattering of the teeth, at 10 A. M.) নূতন জ্বরে অনেক সময় শীত প্রায়ই প্রকাশ পায় না, ইহা স্মরণ রাখিবে।

দাহ অবস্থা—পিপাসা বৃদ্ধি হয়। ভীষণ শিরঃপীড়া হয় মনে হয় মস্তকে যেন কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে। মস্তকের যন্ত্রণায় রোগী সময় সময় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে কিংবা দৃষ্টি ঘোর হইয়া যায় (বেলেডনা, ওপিয়ম)

দানা দানা মুক্তার ন্যায় জ্বর ঠোস্কায় ওষ্ঠদ্বয় ভরিয়া উঠে। বিশেষতঃ উর্দ্ধ ওষ্ঠে অধিক হয় (রাসটক্স)। এই প্রকার দাহ অবস্থা প্রায় বৈকাল বেলা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। জ্বর ঠোস্কা রাসটক্স, হেপার এবং আর্সেনিকেও প্রকাশ হইতে দেখা যায় কিন্তু নেট্রাম মিউরই এই বিষয়ের প্রধান ঔষধ।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা বিশেষ কিছুই থাকে না। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মে সমুদায় যন্ত্রণার উপশম হয়। কিন্তু শিরঃপীড়া ঘর্ম্ম অবস্থার পর পর্য্যন্তও কিছুক্ষণ থাকে (ঘর্ম্ম অবস্থায়—শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় ইউপেটরিয়াম। কোন লক্ষণই উপশম হয় না বরং বৃদ্ধি হয়—মার্কিউরিয়াস সল)

জিহ্বা—ঈষৎ পীত আভাযুক্ত শ্বেত লেপাবৃত। অথবা মানচিত্রের ন্যায়

চিত্রিত। জিহ্বায়ও জর ঠোস্কা হয় এবং জিহ্বার ধার দেখিতে দদ্রু যুক্ত (looks like ringworm in the sides,—ল্যাকেসিস, টেরাক্সাকম)। তিক্ত কিংবা লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। খাদ্য দ্রব্যের কোন আস্বাদ পায় না জলের স্বাদ খারাপ বোধ হয়।

নাড়ী—বাম পার্শ্বে শয়নে নাড়ীর গতির অনিয়ম হয় এবং প্রত্যেক তৃতীয় স্পন্দন লুপ্ত হয় কখন দ্রুত আবার কখন মৃদু চলিতে থাকে। every 3rd beat intermits হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে (Heart's pulsation shakes the body)।

নেট্রাম মিউরের ১১টা জ্বরের সময় একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু তাই বলিয়া অন্য সময় জ্বর আসিলে যে নেট্রাম মিউর নির্ব্বাচিত হইবে না এমন কোন কথা নহে। নেট্রাম মিউরের জ্বরের যদি অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে এবং বৈকালেই জ্বর আইসে তাহা হইলেও নেট্রাম নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবে নেট্রাম মিউরের জ্বর অধিকাংশ স্থলেই প্রাতের দিকে আসিয়া থাকে। নূতন অবস্থায় কম্প হয় না, পুরাতন অবস্থায় কম্প হয়।

ডাক্তার বার্ট এ বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

"It is taught by every writer, that the chill must come on about 11 A. M. for Natrum M. to be curative. This is all bosh and nonsense. I have cured many cases of chronic and acute intermittents where the chill has come on late in the afternoon. If the rest of the symptoms indicate this remedy it makes no difference when the chill commences. And let me say here, that Nat. m will cure more cases and intermittent fever, both acute and chronic, specially the latter than any known remedy, with the 30 dilution. I have cured several hundred cases with this drug alone. It is the best friend of a physician has in a malarious district"—

Dr. Burt.

ডাক্তার কুক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে নর্থ আমেরিকান জর্নালে (North American Journal) নেট্রাম মিউরের বিষয় লিখিতেছেন—

While it is true that time is but one element in a case, and that we must obtain the locality or majority of symptoms, it is also true that the morning paroxysm predominates, especially at 11 a.m.

During my travels in Hungary, in the malarious plains, as well as during a prolonged residence among the Indians of South America. I used a cheap remedy which radically cures every case of Ague in twenty four hours by taking one or at the most two doses of it. I order a good handful of five clear kitchen salt to be thoroughly roasted—if possible, in a new pan, or at least, in one thoroughly cleansed—over a slow fire, till it takes on a brown colour, similar to that of highly roasted coffee. From this roasted salt a grown up man takes a full table spoonful, rather more than less, dissolved in a glass of hot water, at once, on the morning following the paroxysm, in an empty stomach and on the quotidian fevers a few hours after the paroxysms over. As the remedy is only sure of its action on an empty stomach, neither food nor drink must be taken. Though great thirst follow, the patient must only sip a little water, and when the patient becomes hungry, forty-eight hours after taking the salt he might take a little chicken broth. Strict diet and great care not to catch cold, are of the utmost importance. I have used the remedy for the last 18 years and it has never failed in a single when rightly applied. Hundred of cases in Hungry were cured by it and during my voyage

to Brazil, the mate of the steamer was cured by a single dose in 24 hours from an Ague which had troubled him periodically for years and this cure remained permanent. In the tropics of America every European immigrent, as soon as he goes to inland, is attacked by intermittent fever, which if neglected is too frequently fatal. Thus 400 English people succumbed to it inspite of the immense doses quinine and brandy taken, whereas the equally suffering German colony in the adjacent plain took their roasted salt and no death occurred among them.

Dr. Allen বলেন—There is probably no remedy in our Materia medica. (Arsenic alone excepted) so often indicated in severe cases—acute or chronic, even the maltreated by arsenic and quinine as Nat mur. It will cure promptly when indicated and much quicker and more permanently in the attenuation above than below the thirtieth. Hydroa in the lips is a guiding symptom although Ignatia, Nux and Rhustox all have it. If Hydroa be present in the first onset of fever although after frequent suppression by quinine, it may not be present in old cases, Natrum should be thought of. In nursing children, hydroa on the lips and later the ulcers which succeed them with forenoon attack, are guiding.

পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারগণের অভিমত পাঠ করিলে পরিষ্কার জানিতে পারা যায় নেট্রাম মিউর সবিরাম এবং বিশেষতঃ কম্প জ্বরের একটী অব্যর্থ মহৌষধ। ১০।১১টার সময় জ্বর এই ঔষধের যে প্রকার একটি পরিজ্ঞাপক লক্ষণ শীত অবস্থায় ওষ্ঠদ্বয়ে জ্বর ঠোস্কা প্রকাশও নেট্রাম মিউরের সেই প্রকার বিশেষ লক্ষণ। ডাক্তার এলেন বলেন জ্বরের প্রারম্ভেই কুইনাইন দ্বারা জ্বর অবরুদ্ধ (suppress) করা সত্ত্বেও যদি জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ পায় তথাপি নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করিবে (পুরাতন অবস্থায় জ্বর ঠোস্কা প্রকাশ পায় না)। নেট্রাম মিউরের জ্বরের আর একটি বিশেষ লক্ষণ যে ঘর্ম্ম প্রচুর হয় এবং ঘর্ম্মের পর সমুদায় যন্ত্রণার উপশম হয়। ডাক্তার রাউই বলেন—পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় জলতৃষ্ণাসহ

ভীষণ শীত, দাহ অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং ঘর্ম্ম প্রকাশে সমুদায় যন্ত্রণার অবসান এই ঔষধের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ—(Hard chill about 11 A. M. with great thirst, which continues through all stages, the heat is characterised by violent headache, relieved by perspiration—Dr. Raue)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক প্রচলিত। প্রাতঃকালে জ্বর আসিবার অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে শুধু পেটে সেবন করা উচিত। ইহা অধিক প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না, ২।১ মাত্রাতেই ফল পাওয়া যায়। পুরাতন রোগে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না (cannot often be repeated in chronic cases)। জ্বরের উপর নেট্রাম মিউর কখনই প্রয়োগ করিবে না।

অনুপূরক—(complementary) নেট্রাম মিউর এপিসের অনুপূরক, ইহার (এপিসের) পূর্ব্বে এবং পরে উত্তম কার্য্য করে। ইগ্নেসিয়া লক্ষণযুক্ত পুরাতন রোগে নেট্রাম মিউর উত্তম ঔষধ (Natrum Mur is chronic of Ignatia)।

রোগের বৃদ্ধি—প্রাতে ১০।১১টা। সমুদ্রের উপকূলে, সমুদ্রের বায়ুতে সূর্য্য কিরণে কিংবা ষ্টোভের আলোতে। মানসিক পরিশ্রমে, বামপার্শ্বে শয়নে এবং লেখাপড়ায়।

রোগের উপশম—খোলা উন্মুক্ত বায়ুতে (এপিস, পালসেটিলা)। শীতল জলে স্নানে। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্বে—ব্রাইওনিয়া, ইগ্নেসিয়া এবং পালসেটিলা)

রোগীর বিবরণ

১। একজন ভদ্রলোক, বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। দেড় বৎসর যাবৎ মধ্যে মধ্যে কুইনাইন সেবন করা সত্ত্বেও, একদিন কম্প দিয়া জ্বর হয় এবং জ্বরে অনেক দিন ভোগে। রোগী বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া যায় কিন্তু সেখানে গিয়া পুনরায় জ্বরে পড়ে এবং বাড়ী চলিয়া আইসে। বাড়ী আসিয়া জ্বর আরোগ্য হইলে আবার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া যায় এবং আবার জ্বর হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোন প্রকার উপকার না হওয়ায়

এবং রোগী কুইনাইনের উপর বিরক্ত হইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আইসে। বর্ত্তমান সময়ে নিম্ন লক্ষণগুলির বিশেষ প্রকাশ রহিয়াছে দেখা গেল—শীত হইয়া জ্বর একদিন পর একদিন ১০টার সময় আসিতে আরম্ভ হয় এবং শীত অবস্থায় ভীষণ কম্প হইত ও এক একবার শীত অবস্থা দেড় ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইত। দাহ অবস্থা সমুদায় অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ভোগ করিত এবং রাত্রিতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। জ্বরকালীন ভীষণ বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া হইত কিন্তু ঘর্ম্মান্তে শিরঃপীড়ার উপশম বোধ করিত। এতদলক্ষণে নেট্রাম মিউর ২০০ শক্তি একমাত্রা দেওয়াতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং তদবধি আর জ্বর দেখা দেয় নাই। (ডাক্তার মিলার।)

এতদস্থলে জ্বরের সময়, জ্বরকালীন বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া এবং ঘর্ম্মান্তে সমুদায় উপসর্গের উপশম নেট্রাম মিউরের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

২। সামুদ্রিক জাহাজে চাকরি করে একজন কর্ম্মচারী, বয়স প্রায় ২৯ হইবে, কলিকাতায় জাহাজ আসিবার ২।১ দিন পর হইতেই জ্বর এবং কম্পজ্বর আরম্ভ হয়। জ্বরকালীন কেবল জলের ন্যায় বমন হইত এবং দিনে এইরূপে ২।৩ বার জ্বর আসিত। এমত অবস্থা দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেন তাহাকে কলিকাতার হাঁসপাতালে রাখিয়া দেন। তিন সপ্তাহ পর হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেয় কিন্তু কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িবার ২।১ দিন পূর্ব্বে পুনরায় কম্প দিয়া জ্বর আসিতে আরম্ভ হয়। চারিদিক ঘুরিয়া জাহাজের বিলাত পহুঁছিতে প্রায় ৫ মাস সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, ইহার মধ্যে প্রথম তিন মাস সপ্তাহে প্রায় ২।৩ বার করিয়া জ্বর হইতেছিল। জাহাজের কাপ্তেন এইরূপ অবস্থায় তাহাকে চিনকোনা পাউডার পুনঃ পুনঃ সেবন করাইয়া জ্বর একপ্রকার বন্ধ করেন। জ্বর যদিও বন্ধ হইল বটে কিন্তু নিম্ন লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইল। দক্ষিণ পার্শ্বের পাঁজরার নিম্নে যন্ত্রণা এবং তদহেতু দক্ষিণপার্শ্বে কাৎ হইয়া শয়নে অক্ষমতা। পদদ্বয়ের ডিমির অত্যন্ত টাটানি এবং স্পর্শাধিক্যতা ও শক্ত এবং আড়ষ্ট ভাব। রোগী এই এক অবস্থায় প্রায় ৪মাস যাবত ভুগিতেছে দুই মাস সমুদ্রে জাহাজে, আর দুই মাস উপকূলে। একদিন একটি লাঠির সাহায্যে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি কষ্টে আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম প্রস্রাব কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় অপরিষ্কার হয়

এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রহিয়াছে ও দেখিতে পাইলাম চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ। রোগী এইরূপ অবস্থাতেও প্রত্যহ প্রায় ৩ পায়েণ্ট বিয়ার মদ পান করিত।

উপরোক্ত রোগীটিতে দুইটি বিষয় পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্রথমতঃ জ্বর চিনকোনা দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সমুদ্র ভ্রমণে অর্থাৎ লবণাক্ত জলে বাস রোগীর সহ্য হইতেছিল না—এতদকারণে নেট্রাম মিউর দেওয়াই স্থির করিয়া উক্ত ঔষধের ৬x শক্তি প্রত্যহ ৩বার করিয়া সেবন করাইয়া রোগীকে প্রায় ৩ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি।

(ডাক্তার বার্ণেট)।

৩। শিশুর বয়স ৮ মাস, জন্মাবধি শীর্ণতা রোগে ভুগিতেছে, কোষ্ঠকাঠিন্য রহিয়াছে সাবান জলের পিচকারী দেওয়ায় মধ্যে মধ্যে সবুজবর্ণের মল হইতেছিল। পেট ঢাকের মত ফাঁপা, বায়ু উদ্গার এবং নিঃসরণ উভয়ই হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় ৩০শে নভেম্বর আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম ২০০ শক্তি একমাত্রা দেওয়া হয় এবং তাহাতে রোগ কিছুটা উপশম হয়। নিষেধ সত্ত্বেও শিশুর মাতা মধ্যে মধ্যে সাবান জলের পিচকারী ব্যবহার করিতেছিলেন ইহাতে ঔষধের ক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় এতদসম্ভাবনায় পুনরায় ৪ঠা ডিসেম্বর আর এক মাত্রা আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম প্রয়োগ করা হয়। কেবল আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমেই রোগী বেশ সারিয়া উঠিতেছিল। ১৪ই ডিসেম্বর একদিন ১১টার সময় তাড়াতাড়ি লোক আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। যাইয়া দেখি শিশু হঠাৎ এবং অতি অল্প সময়ে শুষ্ক এবং অধিক শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখের এবং শরীরের মাংস কোঁচকাইয়া দেখিতে বয়স্ক লোক সদৃশ হইয়াছে, হস্তপদ শীতল, শিশুর মাতা আশঙ্কা করিতেছিলেন হয়ত এক্ষণেই মারা যাইবে। জানিতে পারা গেল ৬ দিন হইতে কোনরূপ মলত্যাগ হয় নাই। গত ১৫ দিন হইতে খাই খাই করিতেছিল, ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু শিশুর চেহারার কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া বরং শীর্ণতা অধিক হইতেছিল। এতদ লক্ষণে নেট্রাম মিউর ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করা হয় এবং সেই দিবস রাত্রিতেই শিশুর মল ত্যাগ হয়। নেট্রাম মিউর প্রয়োগে অত্যল্প সময়ে এত অধিক উপকার হইয়াছিল যে শিশুকে তাহার পিতা ২৮শে ডিসেম্বর আমার ডাক্তারখানায় লইয়া আসিতে সক্ষম হন। প্রতি ১ মাস অন্তর অন্তর এইরূপে তিন মাস যাবৎ নেট্রাম মিউর একমাত্রা করিয়া দেওয়া হইতেছিল এবং দেখা

গেল প্রতি সপ্তাহে ৪ বার করিয়া শিশুর মলত্যাগ হইতেছে এবং শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল আবার আমার নিকটে শিশুকে দেখাইতে লইয়া আইসে এবং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম শিশুর গাত্রে মাংস হইয়াছে, মুখের চেহারা ভরিয়া উঠিয়াছে এবং ৮টি দাঁত উঠিয়াছে।

(ডাক্তার জর্জ্জ এম কুপর)।

শিশুর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকিত তাহা হইলে আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমে সম্পূর্ণ উপকার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এই স্থলে প্রথমাবধি শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল।

আর্ণিকা (Arnica)

ইহার সম্পূর্ণ নাম আর্ণিকা মণ্টেনা। সচরাচর ইহার মূল হইতেই টিংচার প্রস্তুত করা হয়। বৃটিশ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়ায় ইহার প্রস্তুত প্রণালীর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সমুদায় গুল্ম শ্রেয় হইতে অথবা কেবল পুষ্প শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে টিংচার প্রস্তুত করা অধিক মনে করেন। কিন্তু এবম্প্রকার প্রস্তুত প্রণালী আমেরিকানরা অনুমোদন করেন না। তাহারা বলেন পুষ্পে এক প্রকার কীট বাস করে এবং তাহার ডিম্ব থাকায় ঔষধের গুণের অত্যন্ত তারতম্য ঘটে এতদহেতু মূল হইতে প্রস্তুত করাই অধিক ন্যায়সঙ্গত এবং আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ অদ্যাবধি তাহাই করিয়া আসিতেছেন।

আর্ণিকার আবিষ্কার সম্বন্ধে মহাত্মা হ্যানিমানকে অধিক বাহাদুরী দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি নিজেই একস্থলে এই ঔষধের সিদ্ধান্ত করণ (Proving) সম্বন্ধে বলিতেছেন যে ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ফার (Fehr) নামক জনৈক চিকিৎসক আর্ণিকাকে আঘাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জগতে প্রচার করেন এবং তদবধি ইহার সুনাম চলিয়া আসিতেছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সমুদায় গাত্রময় বেদনা এবং টাটানি যেন কেহ প্রহার করিয়াছে (Sensation of being bruised, bruised feeling all through the body as if beaten.)

২। আঘাত চোট প্রাপ্ত হেতু রোগ। আঘাত থেঁথলান মচকান এবং টাটানিবৎ, চর্ম্ম অধিক ছিন্ন হয় না (For the bad effects resulting from mechanical injuries, even if received years ago.)

৩। যে স্থানেই শয়ন করে শক্ত বলিয়া বোধ হয়, কোমল স্থানের সন্ধানে রোগী পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে (Everything on which he lies seems too hard, he must keep changing his position to get relief.)

৪। শরীরের উর্দ্ধভাগ বিশেষতঃ মস্তক উষ্ণ এবং নিম্নভাগ শীতল অথবা মুখমণ্ডল এবং মস্তক উষ্ণ সমুদায় শরীর শীতল। (Heat of the upper part of body, coldness of lower.)

৫। টায়ফয়েড কিংবা বিকার জ্বরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দেয় বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রলাপ এবং তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে—ব্যাপ্টিসিয়া)।

৬। প্রসবের পর ভ্যাদালব্যথা, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব, সূতীকা আক্রমণ এবং চোট আঘাতের দরুণ ক্ষত দূষিত অথবা পচন হওয়ার আশঙ্কা নিবারণ করে (Prevents after—pain, postpartum hemorrhage, puerperal complication, suppuration and septic conditions.)

৭। বাত অত্যন্ত আড়ষ্টজনক এবং স্পর্শাধিক্য, কেহ নিকটে আসিলেই ভয় পায় যদি হঠাৎ কোনপ্রকারে হস্তপদ লাগিয়া যায় (Gout and Rheumatism with great fear of being struck or touch by those coming towards him.)

৮। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ফোঁড়া অথচ অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত, একটার পর একটা হয় (small boils, painful, one after another, extremely sore.)

৯। আঘাত, পতন, মস্তিষ্কের বিকম্পন ইত্যাদি হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ (Meningitis after mechanical or traumatic injuries, from falls, concussion of brain etc.)

সাধারণ লক্ষণ

১। কাশি কিংবা আঘাতের দরুণ চক্ষুতে রক্তের সঞ্চার হয় অথবা আভ্যন্তরিক রক্ত স্রাব হয় (লেডাম, নাক্স)।

২। বস্তি কোটরে (Pelvic region) টাটানি হেতু সোজা হইয়া হাঁটিতে কষ্ট বোধ করে।

৩। উদ্গার, বায়ু নিঃসরণ ইত্যাদি অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত, পচা ডিম্বের ন্যায়।

৪। প্রসব বেদনার পর মূত্র অবরোধ।

৫। আঘাত হেতু সংন্যাস রোগে কিংবা মস্তিষ্কের বিরতিতে রোগীর জ্ঞান শূন্য হয় এবং অসাড়ে মল মূত্র নির্গত হয়, বাম অঙ্গ পক্ষাঘাত হয়।

কোষ্ঠ কাঠিন্য। সরলান্ত্র মলে বোঝাই হইয়া থাকে অথচ মল নির্গত হয় না। মুত্র শায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlarged prostrate) অথবা জরায়ুর পশ্চাৎচ্যুতি (retroversion) হেতু সরু ফিতার ন্যায় মল নির্গত হয়।

মানসিক লক্ষণ—আর্ণিকা রোগী সচরাচর বিষণ্ণ এবং বিষাদগ্রস্থ। নির্জ্জনে একলা বসিয়া থাকিতে চায়। রোগী বেশী কথা কহিতে কিংবা তাহার গাত্র কেহ স্পর্শ করে ইহা সে ইচ্ছা করে না। সমুদায় গাত্র টাটাইয়া থাকে, খিটখিটে, ভীত স্বভাবের এবং কল্পনা প্রিয়, সকল সময় চিন্তা করে হৃৎপিণ্ডের

হয়ত কোন রোগ হইয়াছে। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না। নানা প্রকার বিশেষতঃ কর্দ্দমাক্ত জল এবং দস্যু তস্করাদির স্বপ্ন অধিক দেখে। রাত্রিতেই ভয়ের সঞ্চার অধিক হয়। হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, বুক চাপিয়া ধরে এবং বলে "শীঘ্র ডাক্তার আনিতে যাও নতুবা আমি এখনই মারা যাইব।" দিবসে বেশ ভালই থাকে বিশেষ কোন উপদ্রব থাকে না; রাত্রি হইলেই প্রায় এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পায়। ইহা ব্যতীত আরো দেখা যায় হয়ত রোগী কোন একটি আকস্মিক ঘটনায় কিছুদিন পূর্ব্বে আঘাত পাইয়াছিল সেই আতঙ্ক তাহার মনের মধ্যে সদা সর্ব্বদা আলোড়িত হইতে থাকে, ভুলিতে পারে নাই এবং তাহার (আঘাতের) দরুণ শারীরিক কষ্ট,—কিংবা বেদনা তখনও হয়ত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই ; রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হইয়া হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সেই আকস্মিক ঘটনার বিষয় বলিতে থাকে। ওপিয়মে যদিও অনেকটা এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ওপিয়মে কেবল দিবসে ভয়ের ভাব মনে জাগিয়া থাকে; রাত্রিতে কোন স্বপ্ন দেখে না, আর্ণিকার রোগী স্বপ্নে দেখে এবং রাত্রিতেই ভয়ের সঞ্চার অধিক হয়। আর্ণিকার রাত্রিতে কল্পনা প্রসূত (false) হৃদপিণ্ডের রোগসহ হঠাৎ মৃত্যু ভয় একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক মানসিক লক্ষণ।

আঘাত (Injury) আর্ণিকা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলের নিকটই আঘাতের একটী উত্তম ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। আঘাতের ইহা এত অধিক প্রচলিত ঔষধ যে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এক এক শিশি আর্ণিকা পাওয়া যাইতে পারে। একোনাইট যে প্রকার সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাতে ব্যবহার হয় ; আর্ণিকাও সেইরূপ সামান্য আঘাত লাগিলেই তাহাতে ব্যবহার হয়। আমাদের ভৈষজ্য বিজ্ঞানে আঘাতের এত বড় ঔষধ আর আছে কিনা সন্দেহের বিষয় কিন্তু ইহার আঘাতের বিশেষত্ব আছে—চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গিয়া গভীর ক্ষত হইলে কিংবা গভীর ভাবে কাটিয়া গেলে ইহা অধিক ব্যবহার হয় না। মাংসপেশী প্রভৃতি থেতলিয়া গেলে কিংবা হঠাৎ পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে—এই প্রকার আঘাতে ইহা ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ভয়ানক রূপে আহত হইলেও আর্ণিকা প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। নূতন এবং পুরাতন উভয় আঘাতেই ইহা প্রয়োগ হয়। আর্ণিকার আঘাতে স্থান অধিক ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিঁড়িয়া যায় না। ইহার আঘাত বরং

থেঁত্‌লান, মোচড়ান এবং কালশিরা পড়িয়া যায়। আঘাত হেতু কোন প্রকার যান্ত্রিক দোষ ঘটিবার উপক্রম হইলে তৎপূর্ব্বে আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে তাহার আশঙ্কা এবং সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের আঘাতে আর্ণিকা প্রথম অবস্থায় সদা সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আঘাত জনিত মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরতি (Concussion of Brain) ইত্যাদি প্রকাশ পাইলেও আর্ণিকাকেই সকল চিকিৎসকগণ উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন এবং আর্ণিকা পেশীর একটী অতি উচ্চ ঔষধ। মোচড়ান (Straining), মচকান (sprain) অথবা কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন হেতু আঘাত কিংবা আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাবেও উত্তম কার্য্য করে। অস্থি ভঙ্গেও আর্ণিকা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। এতদস্থলে আঘাত প্রাপ্ত স্থানের স্ফীতি যন্ত্রণা অত্যল্প সময়ে উপশম করিয়া দেয় কিন্তু ভগ্ন অস্থিকে শীঘ্র জোড়া লাগাইতে সিম্ফাইটামই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঘাত হইতে উৎপন্ন পুরাতন নানাবিধ রোগেও আর্ণিকা ব্যবহার হয়। যে কোন ব্যাধিই হউক এবং যে কোন স্থানের হউক, যদি আঘাতের দরুণ হইয়াছে জানিতে পারা যায় কিংবা আঘাতই তাহার মূল কারণ তাহা হইলে আর্ণিকাই তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। (It removes as Hahnemann says,—"The pernicious consequences while often attend contusion, blows, thrusts, straining, or tearing the solid pats of our organism.")

আঘাতে আর্ণিকার সমকক্ষ ঔষধ সমূহ

ক্যালেণ্ডুলা—আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ক্ষত বিক্ষত এবং ছিন্ন হইয়া যায়, এমন কি মাংস পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া ছেঁৎরাইয়া যায়। ক্যালেণ্ডুলা ব্যবহারে প্রদাহ উপশম হয় এবং ক্ষতস্থান শীঘ্রই ভরিয়া উঠে। এইরূপ স্থলে এই ঔষধের বাহ্যিক মুল অরিষ্ট অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

হাইপারিকাম—স্নায়ুপ্রধান স্থানের আঘাতে ইহা উত্তম কার্য্য করে। অঙ্গুলি থেঁৎলাইয়া গেলে হাইপারিকাম তাহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা প্রয়োগে যন্ত্রণা অতি শীঘ্র উপশম হয়। মেরুদণ্ডের আঘাতে অনেক সময়

আর্ণিকার পর হাইপারিকামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিখ্যাত ডাক্তার লডলাম্ মেরুদণ্ডের আঘাতে হাইপারিকাম অত্যন্ত ব্যবহার করিতেন এবং অনেক আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্যও করিয়াছেন। ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইতে খুরের স্নায়ুতে পেরেক ফুটিয়া গেলে কিংবা কাঁটা ইত্যাদি পায়ে ফুটিয়া গেলে হাইপারিকাম তাহার উত্তম ঔষধ।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—ছুরির দ্বারা যেন কাটা হইয়াছে এইরূপ পরিষ্কার কাটা। ইহা ব্যতীত থেঁৎলান ক্ষতেও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। থেঁৎলান ক্ষতেরও ইহা একটী অতি উচ্চ ঔষধ। এইরূপ স্থলে ইহাকে অনেকে সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। ঘর্ষণ লাগিয়া যেমন জুতা পরিয়া ফোস্কা হইলেও এই ঔষধের অমিশ্র আরক এক ভাগ দশভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণা উপশম হয়। সন্তান প্রসবের সময় যোনি এবং মলদ্বার সংলগ্ন স্থান (Perinium) ছিঁড়িয়া গেলে এই ঔষধ ৩০ ক্রম ব্যবহারে শীঘ্র স্থান জোড়া লাগিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক লোশনও লাগাইতে হয়।

লেডাম—আর্ণিকার পর ইহা অনেক সময় ব্যবহার হয় যদি আর্ণিকায় রোগ সম্পূর্ণ উপশম না হয়। তীক্ষ্ণ অস্ত্র যেমন তীর, কিরিচ, বল্লম দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে এবং যে সমুদায় আঘাতে স্থান ছিদ্র হইয়া যায় সেইরূপ স্থলে সচরাচর লেডাম ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতির হুলবিদ্ধ হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা হইলেও এই ঔষধের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অতি সত্বর উপকার দর্শায়। কাঁকড়া বিছা দংশনের যন্ত্রণা নিবারণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা ইহার উপকারিতা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন,—ইঁদুর, বিড়াল কামড়াইলেও ইহাতে উপকার হয়। (বাহ্যিক লোশন—অমিশ্র আরক ১ ভাগ এবং ২০ ভাগ পরিস্রুত জল) কাঁকড়া বিছা কাম্‌ড়াইলে অত্যন্ত উষ্ণ জলের সহিত অমিশ্র আরক মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দংশিত স্থান ডুবাইয়া অথবা ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

বেলিস্ পেরিনিস্ (Bellis Prinis)—স্ত্রীলোকের স্তনে আঘাত লাগিলে ইহার নিম্নক্রম ৬× আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত এইরূপ স্থলের আঘাতে কোনায়াম ও ব্যবহার হয়।

সিম্ফাইটাম—অস্থির আঘাতের ইহা উপযুক্ত ঔষধ। আঘাত লাগিয়া

যদি অস্থি ভগ্ন হইয়া যায় কিংবা মচকাইয়া যায় ; অমিশ্র আরকের ১ ভাগের সহিত ১০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে আশু উপকার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩য় ক্রম আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দেওয়া উচিত। amputations অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদের পর ছিন্নাগ্রের (Stump) যন্ত্রণায়ও কেহ কেহ সিম্ফাইটাম ব্যবস্থা দেন। সিম্ফাইটাম ব্যবহারে আমরা দেখিয়াছি ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগিয়া যায়, যদি সিম্ফাইটামে সুবিধা না হয় তাহা হইলে তৎপর ক্যালকেরিয়া ফস্ ৬× চূর্ণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এলিয়াম সেপা—অস্ত্র ক্রিয়ার পর ছিন্নাগ্রের (Stump) ভয়ানক জ্বালা নিবারণ করে এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণায় এলিয়াম সেপা একটী উত্তম ঔষধ।

রুটা—অস্থি আবরক পর্দ্দার আঘাত, অঙ্গুলি সন্ধির আঘাত অর্থাৎ অস্থির আঘাতের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মচকান (Sprain) রাসটক্সের বিষয় লেখাকালীন পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কোমল স্থান অপেক্ষা সন্ধির বন্ধনীতে (Ligaments of a joint) আঘাতপ্রাপ্ত হইলে কিংবা মচকাইয়া গেলে আর্ণিকা অপেক্ষা বরং রাসটক্সই তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। আর্ণিকাতে অনেক সময় আঘাত অথবা মচকান হেতু কালশিরা (Ecchymosis) প্রকাশ পায়। রাসটক্সে এইরূপ কিছুই হয় না; গুলফসন্ধি (ankle joints) মচকাইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে এবং ফুলিয়া উঠিলে জুতা পায়ে প্রবেশ করিতেছে না, রোগী মাটিতে পা ফেলিতে পারিতেছে না এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা আভ্যন্তরিক উচ্চক্রম ২০০ ডাইলিউসন ব্যবহারে অতি সত্বর উপকার পাওয়া যায়। আঘাতে অতি উচ্চক্রম (High dilution) আর্ণিকা নিম্নক্রম অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে এবং যখন অন্য কোন ঔষধের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না আর্ণিকাই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কোন সন্ধিস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে যন্ত্রণা এবং ফোলা উপশম হওয়ার পরও তদস্থলের বন্ধনীর (tendons) দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় এবং রাসটক্স সেই দুর্ব্বলতা নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদহেতুই আর্ণিকার পর রাসটক্স ব্যবহার হইয়া থাকে এবং রাসটক্স ব্যবহার করা সত্বেও যদি সন্ধিস্থলের দুর্ব্বলতা না যায় তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহা সন্ধিস্থলের আঘাতের একপ্রকার বাঁধাধরা

ঔষধ বলিলেই হয়। এতদ সমুদায় ঔষধ ব্যতীতও অনেক সময় আমাদিগকে লক্ষানুসারে কষ্টিকাম, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, এমন মিউর, ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্ব, রুটা ইত্যাদিও ব্যবহার করিতে হয়।

But, though Arnica affects the muscles chiefly, we must not limit influence to these. It will check the haemorrhage of mechanical violence ; quiet the mervous starting of fractured limb, and obviate the danger of re-action in concussion of the brain and sudden apoplectic extravasation. It seems, moreover to cover the whole remote effects of an injury. Give it to one whose frame cannot forget the shock of a far-back-railway accident—Hughes.

হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the heart)—আর্ণিকার কার্য্য পেশীর উপর (muscular tissue) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। এতদহেতু অধিক পরিশ্রমজনিত কিংবা অধিক পথ হাঁটিয়া কিংবা নৌকার দাঁড় টানিয়া শরীরে বেদনা এবং টাটানি হইলে কিংবা হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক মাংস বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতে আর্ণিকা প্রয়োগে আশু উপকার হয়। (Hypertrophy of the heart যদিও বাস্তবিকপক্ষে একটা ব্যাধি নয় কিন্তু শেষে ইহা প্রকৃত ব্যাধিতেই পরিণত হয়) অধিক পরিশ্রমহেতু অথবা নৌকার দাঁড় টানিয়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় হৃৎপিণ্ডের পেশীও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবস্থায় সামান্য পরিশ্রমেই অথবা পদদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিলে স্ফীত হইয়া উঠে এবং সাধারণ অবস্থা হইতে অধিক লালবর্ণ হয়। হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধি হইলে উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীতও হৃৎপিণ্ড যেন হস্তদ্বারা চাপিয়া রাখা হইয়াছে এইরূপ মনে হয় এবং সমুদায় বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। উপরি উক্ত হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি লক্ষণ দেখিলেই ক্যাক্টাসের কথা স্বভাবতঃই মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ক্যাক্টাসের যন্ত্রণার মূল কারণ আঘাত কিংবা অত্যধিক পরিশ্রম নয়। এইপ্রকার হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতে রাসটক্স ব্যবহার হইতে পারে যদ্যপি বাতজনিত হয়।

বিষাক্ত রক্ত—(Pyaemia) আর্ণিকা পচন নিবারণ করে এবং

ক্ষতকে দূষিত (septic) অবস্থায় পরিণত হইতে দেয় না। (Prevents Pyaemia and septic condition.)। আর্ণিকা পূঁজ নিঃসরণ ক্রিয়ার সহায়তা করে অর্থাৎ পূঁজ বহির্গত করাইয়া দেয় অথবা ক্ষত শুষ্ক করিয়া দেয়। এতদহেতুই অনেক অস্ত্র চিকিৎসক অস্ত্রক্রিয়ার পর আর্ণিকা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় ভাবেই প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। ইহা যে বাস্তবিকই পচন নিবারণ করে এবং ক্ষতকে দূষিত হইতে দেয় না তাহা আমরা স্ত্রীলোক দিগের প্রসবের পর ইহার একাধারে ব্যবহার দেখিয়াই অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি।

ভঁ্যাদাল ব্যথা—(After pain) আর্ণিকা ভঁ্যাদাল ব্যথা, প্রসবের দরুণ টাটানি, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব এবং সুতিকা সম্বন্ধীয় রোগ নিবারণের অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। এইরূপ অবস্থায় ইহা জরায়ুর সঙ্কোচন উৎপন্ন করতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া দেয় এবং ফুলের ছিন্ন অংশ ইত্যাদি কিছু থাকিলে তাহা বহির্গত করিয়া দেয়। (Promotes proper contraction of the uterus and expulsion of coagula and of any portions of the Placenta that may have been retained) প্রসবের পর প্রসূতির প্রস্রাব অবরোধ হইলে আর্ণিকা প্রয়োগে অতি শীঘ্র প্রস্রাব নির্গত হয়। (ওপিয়ম, কষ্টিকাম। ইহা ব্যতীত—Arnica given immediatly after the delivery is of great service.—If it does not diminish or prevent after pains, it any rate diminishes the tendency to haemorrhage)

ভঁ্যাদাল ব্যথার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

বেলেডোনা ৬—ভীষণ প্রসববৎ কোঁৎপাড়া যন্ত্রণা (bearing down pain) মনে হয় যোনি প্রদেশ হইতে সমুদয় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বহির্গত হইয়া পড়িবে এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় আবার হঠাৎ হ্রাস হয়। সামান্য নড়াচড়া সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া এবং মুখমণ্ডলেও চক্ষুর রক্তাধিক্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

কলফাইলাম—৬,৩—অত্যন্ত কষ্টের সহিত এবং বহুক্ষণ যাবৎ প্রসূতি কষ্ট পাইয়া সন্তান প্রসব হইলে (after protracted and exhausting

labor)। যন্ত্রণা আপেক্ষপযুক্ত এবং খিল ধরা অনেক সময় আর্ণিকায় উপকার না হইলে আমরা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি।

নক্সভমিকা—৩০। প্রত্যেক যন্ত্রণা কালীন প্রসূতির মলত্যাগের বেগ আইসে। কটিদেশেই যন্ত্রণা অধিক হয়।

ক্যামোমিলা—৩০, ২০০ রোগী অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির, অত্যন্ত বিরক্ত হয়, ভাল কথাও সহ্য হয় না এবং সহ্য গুণ একেবারেই নাই, সামান্য যন্ত্রণাতেই মা বাবা করিতে থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ।

সিকেলিকর—৩০ ভীষণ জরায়ুর সঙ্কোচন হয় এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। শীর্ণ রোগা শিথিল কোঁচকান পেশীযুক্ত এই প্রকার এবং বহুসন্তানবতী স্ত্রীলোকে অধিক কার্য্য করে। গাত্র বরফবৎ শীতল অথচ গাত্রে কাপড় রাখে না।

কুপ্রাম মেটালিকাম—৬। বহু সন্তানবতী স্ত্রীলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয় যদ্যপি ভ্যাদাল বেদনার সহিত হস্ত পদের খিলধরা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে।

পালসেটিলা ৩০—ইহার প্রয়োগও দেখা যায়। শান্ত, নম্র, সুশ্রী, সুগোল সুঢোল গঠনযুক্ত স্ত্রীলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী মুক্ত খোলা বাতাস অধিক পছন্দ করে।

ফোঁড়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ ফোঁড়ায় আর্ণিকা একটী অতি উপযুক্ত ঔষধ। ফোঁড়াগুলি দেখিতে ছোট অথচ ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত সমুদায় শরীর টাটাইয়া যায়। এই প্রকার ফোঁড়া একটার পর একটা হয় কিংবা গুচ্ছাকারে এক জায়গায় কতকগুলি হইয়া সে গুলি আরোগ্য হইলে পর আবার গুচ্ছাকারে নূতন কতক গুলি অন্যস্থানে প্রকাশ পায় (সালফার) এই প্রকারে হইতে থাকে, ইহা ব্যতীত ফোড়ায় আংশিক পুঁজ হইয়া তাহা নিষ্কাশিত না হইয়া ফোঁড়া শুষ্ক হইয়া কৃষ্ণবর্ণ অবস্থা ধারণ করিলে এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে ফোঁড়া পুনরায় প্রকাশ হয়।

সার্সাপেরিলা—এই ঔষধের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ক্রম কিছুদিন সেবন করাইলে ফোড়া পুনঃ পুনঃ আর হয় না।

ফোঁড়ায় যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইলে এক আউন্স উষ্ণ জলে অমিশ্র আর্ণিকা ১৫ ফোটা দিয়া কম্প্রেস্ দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

হাই পারিকাম—শিরার উপর ফোঁড়া হইলে এই ঔষধের নিয়ক্রমে অতি সত্বর যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

বাত—বাতে বিশেষতঃ পুরাতন গেঁটে বাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া যখন তরুণ অবস্থা ধারণ করে এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, আর্ণিকা এইরূপ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। শীতকালে স্যাঁতসেতে ঋতুতে অত্যধিক পরিশ্রমিক কার্য্য হেতু অথবা মচকাইয়া গিয়া তরুণ প্রদাহ উপস্থিত হয়। আর্ণিকার বাত শীত কালেই অধিক হয়। গ্রীষ্মকালে অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। আক্রান্ত স্থান ভীষণ যন্ত্রণা যুক্ত হয় এবং টাটাইতে থাকে। সামান্য সঞ্চালনেই এবং স্পর্শে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমন কি হস্তের স্পর্শ করিতে দিতে চায় না। ছেলেরা হয়ত ঘরে খেলা করিতেছে, রোগী ভয়ে ঘরের এক কোনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যদি কোন প্রকারে কাহারও হাত লাগিয়া যায় এই ভয়েই সদা সর্ব্বদা শশঙ্কিত। এই প্রকার প্রদাহযুক্ত বাতে আর্ণিকা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলের সহিত কম্প্রেস্ (compress) দিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার উপশম হয়।)

হুপিং কাশি—কাশি আসিবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিবার ভয়ে শিশু কাঁদিয়া উঠে। বক্ষঃস্থলের সমুদয় স্থান বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকে কিংবা সময় সময় কেবল রক্ত কাশিই হয় কিংবা শ্লেষ্মার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তকণা জড়িত থাকে। কাশিতে কাশিতে রোগী সমুদায় ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। রাত্রিতে শিশু জাগরিত হইলে কাশি অধিক বৃদ্ধি হয়।

চক্ষু—কাশিতে কাশিতে কিংবা আঘাত লাগিয়া চক্ষুতে রক্ত সঞ্চার অথবা চক্ষুর আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইলে আর্ণিকা তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থা—যদিও সর্ব্বাঙ্গময় বেদনা ও টাটানি হয় তথাপি অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীলোকে এতদ্‌যন্ত্রণা বিশেষ ভাবে নিম্নোদরে, জরায়ুতে এবং বস্তিদেশে (Pelvic regions) অধিক প্রকাশ পায় এবং রোগী এতদ্ হেতু সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কিংবা সুস্থ ভাবে চলা ফেরা করিতে পারে না—ইহা আর্ণিকার একটী সার্ব্বজনীন লক্ষণ। গর্ভস্থ সন্তানের সঞ্চালনে যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিকরূপ অনুভব করে, সময় সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হয়, যন্ত্রণা

হেতু নিদ্রা যাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র এতদ্ যন্ত্রণাসমূহ ঘুচিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে।

পেশীর বেদনা এবং **পার্শ্ব বেদনা**—(Myalgia and Pleurodynia) চোট আঘাত এবং পেশীর বেদনায় আর্ণিকা একটা অতি মহৎ ঔষধ। ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে weakness, weariness, sensation as of being bruised, felt as if bruised over the whole body. সমুদায় শরীর এবম্প্রকার টাটায় এবং বেদনাযুক্ত হয়, মনে হয় যেন কেহ প্রহার করিয়াছে। শরীরের এবম্বিধ টাটানি হেতু রোগী যে স্থানেই শয়ন করে অত্যন্ত শক্ত বলিয়া বোধ হয়। কাজে কাজেই রোগী শয্যার এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে শয্যা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শয্যা শক্ত নয় শরীরের টাটানি হেতু রোগী এইরূপ বোধ করে এবং শয্যা শক্ত মনে করিয়া উপশম পাইবার জন্য রোগী শয্যায় কোমল স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়, তদহেতু এইখানে একবার ওখানে একবার এই প্রকার করিতে থাকে। আর্ণিকা রোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অর্থাৎ এক কাৎ হইতে অন্য কাৎ হইতে হইলে ধীরে ধীরে করে না বরং দ্রুত ভাবেই করে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের পর রোগী যদিও ক্ষণেকের জন্য উপশম বোধ করে বটে কিন্তু অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকিলেই পুনরায় সেই কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়; কাজে কাজেই রোগী পুনঃপুনঃ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। (With Arnica the soreness passes off if he gets into new place, the soreness increases the longer he lies and becomes so great that he is forced to move) এই প্রকার গাত্র বেদনা টাইফয়েড এবং অন্যান্য জ্বরেও অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পেশীর উপর আর্ণিকার এতাবৎ কার্য্য আছে বলিয়াই ডাক্তার ইন্‌ম্যান (Dr. Inman) myalgiaয় অর্থাৎ পেশীর বেদনায় আর্ণিকাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। সুস্থ পেশী সমূহের অত্যধিক পরিশ্রম জনিত অথবা দুর্ব্বল পেশী সমূহের স্বাভাবিক পরিশ্রম হেতুই শরীরের এবম্বিধ টাটানি উপস্থিত হয় এবং আর্ণিকা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। পেশীর অত্যধিক পরিশ্রম হেতু Pleurodynia অর্থাৎ পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়। ডাক্তার ইন্‌ম্যান এক

স্থানে লিখিতেছেন "একবার একদল ভদ্রলোক পদব্রজে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রথম দিবস সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয় দিবস দেখা গেল তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের বক্ষঃস্থলের পার্শ্বে চিড়িক মারা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল এবং তৎপার্শ্বে শয়ন করিতেও পারিতেছে না কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতে হইত। তৃতীয় দিবস যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল এবং এত অধিক কষ্ট হইতে লাগিল যে এমন কি কাপড়ের ভার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেছিল না। আর্ণিকা প্রয়োগে তাহারা সকলেই অতি সত্বর আরোগ্য হয়। (A party cf gentlemen on a severe pedastrian exercise were all tired on the first day and that was all ; on the second day so he began to have frequent stitches in the side, could hot sleep on the side but only on the back. On the third day the pains in the side were terribly increased with so much tenderness that they could not bear weight of the clothes, Arnica gave rapid relief.) অনেকে এতদস্থলে (muscular rheumatism) পেশীর বাতরোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, পেশীর বাত রোগ হইলে তাহা চাপে উপশম হইত কিন্তু এতদস্থলে কাপড়ের চাপ পর্য্যন্ত সহ্য হইতেছিল না।

মুত্রাশয়ের কুন্থন (Tenesmus of bladder)—আর্ণিকায় পেশীর উপর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলিয়া অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত মূত্র ত্যাগ না করা দরুণ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অধিকক্ষণ মূত্র আটকাইয়া রাখার দরুণ মূত্রাশয়ের পুরাতন কুন্থন (chronic tenesmus) রোগ উপস্থিত হইলে আর্ণিকা প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হয়।

গলক্ষত—ধর্ম্মযাজক কিংবা বক্তাগণের চিৎকার করিয়া বক্তৃতা দেওয়ার দরুণ গলদেশের ক্ষতের আর্ণিকা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার ভন গ্র্যাভল এতদবিষয়ে ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

আর্ণিকা ব্যতীত এবম্প্রকার গাত্র বেদনায় ব্যাপ্টিসিয়া, ফাইটোলেক্কা, রাস্টক্স, রুটা এবং চায়নার ব্যবহার রহিয়াছে।

ব্যাপ্টিসিয়া—মনে হয় যেন একটী তক্তার উপর শুইয়া আছে। শয্যা

এতাদৃশ শক্ত বোধ হয় যে একস্থানে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারে না; সমুদায় গাত্র টাটাইতে থাকে। (feels as if laying on a board, changes position, bed feels so hard, makes him feel sore and bruised.) পেশী সমুদায়ই অধিক যন্ত্রণা যুক্ত হয় এবং টাইফয়েড জ্বরে এই প্রকার গাত্রবেদনা অধিক প্রকাশ পায়।

ফাইটলেক্কা—মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদায় শরীর টাটাইতে থাকে। পেশী সমূহ যেন আড়ষ্ট এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া থাকে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে রোগী যন্ত্রণায় গোঁগাইতে থাকে। (feels sore all over from head to feet, muscle sore and stiff, can hardly move without groaning,) গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশে যন্ত্রণা থাকিলে কিংবা ডিপ্‌থিরিয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রুটা—শায়িত পার্শ্বেই অধিক টাটানি এবং যন্ত্রণা হয়। (all parts of the body on which he lies are painful, as if bruised) রুটা অস্থি বেদনায় অধিক কার্য্য করে।

রাসটক্‌স্—প্রত্যেক পেশীই যেন যন্ত্রণাযুক্ত। সঞ্চালনে যন্ত্রণার উপশম। কিন্তু প্রথম সঞ্চালনের প্রারম্ভে টাটানি এবং আড়ষ্ট অধিক বোধ হয়। (Soreness in every muscles, which passes of during exercise but stiff and sore on first beginning to move.)

চায়না—সমুদায় শরীরময় টাটানি, সন্ধিস্থল, অস্থি ইত্যাদি সমুদায় যেন মচকাইয়া গিয়াছে। (Sore all over in the joints, the bones and the periosteum, as if they had been sprained).

বিসর্প (Erysepelas)—বিসর্প রোগে (Erysepelas) আর্ণিকাকে অনেক চিকিৎসক অত্যন্ত উচ্চস্থান দিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রয়োগের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে idiopathic cause অর্থাৎ আপনা হইতে সম্ভূত বিসর্প রোগে আর্ণিকা কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। আঘাত, ফোঁড়া, ব্রণ অর্থাৎ এবম্প্রকার কোন কারণ হইতে এবং উক্ত স্থান হইতে বিসর্প প্রকাশ পাইলে আর্ণিকাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ মনে করিবে।

তড়কা—(Convulsion) সমুদায় শরীর এবং হস্তপদ বরফের ন্যায় শীতল অথচ মস্তক কেবল মাত্র উষ্ণ; ইহা আর্ণিকার একটী স্বাভাবিক লক্ষণ। এইরূপ লক্ষণ প্রায় জ্বর অবস্থায় হঠাৎ রক্তাধিক্য হইয়া উপস্থিত হয়। শিশু-দিগেতে এতদ রক্তাধিক্যতা বশতঃ ভয়ানক তড়কা হইতেও দেখা যায়। এতদ লক্ষণে বেলেডনার কথা স্বভাবতঃই মনে উদয় হইতে পারে, যেহেতু বেলেডনায়ও সমুদায় শরীর শীতল এবং কেবল মাত্র মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ এবম্বিধ লক্ষণ রহিয়াছে। কিন্তু আর্ণিকার রোগী গাত্রের টাটানির দরুণ কাহাকেও তাহার গাত্রে স্পর্শ করিতে কিংবা ধরিতে দিতে চায় না, এবং শিশুকে যেমনি তাহার মাতা ক্রোড়ে লইতে কিংবা শয্যা হইতে তুলিতে চেষ্টা করে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, যেহেতু শিশু গাত্রে বেদনা অনুভব করে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর গাত্রাবরণ খুলিলে অনেক সময় কাল শিরার ন্যায় চাপ চাপ দাগ দেখা যায় এবং ইহা আর্ণিকার একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

টাইফয়েড—উপরে যে কাল শিরার দাগের কথা বলিলাম তাহা সচরাচর সামান্য জ্বর অবস্থায় প্রকাশ পায় না। টাইফয়েড দোষে বিষাক্ত হওয়া জনিত রক্ত বহা-নাড়ীতে পরিবর্ত্তন ঘটনহেতু শরীরের স্থানে স্থানে উক্ত প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ দাগের আবির্ভাব হয়। মস্তিষ্কে Passive congestionও হয়, ইহার নিদর্শন অনেকটা রোগীর তন্দ্রাভাব (drowsiness) এবং সকল বিষয়ে ঔদাসিন্যতায় প্রকাশ পায়। রোগী কথা বলিতে বলিতে শেষ না করিয়াই ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই প্রকার অবস্থার সহিত উপরি লিখিত সর্ব্বশরীরে শীতলতা অথচ মস্তকের উষ্ণতা প্রকাশ পায়। ডাঃ ফ্যারিংটন বলিতেছেন,—টাইফয়েড কিংবা আঘাত লাগিয়া ভীষণ জ্বর হইলে রোগী অতি শীঘ্র দুর্ব্বল এবং অচৈতন্য প্রায় হইয়া পড়ে ও সর্ব্বদা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। জাগাইলে যদিও কথার সঠিক উত্তর দেয় কিন্তু পুনরায় তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে অথবা কথার কি উত্তর দিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতে আচ্ছন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ সময়ে কেহ জাগাইয়া দিলে রোগী ডাক্তারের প্রতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে থাকে—আমার ত কোন প্রকার অসুখ হয় নাই। আপনাকে কে ডাকিয়াছে? আমার ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নাই (I do not want

you. I did not send for you, I am not sick, I don't need a doctor.) অথচ রোগী ভীষণ রোগে শয্যাগত। রোগ যখন ক্রমশঃ অধিকতর হইতে থাকে, জিহ্বা চকচকে হয়, দন্তসর্করা (sordes) দন্তে এবং ওষ্ঠদ্বয়ে প্রকাশ পায়—গাত্রময় ভীষণ টাটানি বেদনা হয় অর্থাৎ রোগের চরম অবস্থায় উল্লিখিত মানসিক বিকৃতির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়।

"The head is hot and the body is cool or at least not hot." ইহার দ্বারা ইহাই পরিষ্কার বুঝাইতেছে যে শরীর এবং মস্তকের উত্তাপের সামঞ্জস্য নাই এবং টাইফয়েড জ্বরে আর্ণিকার ইহা একটি মুল্যবান লক্ষণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্ণিকা রোগী গাত্র বেদনা এবং টাটানির দরুণ শয্যা শক্ত বোধ করিয়া শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এতদ লক্ষণের সহিত ফুসফুসও আক্রান্ত হয়, কাশির সহিত সময় সময় রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। কাশিবার কালে রোগী বক্ষঃস্থলে টাটানি যন্ত্রণা অনুভব করে এবং জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বালম্বিভাবে রেখা প্রকাশ পায়। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মস্তিষ্কে রক্তের অধিক চাপ হেতু সংন্যাস রোগের আশঙ্কা হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং টান ও নাসিকা শব্দ হয়। চোয়াল পড়িয়া যায়, গাত্রে কাল শিরা দাগ প্রকাশ পায়, মলমূত্র অসাড়ে হইতে থাকে। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ তন্দ্রায় অধিকতর আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আর্ণিকার সহিত টাইফয়েডে ব্যাপটিসিয়ার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয় ঔষধেই শয্যা শক্ত বোধ করে। উভয় ঔষধেই অচৈতন্য ভাব (Stupor) বর্ত্তমান থাকে; জাগাইলেও পুনরায় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, উভয় ঔষধেই জিহ্বার মাঝখান দিয়া কাল রেখা দাগ প্রকাশ পায় এবং উভয় ঔষধেই মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ হয়। এতদ সমুদায় সাদৃশ্যতা এই উভয় ঔষধের কেবল টাইফয়েড জ্বরেই দেখা যায়, অন্য অবস্থায় বিশেষ দেখা যায় না। তাহা হইলে ইহাদের পার্থক্য কোথায়?

ব্যাপটিসিয়া রোগী শয্যায় এপাশ ওপাশ ছটফট করে ও প্রলাপ বকে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে এই প্রকার ভ্রমে হাত দিয়া তাহা হাতড়াইতে থাকে ইহা ব্যতীত মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায় স্রাবই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। আর্ণিকা রোগীর মলমূত্র অসাড়ে হয় এবং যদিও দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু ব্যাপটিসিয়ার ন্যায় তত ভীষণ নয়। ইহা ব্যতীত আর্ণিকার

গাত্রত্বকে কাল শিরা প্রকাশ পায় (appear suggilation under the skin)। ইহাই হইতেছে আর্ণিকার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

আর্ণিকার টাইফয়েড চিনিতে হইলে নিম্ন লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।—

১। রোগী ক্লান্ত, দুর্ব্বল এবং হতভম্ব ভাবাপন্ন। (Weary, Weak and Stupid)

২। রোগী সর্ব্বদা কেবল গাত্র বেদনার এবং টাটানির কথাই বলে। (Complains of no particular pain, only the sore, bruised sensation)

৩। নির্ব্বোধ জড়দ্গবের ন্যায় বসিয়া শুইয়া থাকে। কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়—(Sits or lies as if stupid, forgets the word he is speaking)

৪। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়—(Bleeds from the nose)

৫। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ এবং উষ্ণ, অথচ অবশিষ্ট শরীর শীতল—Face may be red and hot, while the rest of the body is cool)

৬। অসাড়ে মলমূত্র নিঃসরণ—(Unnoticed micturation and defecation)

৭। জিহ্বার মাঝামাঝি কটাবর্ণের রেখা প্রকাশ পায়—(Brown streak through the middle of the tongue—Baptisea)

গাত্রত্বকে কাল শিরা দাগ প্রকাশ পায়—(Suggilations under the skin)

৯। দুর্গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস—(Foul smelling breath)

১০। পেট ফাঁপা—(distension of the abdomen)

১১। কটাবর্ণ অথবা সাদা তরল ভেদ—(Brown or white diarrhœa)

উদরাময়—উদরাময়ে আর্ণিকার প্রয়োগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। টাইফয়েড অথবা প্রবল জ্বর অবস্থায় উদরাময় হইলে ইহা প্রয়োগ হইতে পারে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পেটে বায়ু সঞ্চয়, ঘন ঘন উদ্গার উঠে, উদ্গারের স্বাদ অম্ল অথবা তিক্ত অথবা পঁচা ডিমের ন্যায়। নিঃসরিত বায়ু ও ভীষণ

বদগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধতা আর্ণিকার একটি বিশেষত্ব। নিদ্রিত অবস্থায় অসারে মল ত্যাগ হয়। মল শ্লেষ্মাযুক্ত, হড়হড়ে (Slimy), রক্তমিশ্রিত এবং সময় সময় পূঁজবৎ, এতদ্ব্যতীত জলের ন্যায় তরল ভেদ ও বমন হয়। আর্ণিকা রোগীর দুগ্ধে এবং মাংসে অত্যন্ত অরুচি। জলের তৃষ্ণা থাকে কিন্তু জল অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের ন্যায় দুর্গন্ধ এবং বিস্বাদ বোধ হয়।

মূত্র অবরোধ—অত্যধিক পরিশ্রম, আঘাত, মস্তিষ্কে চোট কিংবা ধাক্কা (Concussion of Brain) অথবা কোন প্রকার আকস্মিক ঘটনা হেতু প্রস্রাব অবরোধ হইলে আর্ণিকা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। প্রস্রাবের বর্ণ কাল কালীর ন্যায় কিংবা কটা বর্ণ হয় কিংবা রক্তমিশ্রিত থাকে, ইহা ব্যতীত এরূপ অবস্থায় মূত্রপিণ্ডে ছুরিকা বিদ্ধবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং প্রস্রাব অত্যন্ত এসিডযুক্ত ও high specific gravity হয়।

সংন্যাস রোগ—(apoplexy)—আর্ণিকা সংন্যাস (apoplexy) রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মস্তক উষ্ণ শরীরের অবশিষ্ট অংশ শীতল এবং শরীরের বামপার্শ্বে পক্ষাঘাত প্রকাশ পায়। রোগী জ্ঞান শূন্য, অচৈতন্য অবস্থায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনি হয় (ওপিয়ম)। মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। হৃষ্টপুষ্ট, রক্ত প্রধান, ধাতুবিশিষ্ট লোক হইলেই আর্ণিকা উত্তম কার্য্য করে। অন্য ঔষধের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না থাকিলে আর্ণিকাকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। আক্রমণ কালীন পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য!

জ্বর

সময়—কোন নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রায়ই শেষরাত্র ৪টা অথবা অপরাহ্ন কিংবা সন্ধ্যায়।

শীত অবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে। প্রচুর পরিমাণ পান করিলে বমন হইয়া উঠিয়া যায় (আর্সেনিক) শীতের সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশের এবং হস্ত পদাদির পেশীর বেদনা এবং টাটানি হয় অর্থাৎ সমস্ত শরীরই অল্পবিস্তর বেদনাযুক্ত হয়, যেন কেহ প্রহার করিয়াছে। পাকস্থলীতে শীত ভাব অত্যন্ত

অধিক রূপ অনুভব করে। সর্ব্ব শরীর শীতে কাঁপিতেছে অথচ মস্তক ও মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং রক্তিমবর্ণ (Shivering over the whole body and the head at the same time heat in the head, and redness and heat in the face.) ।

দাহ অবস্থা—জলতৃষ্ণা থাকে কিন্তু শীত অবস্থা অপেক্ষা দাহ অবস্থায় গাত্রের টাটানি এবং বেদনা অত্যন্ত অধিক হয়। রোগী শুইয়া পড়ে কিন্তু শয্যা শক্ত বোধ হওয়ায় শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। দাহ অবস্থায় সামান্য গাত্রাবরণ তুলিলেই কিংবা শয্যায় সামান্য নড়াচড়া করিলেই রোগী শীত অনুভব করে (এপিস, নাক্স, রাসটক্স,) গাত্রোত্তাপ অসহ্য রকম হয়, কাপড় রাখিতে চায় না, কিন্তু আবার কাপড় না রাখিতে শীত অনুভব করে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম অম্ল কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত।

জিহ্বা—সর্ব্বদা অপরিষ্কার, শ্বাস প্রশ্বাস অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত। মুখের স্বাদ তিক্ত অথবা পচা ডিম্ববৎ।

আর্ণিকা

১। জ্বরের পূর্ব্ব অবস্থা—সমুদায় গাত্রে টাটানি যন্ত্রণা মনে হয় যেন অস্থিতে বেদনা হইয়াছে এবং শীতল জলের তৃষ্ণা বোধ করে।

২। শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে, হস্তপদের এবং সর্ব্বশরীরের পেশীতে যন্ত্রণা বোধ করে অর্থাৎ সমুদায় গাত্র টাটাইয়া থাকে মনে হয় যেন কেহ প্রহার করিয়াছে।

৩। দাহ অবস্থা—সামান্য পিপাসা থাকে কিন্তু গাত্র টাটানি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগী শয্যায়

ইউপেটরিয়াম

১। হস্তপদের অস্থিতে এবং শরীরের পশ্চাতে হাড়ভাঙ্গা যন্ত্রণা হয়। জলপান করিতে সাহস হয় না কারণ জলপানে শীত (shivering) এবং বমনোদ্রেক আরম্ভ হয়।

২। পিপাসা থাকে কিন্তু জলপানে বমনোদ্রেক হয়। শিরঃপীড়া এবং শরীরের পশ্চাতে ও অস্থিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় মনে হয় যেন অস্থিভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৩। সামান্য পিপাসা থাকে কিন্তু শিরঃপীড়া এবং অস্থি বেদনা বৃদ্ধি হয়।

আর্ণিকা

এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, শয্যা শক্ত বোধ ভ্রমে কোমল স্থানের জন্য একবার শয্যার এখানে একবার ওখানে এইরূপ করে।

৪। ঘর্ম্ম অবস্থা—তরুণ রোগে প্রায়ই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় না। পুরাতন রোগে অম্ল এবং বদ গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়।

ইউপেটরিয়াম

দাহ অবস্থা আসিবার পূর্ব্বে পিত্ত বমন হয়। (অম্ল বমন হয়—লাইকোপডিয়ম)

৪। প্রায়ই হয়, না হইলেও অতি সামান্যই শিরঃপীড়া জ্বর উপশম হওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত থাকে। শিরঃপীড়া ব্যতীত সমুদয় গাত্র বেদনা হ্রাস হয়। (সমুদায় যন্ত্রণা—নেট্রাম মিউর]

জ্বরে—আর্ণিকার তিনটি অবস্থাই (শীত, দাহ এবং ঘর্ম্ম) অল্পবিস্তর পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে এবং তিন অবস্থাতেই আর্ণিকার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ গাত্র বেদনা এবং টাটানি বর্ত্তমান থাকে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—আঘাতে উচ্চ ক্রমই অধিক ফলপ্রদ, কিন্তু অনেকে নিম্ন ক্রম ৬x অথবা ৬ অধিক পছন্দ করেন। টাইফয়েডে আর্ণিকা ৩০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—প্রহারবৎ গাত্র বেদনায়—ব্যাপ্টিসিয়া, চায়না, কাষ্টোলেক্কা, পাইরোজেন, রাসটক্স, রুটা, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া।

আর্ণিকা—একোনাইট, এপিস, হ্যামামেলিস, ইপিকাক ইত্যাদির পর এবং সালফিউরিক এসিডের পূর্ব্বে উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক (Complementary) একোনাইট, হাইপারিকাম, রাসটক্স।

রোগের বৃদ্ধি—বিশ্রামাবস্থায়, মদ্যপানে, স্পর্শে।

রোগের উপশম—সঞ্চালনে (motion)।

রোগীর বিবরণ।

১। একটী ১৮ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট যুবক কিছুদিন হইতে জ্বরে ভুগিতেছিল। শীত এবং কম্প হইয়া জ্বর আসিত ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে না পারিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করে। জ্বরের লক্ষণ অনুযায়ী অনেক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল কিন্তু জ্বর কিছুতেই আরোগ্য হয় না তৎপর অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল ৬ মাস পূর্ব্বে গাড়ী হইতে পড়িয়া রোগী পৃষ্ঠে একটী আঘাত পাইয়াছিল, তদবধি যখনই জ্বর হইত তখনই উক্ত আঘাত প্রাপ্ত স্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হইত। এতদলক্ষণে আর্ণিকা ৩০ প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (মেডিক্যাল এডভ্যান্স)।

২। একটী রোগী অগ্নিমান্দ্য (Dyspepsia) রোগ হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার ন্যাস মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়। বহুদিন হইতে ভুগিতেছে অন্যান্য চিকিৎসকেরা ইহা আরোগ্য হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করায় কাজে কাজেই লোকটা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং সমুদয় কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে কিছুই আহার করিতে পারিত না আহার করিলেই রোগের বৃদ্ধি হইত। ন্যাস সাহেব, অত্যন্ত সন্তর্পণে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত লক্ষণ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, যে বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার একটী ঘোড়া তাহার পাকস্থলীতে লাথি মারিয়াছিল এবং সেই হইতেই এইপ্রকার অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছে। ডাক্তার ন্যাস তাহাকে এতদলক্ষণে আর্ণিকা ২০০ ক্রম কয়েক মাত্রা সেবন করাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। (ডাক্তার ন্যাসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

৩। খিদিরপুরে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী একটী শিশু ৭ দিন মাত্র হইল জন্ম হইয়াছে মুখ অত্যন্ত বেঁকিয়া গিয়াছে এবং অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে। সামান্য জ্বরও রহিয়াছে, বাঁচিবার কোনই ভরসা দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ এক অবস্থায় তিন দিন পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য আর একজন স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন। শিশুটীর অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সহজে প্রসব হইতে পারে নাই, অনেক কষ্ট যন্ত্রণা হইয়াছে তৎপর ফরসেপ (forcep)

দ্বারা প্রসব করান হইয়াছে এবং তাহাতেও অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল শিশুর চোখের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী কালশিরা দাগ দেখিতে পাইলাম, ইহা হইতে আমি মনে মনে সাব্যস্ত করিলাম, হয়ত ফরসেপ দ্বারা প্রসব করান কালীন শিশুটী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া আর্ণিকা দেওয়াই স্থির করিলাম আর্ণিকা ৬ ক্রম কয়েকটী বটীকা দিয়া সেই দিবস চলিয়া আসিলাম। তৎপর দিবস প্রাতে আবার যাই, শিশুটী কিছু ভাল বোধ হইল, এই প্রকার একমাত্রা আর্ণিকা ঔষধেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে মুখের বক্রভাবও ঘুচিয়া গেল।

এইস্থলে জানিতে হইবে শিশুটী প্রথমতঃ সহজে প্রসব হইতে পারে নাই, অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রসব করান কালীন ফরসেপের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদকারণবশতঃ আর্ণিকা প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলাম।

এপিস মেলিফিকা (Apis Mellifica)

এই ঔষধের প্রস্তুত প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানে দুইটি নামের উল্লেখ দেখা যায়—এপিস মেলিফিকা (মধুমক্ষিকা) এবং এপিয়াম ভিরাস (মধুমক্ষিকার বিষ) কিন্তু কার্য্যের বিশেষ কোন তারতম্য না থাকায় ইহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণের কোন উল্লেখ নাই। এপিস মেলিফিকা— মধু মক্ষিকাকে চুর্ণ করিয়া প্রস্তুত হয় আর এপিয়াম ভিরাস মধুমক্ষিকার বিষ অর্থাৎ হুল হইতে প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত প্রণালী যদিও বিভিন্ন প্রকারের কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা একই গুণসম্পন্ন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। শিশু নিদ্রিত অথবা জাগরিত অবস্থায় অথবা মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ হেতু মাঝে মাঝে হঠাৎ চিক্কির দিয়া ওঠে (হেলিবো)। (Sudden, shrill, piercing screams from children

while waking or sleeping or in meningitis—(Hellebore),

২। অক্ষিপুটের নিম্ন স্থূল জলপূর্ণ থলি সদৃশ স্ফীত হয় (উর্দ্ধস্থল—কেলিকার্ব্ব) (Baglike puffy swelling under the eyes, Over the eyes—Kali carb)। ইহা ব্যতীত হস্ত, পদ সমুদায় স্থান অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ শোথ সদৃশ হয়। পিপাসা থাকে না; (পিপাসা থাকে—এসেটিক এসিড্ এপোসাইনাম, আর্সেনিক)

৩। যন্ত্রণা—জ্বালাকর, হুলবিদ্ধবৎ এবং টাটানি সদৃশ। হঠাৎ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়, (পালসেটিলা, কেলিবাই, ল্যাক-ক্যানাই)। হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাই হইতেছে এপিসের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

৪। মূত্র স্বল্প এবং মূত্র পথে অত্যন্ত জ্বালা হয়। প্রস্রাব এক মূহুর্ত্ত ধরিয়া রাখিতে পারে না এবং প্রস্রাব ত্যাগ কালীন মূত্রপথ যেন ঝলসিয়া যায় এইরূপ যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ হয়, স্বল্প, যন্ত্রণাযুক্ত এবং সময় সময় রক্ত মিশ্রিত।

৫। উদরাময়—মল ঈষৎ সবুজ অথবা পীতাভ। অসাড়ে নির্গত হয়। মনে হয় মলদ্বার যেন আলগা হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক সামান্য সঞ্চালনেই মল বহির্গত হয়। মাতালদিগের উদরাময়ে এবং পীড়কা যুক্ত অথবা পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু উদরাময়ে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৬। দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়—দক্ষিণ ডিম্বাশয় এবং অণ্ডকোষ স্ফীত, প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধি হয়।

৭। রোগী খিট্‌খিটে, স্নায়বীক চঞ্চল এবং সর্ব্ব বিষয়ে, অসন্তুষ্ট। হতাশ, বিমর্ষ এবং ক্রন্দনশীলা (পালসেটিলা)

৮। তরুণ চর্ম্ম পীড়কা (cutanous eruption)—হাম, স্কার্লেটিনা আমবাত ইত্যাদি অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত অবরুদ্ধ (জিস্কাম) হেতু রোগ উৎপন্ন।

সাধারণ লক্ষণ

১। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগেতে এবং বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোক দিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (বেলেডনা, ল্যাকেসিস), কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় নিম্নোদরে টাটানি যন্ত্রনা হয়, মনে হয় মলত্যাগ কালীন জোরে বেগ দিলে পেট যেন ফাটিয়া যাইবে।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য (Physiological action)—হোমিওপ্যাথিক ভৈজষ্য তত্ত্বের এপিস একটি অতি মুল্যবান ঔষধ। ইহার কার্য্য অল্প বিস্তর সকলেই বিদিত। মধুমক্ষিকা দ্বারা হুল বিদ্ধ হইলে সূচী-বেদবৎ এবং জ্বলন সদৃশ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সমুদায় আক্রান্ত স্থান অতি দ্রুত স্ফীত হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণা এত অধিক হইতে থাকে যে স্থানটি যেন পিশিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। এই প্রকার হুলবিদ্ধে তিনটি অবস্থা সচরাচর উপস্থিত হয়—প্রথমতঃ স্ফীত স্থান গোলাপী আভাযুক্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত হয়। এপিসের যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে **হুলবিদ্ধবৎ** কদাচিত দপদপানি হয়, এবং যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত স্থান উষ্ণ হইয়া ওঠে। এই-ভাবে যন্ত্রণা কিছুক্ষণ থাকিয়া তৎপর আপনা হইতেই সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি যন্ত্রণা শীঘ্র হ্রাস না হয় এবং ক্রমশঃই অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত স্থানে বিসর্পের (erysepelas) ন্যায় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ—যদ্যপি বিসর্পের অবস্থা শীঘ্র পরিবর্ত্তন না হয় এবং অধিকতর হইতে থাকে। গোলাপী আভা নীলবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে চর্ম্ম পচিয়া গিয়া প্রদাহস্থান গলিতক্ষতে (gangrene) পরিণত হয়। কাজে কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—এপিস বিসর্প এবং গলিত ক্ষতেও নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

প্রদাহ—এপিসের প্রদাহ একোনাইটের ন্যায় হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই মিশিয়া যায় না কিংবা বেলেডনার ন্যায় স্থান অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং দপদপানি যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া পূঁজে পরিণত হয় না। এপিসের প্রদাহ একোনাইট কিম্বা বেলেডনার ন্যায় তত প্রবল হয় না। ইহা সম্পূর্ণ asthenic প্রকারের

অর্থাৎ দুর্ব্বল কর। রোগীকে অতি অল্প সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ বেলেডনার ন্যায় দপদপানি নয়। যন্ত্রণার সহিত জ্বলন বর্ত্তমান থাকে কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় তত অধিক হয় না এবং আর্সেনিকের জ্বলন উত্তাপে উপশম হয় আর এপিসের জ্বলন শীতল প্রলেপে উপশম হয়। এপিসে জীবনী শক্তিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং রোগীর জীবন শঙ্কাজনক হইয়া ওঠে। এপিসের এই প্রকার দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ সস্ফোটে অর্থাৎ পীড়কাযুক্ত (eruptive) রোগে—স্কার্লেটিনা এবং ডিপথিরিয়া ইত্যাদিতে অধিক প্রকাশ পায়। এপিসের প্রদাহে রক্তাধিক্যতা অধিক থাকে না। স্থানটি কেবল গোলাপী আভাযুক্ত হয় এবং তৎসহিত সাদাটে ভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু প্রদাহ গ্যাংগ্রিণ প্রমুখীন ও আক্রান্ত স্থানের টিসু সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্ভাবনাযুক্ত।

মানসিক লক্ষণ এবং হিষ্টিরিয়া—এপিসের মানসিক লক্ষণ অনেকটা হিষ্টিরিয়া রোগীর ন্যায়। রোগী সময়ে আনন্দে নৃত্য করে, আবার শোকে দুঃখে হাস্যও করে, অত্যন্ত চঞ্চল এবং অস্থির প্রকৃতির। খিটখিটে ঈর্ষাপরায়ন এবং ক্রন্দনশীল। এক কাজে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এতদ্ব্যতীত এপিস রোগী অদ্ভুত রকমের নির্ব্বোধ, বিশেষ ভাবে ইহা বিধবা স্ত্রীলোক, শিশু এবং বালিকাদিগের মধ্যে অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। তৈজস-পত্রাদি সহজেই হস্ত হইতে পড়িয়া যায় এবং রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় খিল খিল করিয়া হাসিতে থাকে। এপিসের মানসিক লক্ষণ এবম্প্রকার চঞ্চল প্রকৃতির বলিয়াই ইহাকে অনেক সময় স্নায়বীয় ধাতুগ্রস্থ (nervous) বালিকাদিগেতে অর্থাৎ যাহাদিগেতে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাদিগের রোগে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এপিস তাহাদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধও বটে। এপিস সাধারণতঃ গণ্ডমালা ধাতুযুক্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

আরক্ত জ্বরের (scarlet fever)—এপিস একটি উপযুক্ত ঔষধ এবং ইহাতে এপিসের প্রয়োজন প্রায়ই দেখা যায়। শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তৎসহিত অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। মুখগহ্বর এবং গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত রক্তাধিক্য ও স্ফীত হয়। জিহ্বার ধারে ধারে ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাকর ও সূচফোটান সদৃশ যন্ত্রণা হইতে থাকেও

গাত্রময় ঘামাচি সদৃশ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। এপিসের এতদলক্ষণ সহ শরীরের যে কোন স্থানে শোথের ন্যায় স্ফীতি বর্ত্তমান থাকা উচিৎ, নতুবা এপিস প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় না। এইরূপ অবস্থায় রোগী অতি অল্প সময়েই দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব অবরোধ অথবা হ্রাস হইয়া আইসে এবং জ্বর ও তন্দ্রার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বেলেডনা—ইহাও আরক্ত জ্বরের একটী উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু বেলেডনার রোগী এপিসের ন্যায় তত অধিক দুর্ব্বল হয় না। বেলেডনার গাত্রত্বক চকচকে লালবর্ণ হয়, ঘামাচি সদৃশ দানাযুক্ত হয় না। শরীর উত্তপ্ত এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ। কখন কখন আবার লালবর্ণ না হইয়া ফ্যাকাসে হয়। ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হইলেও এপিসের ন্যায় ফ্যাকাসে এবং তদসদৃশ স্ফীতি (Oedematous) হয় না—কিন্তু বেলেডনায় সময় সময় গ্রীবাপ্রদেশস্থ গ্রন্থি-সমূহ (cervical glands) ফুলিয়া উঠে।

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ (meningitis)—মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের এপিস একটি অতি বৃহৎ এবং মহৎ ঔষধ। ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠা। শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিলে এবং মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহ হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইলে এপিসকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে। টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে কিংবা তরুণ মস্তিষ্ক রসোৎপ্রবেশে (cerebral effusion) পীড়কার অবরুদ্ধ অথবা অসম্পূর্ণ প্রকাশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এপিস রোগী—উষ্ণ অথবা আবদ্ধ গৃহ কিংবা উষ্ণ স্থান আদপেই সহ্য করিতে পারে না ইহাতে রোগের যাবতীয় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। শীতল প্রলেপে এবং মুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ করে। যদি দেখা যায় কোন শিশুর তড়কা উষ্ণজলে বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ স্থলে এপিস এবং ওপিয়মের কথা মনে করিবে।

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে এপিসের সহিত অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য

বেলেডনা—মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের ইহা এপিসের সমকক্ষ ঔষধ কিন্তু বেলেডনার মস্তিষ্কের যন্ত্রণা এপিস অপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল। চক্ষু এবং মুখমণ্ডল

রক্তিমবর্ণ হয়। কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপদপ করিতে থাকে ও রোগী তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক একবার চীৎকার করিয়া ওঠে। বেলেডনার রোগী এপিসের ন্যায় এত দুর্ব্বল হয় না।

এপিস এবং বেলেডনার পার্থক্য—এপিসে রক্তাধিক্যতা (congestion) অধিক থাকে না, বেলেডনার রক্তাধিক্যতা প্রধান লক্ষণ। এপিসের যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ বেলেডনার যন্ত্রণা দপদপানি। মস্তিষ্কের ঝিল্লি-প্রদাহে যখন রক্তাধিক্যতা লক্ষনই প্রধান হয় বেলেডনাকেই সেইরূপ স্থলে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আর যখন স্নায়বীয় উত্তেজনা চীৎকার করিয়া ওঠা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদি লক্ষণ অধিক হয় তখন এপিসকেই উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহে রসোৎপাদনের (effusion) লক্ষণ যতই অধিক হইতে থাকে বেলেডনার প্রয়োগের সম্ভাবনা ততই অধিক হ্রাস হইয়া আইসে এবং এপিসের নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা ততই অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকে কিন্তু এপিস নির্ব্বাচনকালীন মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ প্রযুক্ত থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠা, মূত্রের স্বল্পতা, তৃষ্ণাহীনতা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, উষ্ণতায় রোগের বৃদ্ধি এবং স্ফীতি এই কয়েকটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

হেলিবোরাস—এপিস ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া শীঘ্র উপস্থিত না হইলে এবং মানসিক অবস্থা অধিকতর মগ্ন এবং অসাড় হইতে থাকিলে হেলিবোরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। এইরূপ অবস্থায় কপালের চর্ম্ম সঙ্কুচিত (wrinkled) হয়, চক্ষুতারকা প্রসারিত হয়, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া আইসে এবং রোগী গভীর তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কোনপ্রকার সাড়াশব্দ থাকে না। মনে হয় স্পর্শ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় সমুদায় যেন রহিত হইয়া গিয়াছে। অথচ একটি হস্ত এবং পদ অনিচ্ছায় আপনা হইতেই সঞ্চালিত হইতে থাকে, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ অসাড় পক্ষাঘাত সদৃশ বোধ হয়। কপাল শীতল ঘর্ম্মে ভিজিয়া ওঠে এবং রোগী বালিসে সময় সময় মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। এইরূপ লক্ষণে হেলিবোরাস প্রয়োগ করিলে প্রতিক্রিয়া আনায়ন করিয়া উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। হেলিবোরাসেও এপিসের ন্যায় তন্দ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া ওঠা, মূত্রস্বল্পতা অথবা অবরোধ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু এপিসে বালিসে মস্তক চাপা, একটি হস্ত এবং পদের সঞ্চালন, জলের অদম্য

পিপাসা ইত্যাদি থাকে না কিন্তু এপিস অপেক্ষা হেলিবোরাসের মানসিক আচ্ছন্নতা অত্যন্ত অধিক।

ব্রাইওনিয়া—পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্কে রসোৎপ্রবেশ (cerebral effusion) ব্রাইওনিয়ার প্রয়োগ কখন কখন দেখা যায়। ব্রাইওনিয়ায় মস্তিষ্ক যদিও অসাড়বৎ নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু এপিস এবং হেলিবোরসের ন্যায় তত অধিক বিকৃতি ঘটে না অর্থাৎ ব্রাইওনিয়া মানসিক আচ্ছন্নতা অধিক থাকে না। রোগী এমন মুখভঙ্গী করিতে থাকে যেন সকল সময় কোন বস্তু চিবাইতেছে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া ওঠে এবং অত্যন্ত জল পিপাসা হয়। গ্লাস গ্লাস জল এক এক নিশ্বাসে যেন খাইয়া ফেলে। জল পরিমাণে এক এক বার অনেকটা খায় অথচ অনেক বিলম্বে। (আর্সেনিকের বিপরীত)। সমুদায় গাত্রময় বেদনা হয়, রোগী নড়াচড়া করিতে পারে না। সঞ্চালনে গাত্র বেদনা অধিক বোধ করে এমন কি শিশুকে স্পর্শমাত্রই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

মস্তিষ্কের আছন্নতা এবং অবসাদ অধিক হইতে থাকিলে ব্রাইওনিয়ার উপর নির্ভর না করিয়া হেলিবোরাসের বিষয় চিন্তা করিবে। অদম্য জল পিপাসা দ্রুত জলপান, চর্ব্বণরূপ মুখভঙ্গী ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও হেলিবোরাস প্রয়োগ করিতে ইতঃস্তত করা উচিত নয় কারণ হেলিবোরাসে মস্তিষ্কের আচ্ছন্ন ভাব অধিক প্রকাশ পায়। যদি এতদলক্ষণসহ মস্তিষ্কের যন্ত্রণাহেতু পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া চেঁচান (Shriek cephalic cry) অধিক বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে এপিসকেই প্রাধান্য দিবে। ব্রাওনিয়ার যন্ত্রণা সুচিভেদবৎ, সঞ্চালনে এতদ যন্ত্রণা এবং সমুদয় উপসর্গই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রসোৎ প্রবেশের লক্ষণ (effusion) প্রকাশ পাইলে ব্রাওনিয়া, এপিস, কেলিকার্ব্ব এবং সালফার এই কয়েকটি ঔষধকেই অধিক উপযুক্ত মনে করিবে।

কুপ্রাম মেটালিকাম—পীড়কা অবরুদ্ধ অথবা বিলয় হেতু (eruption being repurcussed) মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে কুপ্রাম মেটালিকামের স্থান

অতি উচ্চ ইহাকে অনেকে এই বিষয়ের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলেন কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ এপিস হইতে বিভিন্নপ্রকারের। কুপ্রাম প্রায়ই দেখা যায় কনভালসন প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই রোগীর চিৎকির (screaming) আরম্ভ হয়। কনভালসন অত্যন্ত ভীষণ হয়—হস্ত মুঠাকরে, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয় ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হয় এবং চক্ষু তারকা অনবরত ঘুরাইতে থাকে।

এপিসে কনভালসন অধিক হয় না। শরীরের অর্দ্ধভাগে সামান্য খেঁচুনি (twitching) এবং চাঞ্চলতা মাত্র প্রকাশ পায়। অপর অর্দ্ধভাগের গতির বিকৃতি ঘটে অর্থাৎ খঞ্জ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কাঁপিতে থাকে (lame and trembles)।

পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহে কুপ্রামের সহিত সালফারের খুব নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহারা অপরের পর প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। কুপ্রামের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে খেঁচুনি (cramps) ইহা ব্যতীত কুপ্রাম কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। কুপ্রামে সকল রোগের সহিত খেঁচুনি, কনভালসন ইত্যাদি আক্ষেপযুক্ত (Spasmodic) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

গ্লোনয়ন—ইহাতেও রোগী এপিসের ন্যায় মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ হেতু চিৎকির করে কিন্তু গ্লোনয়ন রোগী মনে করে তাহার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। মস্তক অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং দপদপানি যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে তৎসহিত বমন হইতেও থাকে। গ্লোনয়নে মস্তিষ্ক রক্তাধিক্যতাই হইতেছে বিশিষ্ট লক্ষণ। পীড়কা অবরুদ্ধ অথবা অপ্রকাশ হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের ইহাও একটি উত্তম ঔষধ।

জিঙ্কাম—শিশু ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে হঠাৎ জাগিয়া ওঠে এবং বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে থাকে (Rolls the head) চিৎকির দেয়, এবং ঘুমন্ত অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠে। পদদ্বয় অনবরত নাড়িতে থাকে। জিঙ্কামের পদদ্বয়ের এবম্প্রকার সঞ্চালন একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। জিঙ্কাম রক্তশূন্য দুর্ব্বল শিশুদিগেতে যাহাদিগের শারীরিক অথবা জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়কা (eruption) বহির্গত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হইতে পারে নাই এবং তদ্‌হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ প্রকাশ পায় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। এতদ্‌বিষয় ইহাকে কুপ্রাম মেটালিকামের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে।

পীড়কা প্রকাশ হইয়াও কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধের প্রলেপ দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইলে এবং তদজনিত মস্তিষ্কের উপসর্গ উপস্থিত হইলে কুপ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য আর রোগীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়কা সম্পূর্ণ প্রকাশ না হইলে অথবা আংশিক প্রকাশ হইয়া লাট খাইয়া মস্তিষ্কের উপসর্গ উপস্থিত হইলে জিঙ্কামকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত কুপ্রামে খেঁচুনি (cramps) বর্ত্তমান থাকে আর জিঙ্কামে এক অথবা উভয় পদের অনবরত সঞ্চালন বর্ত্তমান থাকে।

শোথ, উদরী (drospy)—এপিস শোথ রোগের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীরের চর্ম্ম দেখিতে স্বচ্ছ মোম সদৃশ হয় ঈষৎ শ্বেত অথবা পীত আভা থাকে। প্রস্রাব অবরোধ অথবা স্বল্প হয় এবং জলতৃষ্ণা থাকে না। চর্ম্মের স্বচ্ছতা, পিপাসা শূন্যতা এবং মূত্র স্বল্পতা এই কয়েকটি লক্ষণই হইতেছে ইহার শোথের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। স্কার্লেটিনা রোগের কোন সংস্রব থাকুক আর নাই থাকুক মূত্রপিণ্ড সংক্রান্ত (Renal origin) রোগ হইতে উদ্ভূত শোথের এপিস একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। প্রস্রাব স্বল্প অথচ অত্যন্ত অণ্ডলালময় (albuminous) হয় এবং cast সংযুক্ত। অক্ষিপুটের জলপূর্ণবৎ স্ফীতি, গাত্র দাহ এবং টাটানি বর্ত্তমান থাকে। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত দোষ হেতু শোথ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ পদদ্বয় ফুলিয়া ওঠে, বিশেষতঃ হাটাহাটির পর ইহা অধিক প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য রকম গাত্র দাহ এবং টাটানি উপস্থিত হয়। ইহা স্মরণ রাখিবে যে সচরাচর মূত্রপিণ্ড দোষ হেতু অক্ষিপুটের এবং হৃৎপিণ্ডের দোষহেতু পদদ্বয়ের স্ফীতি হয়।

এপিসের মূত্রপিণ্ডের উপর যথেষ্ট কার্য্য থাকা বশতঃ মূত্র পিণ্ড রোগ হইতে উত্থিত শোথ রোগেও অণ্ডলালময় রোগের প্রারম্ভে (incipient albuminuria) এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষ ভাগে (puerperal convulsion) অর্থাৎ সূতীকাক্ষেপ হইবার আশঙ্কায়ও পদদ্বয়ের স্ফীতি হইলেও এপিস প্রয়োগ হইয়া থাকে। এপিসকে স্থান বিশেষের কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন শোথের অর্থাৎ যে কোন প্রকার শোথ রোগেই হউক, পিপাসা শূন্যতা, মূত্র স্বল্পতা, টাটানি এবং

বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে। মূত্রকারক ঔষধ বলিয়াই প্রচুর মূত্র নিঃসরণ করাইয়া শোথের স্ফীতি আশু হ্রাস করাইয়া দেয়। এইরূপ স্থলে এপিস নিম্নক্রম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের অভাবে জীবন্ত মধুমক্ষিকা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া—সেই জল পান করাইলেও মূত্র নিঃসরণ সহজে এবং প্রচুর হইয়া থাকে। এপিস রোগী উত্তাপ, উষ্ণ ঘর, উষ্ণ বস্ত্র ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে রোগের সমুদায় উপসর্গই বৃদ্ধি হয়। শীতল প্রলেপে মুক্ত বায়ুতে রোগের উপশম বোধ করে। <u>জলপূর্ণবৎ স্ফীতি দেখিলে এপিসকে</u> স্মরণ করিবে।

এপিসের যদিও সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগের যথেষ্ঠ সুনাম রহিয়াছে কিন্তু serious dropsy অর্থাৎ উদরী, বক্ষরুদক এবং মস্তক শোথে (Ascitis, Hydrothorax and Hydrocephalus) ইহা কতদূর কার্যকারী তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। যকৃত শুষ্ক অর্থাৎ Liver Cirrhosis হইয়া উদরে জলের সঞ্চার হইলে সে স্থলে এপিস কোন কার্য্য করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

স্নৈহিক ঝিল্লির (serous mombrance) প্রদাহ বশতঃ উদরী হইলে—সে স্থলে—জল শোষণ করিতে এপিসের অনেকটা ক্ষমতা যদিও রহিয়াছে কিন্তু প্রত্যেক স্নৈহিক ঝিল্লির উপর এপিসের কোন কার্য্য নাই।

অন্ত্রাবরণ এবং বক্ষাবরক ঝিল্লির (Peritonitis and pleurisy) প্রদাহের পর উদরী এবং বক্ষরুদক হইলে তাহা আরোগ্য করিতে এপিসের যথেষ্ট ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় এবং এতদ্‌হেতু উদ্ভূত সঞ্চিত জল শোষণ করিতে এপিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। শোথে এপিসকে প্রয়োগের এবম্প্রকার ব্যতীক্রম থাকিলেও তথাপি এপিসকে সর্ব্বপ্রকার শোথে ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেওয়া হয় যেহেতু এপিস একটি প্রধান মূত্রকারক ঔষধ। মূত্রপিণ্ড ও স্নৈহিক ঝিল্লির সংস্রব বিহীন শোথ রোগ যেমন হৃৎপিণ্ড এবং ডিম্বাশয়ে জল সঞ্চয়ে (cardiac and ovarian dropsy) মূল অরিষ্ট প্রয়োগে প্রচুর মূত্র নিঃসরণ করাইয়া তদস্থলে dropsical effusion অর্থাৎ রসোৎপ্রবেশ হেতু স্ফীতি আশু হ্রাস করিয়া দেয় কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে এপিস ডাইললিউসন প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া না যাইতে পারে। (It must be remembered

that in full doses Apis is diuretic, and in this way, may remove—at any rate temporarily dropsical effusions unconnected with kidneys or the serious membranes such as cardiac and ovarian dropsies, both of which are reported to have yielded to its use. Here, however, it must not be given in dilution, and the Indian experiment from which the remedy was first obtained suggets an infusion or trituration of the entire bee is the best preparation—Huges).

আর্সেনিক—শোথ রোগে ইহা এপিসের সমকক্ষ ঔষধ এবং এপিসের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে—উভয়েরই গাত্রচর্ম্ম প্রায়ই একই প্রকারের স্বচ্ছ ফ্যাকাসে এবং উভয়ই মূত্রপিণ্ড অথবা হৃৎপিণ্ড অথবা যকৃত হইতে উদ্ভূত শোথে প্রয়োগ হয় কিন্তু আর্সেনিকের রোগীর অত্যন্ত জলতৃষ্ণা থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প পরিমাণ জল পান করে অথচ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। এপিস রোগীর জলতৃষ্ণা বিশেষ থাকে না এবং জলপান করিলে বমন হইয়া উঠিয়াও যায় না। আর্সেনিক রোগী অত্যন্ত অস্থির, এপিস রোগী তত অস্থির নয়। আর্সেনিক রোগীর উপসর্গ উত্তাপে উপশম হয়; এপিস রোগীর উপসর্গ শীতল প্রলেপে উপশম হয়। আর্সেনিক রোগীর রোগ ১২টা হইতে ২টায় বৃদ্ধি হয়। এপিস রোগীর রোগ ৩টায় বৃদ্ধি হয়।

এপোসাইনাম—শোথের ইহা একটি অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং প্রচলিত ঔষধ। সচরাচর মূল অরিষ্ট কিংবা ১x ব্যবহার হয় এবং সকল প্রকার শোথেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। আর্সেনিকের ন্যায় এপোসাইনাম রোগীরও জল কিংবা কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য পেটে সহ্য হয় না তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং পাকস্থলী শূন্য শূন্য বোধ করে (Sunken gone, exhausten feeling)। শোথ রোগে আশু উপকার করিতে ইহার সমকক্ষ ঔষধ আর নাই।

এসেটিক্ এসিড—মুখমণ্ডল এবং হস্তপদাদি দেখিতে মোমের ন্যায় ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। ইহা বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ নিম্নোদর এবং পদদ্বয়ের

শোথের উপযুক্ত ঔষধ! কাজে কাজেই উদরী রোগে ইহাকে অনেকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। এসিটিক্ এসিডে জলতৃষ্ণা থাকে, এপিসে থাকে না এতদ্ব্যতীত এসিটিক্ এসিডের শোথে প্রায়ই পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ—অম্ল উদ্গার, মুখে জল উঠা এবং উদরাময় ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। আর্সেনিকে এবং এপিসে এতদলক্ষণ সমূহ কিছুই থাকে না।

(আর্সেনিকে আর সমুদায় শোথ রোগের ঔষধের বিবরণ দেখ)।

বক্ষক্লদক (Hydrothorax)—বক্ষক্লদকের অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত দোষ হইতে উৎপন্ন হইলে এপিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। রোগী এইরূপ অবস্থায় শয়ন করিতে পারে না। বক্ষঃস্থলে সঙ্কোচন ভাব (constrictive feeling) উৎপন্ন হয় এতদ্ব্যতীত শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয় এবং সাধারণতঃ বায়ুনলী (Trachea) হইতে আরম্ভ হয় ও কিছু শ্লেষ্মা না উঠা পর্য্যন্ত কাশির বিরাম হয় না। এপিসের এই প্রকার বক্ষঃস্থলের রোগ হইতে এক অস্বাভাবিক মানসিক লক্ষণের উদ্রেক হয়—রোগী সর্ব্বদা চিন্তা করে সে আর বাঁচিবে না, সে যেন দ্বিতীয় বার আর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট কিছুই থাকে না, ইহা অনেকটা মানসিক উদ্বিগ্নতা অথবা অন্তর্দাহ বলিয়া বোধ হয়। এপিসের এই প্রকার মানসিক লক্ষণে আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতা কিংবা একোনাইটের ন্যায় মৃত্যু ভয় বর্ত্তমান থাকে না এবং বরং মানসিক চঞ্চলতা প্রকাশ থাকে।

মস্তক শোথ (Hydrocephalus)—এপিস মস্তক শোথের একটি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু প্রকৃত মস্তক শোথে অর্থাৎ যখন কোন যান্ত্রিক দোষ (mechanical) হেতু মস্তিষ্ক ঝিল্লিতে প্রদাহ প্রযুক্ত রস সঞ্চারের সমাবেশ হয় তখন এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয় না বরং এপিস tubercular meningits এরই অধিক উপযুক্ত ঔষধ। এইরূপ স্থলে এপিস প্রথম অবস্থাতেই ব্যবহার হয়। শিশু বালিশে মস্তকের পশ্চাৎদ্দেশ ঘর্ষণ করিতে এবং মস্তক এপাস ওপাশে চালিতে থাকে ও থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রিতাবস্থায় চিক্‌কির দিয়া কাঁদিয়া ওঠে। শিশুর এই প্রকার অস্বাভাবিক চিক্‌কির মস্তিষ্কে যন্ত্রণা হেতু উদ্ভূত হয়। ইহা ব্যতীত শরীরের একপার্শ্বে মধ্যে মধ্যে খিঁচুনি

হয় এবং অপর পার্শ্ব অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। চক্ষুর দৃষ্টিও এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ বক্র হয় (squinting)। নাড়ীর গতি দ্রুত অথচ দুর্ব্বল হয় এবং প্রস্রাব স্বল্প হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন যদি এইরূপ অবস্থায় এপিসে বিশেষ ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য ঔষধে উপকার আশা করা বৃথা। এপিস সম্বন্ধে এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহার কার্য্য অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশ পায় এমন কি সময় সময় ৩।৪ দিন অপেক্ষা না করিলে ইহার কার্য্য বুঝিতে পারা যায় না—এপিসের কার্য্যের প্রথম শুভলক্ষণই হইতেছে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি।

মস্তক শোথে এপিসের সমগুণ ঔষধসমূহ

সালফার—মস্তক শোথের রসোৎপ্রবেশের (Exudation) অবস্থায় সালফারই একমাত্র এপিসের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী এবং সমকক্ষ ঔষধ। টিউবার-কিউলার ঝিল্লিপ্রদাহ (Tubercular meningits) সুস্থ শিশুদিগেতে প্রায়ই হইতে দেখা যায় না যদ্যপি পূর্ব্ব হইতে মূলে সেই প্রকার ধাতুগত কোন দোষ না থাকে। এপিস প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া না হইলেও সালফারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে—সালফারকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশু তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়, হস্তপদাদি থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকিয়া ওঠে। (Jerking of the limbs) বিশেষতঃ পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতেও আক্ষেপ অর্থাৎ খেঁচুনি (spasm) হয় এবং ক্রমশঃ মূত্ররোধ হইয়া আইসে। রোগ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন প্রকার চর্ম্মরোগ বাহ্যিক ঔষধের দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারা যায়—তাহা হইলে সালফারকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে।

হেলিবোরাস—এপিসের সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যতা আছে। মস্তিষ্কের যন্ত্রণা হেতু শিশুর চিকৃকির অধিক থাকিলে এপিসকেই আমরা অধিক অনুমোদন করিয়া থাকি কিন্তু অজ্ঞানভাবের প্রাধান্য অধিক থাকিলে অর্থাৎ যখন শিশু সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে তখন হেলিবোরাসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। হেলিবোরাসে আলোতে চক্ষু তারকার কোন ক্রিয়া হয় না। মূত্র সম্পূর্ণ রোধ অথবা হ্রাস হয়। শরীরের

একপার্শ্ব আপনা আপনি অনিচ্ছায় সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং কপালের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়। অধিক আচ্ছন্নতা (stupor) প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে হেলিবোরাস রোগীর কপালের চর্ম্ম ভাজে ভাজে সঙ্কোচন (corrugation of the muscle) হয় এবং তৎসহ মুখের অনবরত চর্ব্বনরূপ সঞ্চালন (constant chewing motion) বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত রোগীকে দেখিলে মনে হয় যেন তাহায় কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই। নিস্তব্ধ নীরব হইয়া পড়িয়া থাকে—কোন কিছু চাহে না অথচ যদি জল পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পান করে।

বেলেডনা—ইহা টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক প্রদাহে (tubercular meningitis) নির্ব্বাচিত হয় না অথচ ইহা নিখুঁৎ নির্দ্দোষ মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহেরই একটি বৃহৎ ঔষধ। ইহার প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলি অত্যন্ত হঠাৎ এবং প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, তরুণ প্রদাহ বলিতে যাহা বুঝায় তৎসমুদায় বেলেডনায় পরিষ্কাররূপে প্রকাশ থাকে। টিউবার কিউলার মস্তিষ্ক প্রদাহের লক্ষণ সমুদায় ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ উপস্থিতি হয়। (টিউবারকিউলার রোগের স্বভাবই হইতেছে এই প্রকার) বেলেডনা যদিও (tubercular meningitis) এর ঔষধ নয় তথাপি রোগের অবস্থা বিশেষে যদি রোগের প্রারম্ভেই যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং তৎসহ রক্তাধিক্যতা, অস্থিরতা নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া ওঠা এবং বালিসে মস্তক গোঁজা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে বেলেডনা ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু রসোৎপ্রবেশ (exudation) আরম্ভ হইলেই আর বেলেডনা ব্যবহার হইতে পারে না। এক কথায় রসোৎপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেলেডনার কার্য্য শেষ এবং এপিসের কার্য্য আরম্ভ হয়।

ব্রাইওনিয়া—ইহাকে এপিস এবং বেলেডনার মাঝামাঝি স্থলে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহা বেলেডনার পরেই ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্রাই-ওনিয়ার কার্য্য হইতেছে স্নৈহিক ঝিল্লির উপর (serous membrane) এবং ইহাতে প্রচুর রসোৎপাদন হয় (causes profuse exudation) এবং মস্তিকে তদকারণ বশতঃ অধিক চাপ পতিত হওয়ায় শিশু বিঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে—মুখমণ্ডল হঠাৎ লাল আভাযুক্ত হইয়া আবার তখনই ফ্যাকাসে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহা রোগের এইরূপ অবস্থার একটি কুলক্ষণ

জানিবে। সামান্য নাড়াচাড়া করিলেই শিশু গাত্র বেদনা হেতু কাঁদিয়া ওঠে। নিম্নোদর স্ফীত হইয়া থাকে এবং জিহ্বার মধ্যস্থলে শ্বেত লেপাবৃত হয়।

বিসর্প—(erysipelas)—এপিস বিসর্প রোগের একটি মহৎ ঔষধ বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের, যখন রোগ দক্ষিন চক্ষুর নিম্ন কিংবা চারিপার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডল অতিক্রম করিয়া বামদিকে বিস্তারিত হয়। আক্রান্ত স্থান শীঘ্রই জলপূর্ণবৎ হইয়া উঠে এবং গোলাপী আভাযুক্ত হয়। টাটানি অত্যন্ত অধিক হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বরও অত্যন্ত প্রবল হয় অথচ তৃষ্ণা থাকে না এবং ঘর্ম্ম কিছুমাত্র হয় না। যদ্যপি রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে তাহা হইলে মুখমণ্ডল শীঘ্রই দাহক বিসর্পের ন্যায় (phlegmonous) ঘোর লালবর্ণ হয়, প্রদাহ চর্ম্মের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া বিধানতন্তু (tissue) সমূহ ধ্বংস করিবার উপক্রম করে। এমত অবস্থায়ও এপিস নির্ব্বাচিত হইতে পারে।

বিসর্প রোগে এপিসকে বেলেডনা এবং রাসটক্সের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। এপিসে বেলেডনার ন্যায় চর্ম্মের তত অধিক প্রদাহ হয় না। ইহা বরং গোলাপী আভাযুক্ত হইয়া চর্ম্মের উপরে উপরে বিস্তারিত হইতে থাকে। চর্ম্মের উপরে হউক অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরেই হউক এপিসকে বিসর্প রোগে চিন্তা করিতে ভুলিবে না। Traumatic erysipelas অর্থাৎ আঘাত কিংবা ক্ষত হইতে উৎপন্ন বিসর্প রোগের এপিসকে অতি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়। রুস ডাক্তার রোজান এবং কাফকা এপিসকে উক্তরূপ বিসর্প রোগে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ডাক্তার কাফকা লিঙ্গ ত্বক ছেদনের পর বিসর্প এবং ডাক্তার উলফ্ নবজাত শিশুর নাভিকুণ্ডলে ক্ষত হইতে উৎপন্ন বিসর্পে এপিস ব্যবহারে অতি উত্তম ফল পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন শস্ত্রোপচারে পর কিংবা কোন প্রকার আঘাত হেতু উৎপন্ন বিসর্প রোগে এপিসকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে।

It is of course to traumatic erysipelas that Apis is especially suitable, and Dr. Rojanus—our eminent Russian confrere—highly eulogizes it here "Since we have fully known the virtues of this remedy," he says, "We have

undertaken plastic operations with much more confidence, all fear of bad results from erysipelas being removed. "Dr Kafka records a good case in which the disease followed upon circumcision, and was rapidly controlled by the remedy. Dr. Wolf—who esteems it specific against erysipelas of all kinds—suggest it in that fatal form of the malady which attacks new-born children spreading from the umbilical wound.

বেলেডনা—মুখমণ্ডলের স্ফীতি উজ্জ্বলবর্ণ এবং দেখিতে পালিশের ন্যায় লাল চকচকে কিংবা লাল রেখা যুক্ত। বেলেডনায় এপিসের ন্যায় জলপূর্ণবৎ স্ফীতি অথবা রাসটকসের ন্যায় ফোস্কা হয় না। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং দপদপানিযুক্ত ও তদসহিত দপদপানি শিরঃপীড়া থাকে। রোগী নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে। নাড়ী ভরাটে, শক্ত এবং উল্লম্ফণযুক্ত (full hard and bounding).

রাসটক্স—যদিও উহাতে এপিসের সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু বেলেডনার সহিত সাদৃশ্যতা কিছুই নাই। মুখমণ্ডলের অর্থাৎ আক্রান্ত স্থানের রং বেলেডনার ন্যায় উজ্জ্বল লাল অথবা এপিসের ন্যায় গোলাপী অথবা ঘোর লালবর্ণ হয় না বরং ফ্যাকাসে আভাযুক্ত হয়। (not the rosy or pinkish livid hue of Apis, rather dusky red of Rhustox)। রাসটকসে জলপূর্ণবৎ ফোস্কা হয় এবং তদসহিত জ্বলন ও ছুবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাও হয় কিন্তু ফোস্কা গভীর হয় না, চর্ম্মের উপরে উপরে বিস্তারিত হইতে থাকে। এপিসেও এইরূপ জলপূর্ণবৎ ফোস্কা দেখা যায় কিন্তু চুলকায় না রাসটক্সে অত্যন্ত চুলকায়—এপিস এবং রাসটক্সে এই বিষয়ে ইহাই পার্থক্য। ইহা ব্যতীত মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে রাসটক্সে রোগ সাধারণতঃ বামদিক হইতে ডানদিকে বিস্তারিত হয়। কিন্তু এপিসে ডানদিক হইতে বামদিকে বিস্তারিত হয়। এপিসে রাসটক্সের অস্থিরতা এবং বেলেডনার ন্যায় মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, উভয় লক্ষণই সময় সময় অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে, এতদহেতু এপিসকে অনেকে এই দুই ঔষধের (বেলেডনা এবং রাসটক্সের) মধ্যবর্ত্তী বলেন কিন্তু বেলেডনা এবং রাসটক্সে আক্রান্ত স্থানের চর্ম্মের রং এপিসের ন্যায় ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ কিংবা লাল আভাযুক্ত নীলবর্ণ হয় না বরং এই বিষয়ে ল্যাকেসিসের সহিত এপিসের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

ক্যান্থারিস—নাসিকা প্রধানতঃ আক্রান্ত হইলে ক্যান্থারিসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যান্থারিসের ফোস্কা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কৃচ্ছ (stranguary) এবং প্রসাবে জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রস্রাবে জ্বালা অধিক থাকিলে ক্যান্থারিস তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ জানিবে।

দোষ শূন্য (simple) জ্বর যুক্ত মুখমণ্ডলের বিসর্প রোগে প্রথমতঃ সকল চিকিৎকেই বেলেডনাকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বেলেডনায় আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম উজ্জ্বল চকচকে লাল বর্ণ হয় এবং কোন প্রকার ফুস্কুড়ি কিংবা পীড়কা (eruption) থাকে না কিন্তু মস্তকের যন্ত্রণা থাকা খুবই সম্ভাবনা। বেলেডনায় সম্পূর্ণ উপকার না হইলে এবং রোগ অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ও আক্রান্ত স্থানে ফোস্কা দেখা দিলে রাসটক্সের বিষয় চিন্তা করিবে। রাসটক্সে বিসর্প-যুক্ত স্থানে প্রচুর জল ফোস্কা প্রকাশ পায়। ইহা ব্যতীত রাসটক্সে চর্ম্মের বর্ণ নীলাভ অথবা পীতাভ লোহিত (bluish or yellowish—red tint) হয় ও অত্যন্ত চুলকায়। বেলেডনার ধর্ম্ম উজ্জ্বল লালবর্ণ হওয়া। এতদহেতুই এপিসকে এই দুই ঔষধের মধ্যস্থলে স্থান দেওয়া হয় এবং এপিসকে সকল গ্রন্থকারগণই সকল প্রকার এমন কি ফোস্কা যুক্ত বিসর্প রোগেরও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেও অতি মহৎ ঔষধ বলিয়াছেন। কিন্তু এপিসের বিসর্প গোলাপী আভাযুক্ত এবং তরল দ্রব্যে পূর্ণবৎ, যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ। মুখমণ্ডলের বিসর্প কদাচিত গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। যদ্যপি এইরূপ অবস্থাই হয় তাহা হইলে আর্সনিক কার্ব্বভেজ এবং সিকেলিকরকে চিন্তা করিবে। বিসর্পে পূঁজের সঞ্চার হইলেই মার্কিউরিয়াস প্রয়োগ না করিয়া হেপার সালফার প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ লোকদিগের বিসর্প রোগে ল্যাকেসিসকেই অনেকে উপযুক্ত ঔষধ বলেন কিন্তু এমনকার্ব্বের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে।

জ্বরশূন্য বিসর্প রোগে বেলেডনা কিংবা রাসটক্স কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়

For erysipelas attacks without fever we have never found either Bell or Rhus suitable—Dr. Bahaer। ডাক্তার

ব্যাণিংহোসেন এইরূপ স্থলে (জ্বরশূন্য মুখমণ্ডলের বিসর্পে) বোরাক্সকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন। এইরূপ অবস্থায় রোগ বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ কিংবা অন্য পার্শ্বে বিস্তারিত হয় না।

স্থান বিশেষে বিসর্পের কয়েকটি ঔষধ।

মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়—রাসটক্স। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং সরিয়া সরিয়া বেড়ায়—গ্র্যাফাইটিস অণ্ডকোষের বিসর্পে—ক্রোটনটিগলিনাম।

বাত—বাতে যদিও এপিসের উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু ব্যবহার অতি সামান্যই দেখা যায়। পেশীযুক্ত স্থান অপেক্ষা সন্ধিস্থলের বাত ইহাতে অধিক প্রকাশ হয়। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং স্পর্শাধিক্য হয়। হস্তের চাপ দেওয়া যায় না। এতদসহ আক্রান্ত স্থানে অল্পাধিক অসাড়তা বর্ত্তমান থাকে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত হয়। সন্ধিস্থল ফুলিয়া ফ্যাকাসে লালবর্ণ হয় এবং তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ তল তল করে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে। এপিসের বাতের যন্ত্রণা সঞ্চালনের এবং উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। শীতল প্রলেপে উপশম হয়।

পক্ষাঘাত—Devitalizing affection হেতু যেমন ডিফ্‌থিরিয়া, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদির পর পক্ষাঘাত হইলে কিংবা মস্তিষ্ক প্রদাহের পর ঝিল্লিতে রসোৎপ্রবেশ (effusion) হইলে এপিস প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায় ; এইরূপ স্থলে পীড়কা (eruption) অবরুদ্ধ অথবা কোন প্রকার চর্ম্মরোগ দোষ প্রায়ই পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। এপিস প্রয়োগে অবরুদ্ধ চর্ম্মরোগ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া আইসে। উপকার দর্শিলে আর অধিক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়। সালফারও এইরূপ স্থলে অনেক সাহায্য করে,—ইহার বিষয়ও চিন্তা করিবে। রোগীর এইরূপ অবস্থায় পিপাসা থাকুক কিংবা নাই থাকুক স্পর্শাধিক্যতা, অস্থিরতা এবং তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে।

ডিফ্‌থিরিয়া—এবং শ্বাস নলীর স্ফীতি

(Diphtheria and oedema of glottis)

ডিফ্‌থিরিয়ার—এপিস একটি অতি মহৎ ঔষধ। এই রোগটি অনেক সময় এমন গুপ্তভাবে উপস্থিত হয় এবং বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে রোগী প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারে না, আবার কখন কখন প্রথম হইতেই প্রবল জ্বর হইয়া আরম্ভ হয় এবং রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জ্বরের সহিত তন্দ্রাভাব থাকে এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত অথচ দুর্ব্বল প্রকৃতির হয়। গলার অভ্যন্তর প্রদেশ প্রথমতঃ লাল চক্‌চকে হয়, দেখিলে মনে হয় যেন তালুমূলে এবং তদসংলগ্নস্থান সমূহে লালবর্ণ বার্ণিসের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। উভয় তালুমূলেই পুরু চর্ম্মের ন্যায় কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrance) ক্রমশঃ প্রকাশ পায় কিন্তু এপিসে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্বেই অধিক হয়। জিহ্বা সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া ওঠে। রোগী কোন খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না কিংবা অতি কষ্টের সহিত গলাধঃকরণ করাইয়া দিতে হয়। আলজিহ্বা (uvula) জলপূর্ণবৎ থলীর ন্যায় অবস্থা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় গলদেশ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় শ্বাসনলীর দ্বারের ধার সমূহ (ring of the glottis) জলপূর্ণ সদৃশ স্ফীত এবং রক্তাধিক্য হয় ও তৎকারণ বশতঃ কণ্ঠনালীর (larynx) পথ সঙ্কুচিত হওয়ায় রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয়, এবম্প্রকার অবস্থায় অনেক স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় অথবা কিছুমাত্র গন্ধ থাকে না। অনেক সময় আবার গোলাপী আভাযুক্ত পীড়কা (rash) সর্ব্বশরীরময় প্রকাশ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবার বহির্ভাগ ফুলিয়া বিসর্প সদৃশ হয়। এতদ লক্ষণ সমূহ ডিফ্‌থিরিয়া ব্যতীত শুধু শ্বাসনলীর স্ফীততায়ও (Oedema of the glottis) উপস্থিত হইতে পারে এবং এপিস তাহাতেও নির্ব্বাচিত হয়। ডাক্তার বয়্যান, ভিথ্‌মেয়ার, জার, ক্যালেনবাক্‌, হিউজ প্রভৃতি সকল চিকিৎসকগণই ডিফ্‌থিরিয়া রোগে এপিসকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহার লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার তরল পদার্থ-পূর্ণবৎ স্ফীতি, যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ এবং শীতল জল পানে কিংবা শীতল প্রলেপে উপশম। এপিস নির্ব্বাচনে এই কয়েকটি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আর্সেনিক—ডিফ্‌থিরিয়া ভীষণ আকার ধারণ করিলে যখন গলদেশের

ভিতর এবং বাহির উভয় স্থান অত্যন্ত স্ফাত হয়। কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrance) কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। নাসিকা হইতে তরল এবং ক্ষয়কারক (excoriating) স্রাব বহির্গত হয় এবং গ্রীবাপ্রদেশের অবস্থা ঠিক এপিসের ন্যায় তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ স্ফীত (Oedematous) হয় রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং অস্থিরতা বিশেষতঃ মধ্য রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাব স্বল্প, মল কঠিন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল উদরাময় হয়। এবম্প্রকার লক্ষণে আর্সেনিক নির্ব্বাচিত হয়।

নেট্রাম আর্স—গ্রীবা প্রদেশ ঘোর বেগুনে আভাযুক্ত লালবর্ণ এবং অত্যন্ত স্ফীত হওয়া সত্ত্বেও যদি যন্ত্রণার তেমন প্রবলতা না হয় তাহা হইলে নেট্রাম আর্সের বিষয় চিন্তা করিবে এই অবস্থাতেও আলজিহ্বা (uvula) তরলপদার্থ পূর্ণবৎ স্ফীত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়ায় কৃত্রিম ঝিল্লির স্থান বিশেষে ঔষধ।

ডিফ্‌থিরিয়ার কৃত্রিম ঝিল্লি—দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হইলে ল্যাক্‌ক্যানাইনাম. লাইকোপডিয়াম, সালফার।

" " —বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হইলে ল্যাকেসিস, ল্যাক্‌ক্যানাইনম।

" " —যখন দক্ষিণ পার্শ্বেই থাকে—এপিস, ইগ্নেসিয়া, ল্যাক্‌ক্যানাইনাম, লাইকোপডিয়াম, মার্কিউরিয়াস আইড ফ্ল্যাবাস, ফাইটোলেক্কা রাসটক্স।

" " —যখন বাম পার্শ্বেই থাকে—ব্রোমিয়াম, ক্রোটেলাস ল্যাক্‌ক্যানাইনাম, ল্যাকেসিস, মর্কিউরিয়াস আইড রুবার্।

" " যখন একবার বামপার্শ্বে আবার দক্ষিণ পার্শ্বে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে (alternates sides) ল্যাক্‌ক্যানাইনাম।

" " যখন নাসিকাতেই থাকে—ক্যালিবাইক্রমিকাম, লাইকোপাডিয়াম, মার্কিউরিয়াস সল এবং মার্কিউরিয়াস সাইওনাইড।

ক্যানাইনাম, ল্যাকেসিস, শীতল খাদ্যদ্রব্যে বৃদ্ধি হয়—আর্সেনিক, হেপার, লাইকোপোডিয়াম, স্যাবাডিলা, সালফার।

" " উষ্ণ খাদ্যদ্রব্যে বৃদ্ধি হয়—এপিস, ল্যাকেসিস, ফাইটোলেক্কা।

ক্যালিপারমাঙ্গানেট—এই ঔষধ নিম্নক্রমই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে উচ্চক্রম কদাচিত প্রয়োগ হয়। গ্রীবা প্রদেশের বাহির এবং ভিতর উভয় স্থানই স্ফীত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং নাসিকা হইতে এক প্রকার তরল স্রাব নির্গত হইতে থাকে। দুর্গন্ধতাই হইতেছে ক্যালি-মাঙ্গানেটের বিশেষ বিশেষত্ব।

রোগ অত্যন্ত ভীষণরূপ হইলে ডিফথেরিনাম ২০০ এবং মার্ক-সায়েনাইড ৬ষ্ঠ শক্তির বিষয় চিন্তা করিবে। এই দুইটী ঔষধের malignant membranous diphtheriaর অর্থাৎ রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি অবস্থায় অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ডিফথিরিনাম ২০০ শক্তি প্রতি ৬ ঘণ্টা পর পরও দেওয়া চলিতে পারে কিন্তু ডাক্তার ক্লার্ক প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর দিতে পরামর্শ দেন। মার্ক সায়েনাইড ৬ষ্ঠ শক্তি প্রতি ঘণ্টা ঘণ্টা প্রয়োগ করা উচিত এবং এতদসহ ফাইটোলেকার মূল অরিষ্ট পাঁচ ফোটা এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থান অর্থাৎ গলদেশ স্পঞ্জের তুলি দিয়া পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করিয়া দিবে। দেখা গিয়াছে এই প্রকার ব্যবস্থাতেই অধিকাংশ রোগ আশু উপকার হয়। যদি ইহাতেও শীঘ্র উপকার না দর্শায় এবং রোগ বৃদ্ধি হইতেই থাকে তাহা হইতে ইকিনেসিয়া মূল অরিষ্ট অথবা ১x আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilitis)—তালুমূল প্রদাহে এপিসে বেলেডনার ন্যায় ততোধিক রক্তাধিক্য ও যন্ত্রণা হয় না এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় তালুমূল সংলগ্ন জালবৎ নির্ম্মাণ তন্তুসমূহ প্রদান হয় না। এপিসে তালুমূল উপজিহ্বা ইত্যাদি স্থান সমূহের উপরস্থ চর্ম্ম কেবল তরল দ্রব্যপূর্ণবৎ স্ফীত হয়, দেখিলেই মনে হয় যেন মধুমক্ষিকা দ্বারা হুলবিদ্ধ হইয়াছে এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে, এতদ অবস্থাকে শ্বাসনলীর স্ফীতির (Oedema glottis) সূচনা বলা যাইতে পারে। এপিস এইরূপ অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের রোগ—হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় রোগে আর্সেনিক, এপোসাই-নাম, ডিজিটালিস এবং এস্প্যারেগাস ইত্যাদির সহিত এপিসের বিশেষতঃ শোথ এবং দৌর্ব্বল্যতায় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়।

এপোসাইনাম—নাড়ীর গতি দুর্ব্বল এবং হৃৎস্পন্দ ও অত্যন্ত অনিয়ম প্রকৃতির সামঞ্জস্যহীন অর্থাৎ দুর্ব্বল এবং কখন সতেজ। ইহার সহিত শোথ রোগ বর্ত্তমান থাকে।

এসপ্যারেগ্যাস—বৃদ্ধদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে। নাড়ী দুর্ব্বল এবং বাম স্কন্ধাদি প্রবর্দ্ধন স্থানে (acromion, the projecting process of the scapula) যন্ত্রণা হয়।

ডিজিটালিস—গাত্র ত্বক ফ্যাকাসে রক্তশূন্যবৎ, নাড়ী দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ। সামান্য শারীরিক সঞ্চালনেই নাড়ীর গতি এবং হৃৎকম্পন বৃদ্ধি হয়। ডিজিটালিসে নাড়ীর গতির সামঞ্জস্যতা থাকে না। নাড়ীর গতি ইণ্টারমিটেণ্ট প্রকৃতির হয়।

বক্ষাবরক প্রদাহ (Pleuritis)—বক্ষাবরক প্রদাহ (Pleuritis) হেতু রসোৎপ্রবেশ (exudation) শোষণ করিবার এপিস একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদহেতুই এই প্রকার অবস্থায় এপিসের এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ স্থলে সালফারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই দুইটি ঔষধেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

জানুপ্রদাহ (Synovitis)—এপিসের স্নেহিক ঝিল্লিতে (synovial membrane) যথেষ্ট কার্য্য থাকায় জানুপ্রদাহে এপিসকে এত উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। তীক্ষ্ণ হুলবিদ্ধবৎ (stinging) যন্ত্রণা হয় এবং সামান্য সঞ্চালনেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ব্রাইওনিয়াও এইরূপ স্থলে যথেষ্ট কার্য্য করে কিন্তু ব্রাইওনিয়ার যন্ত্রণা চিড়িক মারা অর্থাৎ সূচীবেধবৎ (stitching pain) এবং যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয় আর এপিসের যন্ত্রণা শীতল প্রলেপে উপশম হয়। এপিস এবং ব্রাইওনিয়ার স্ফীতি দেখিলেই এই উভয় ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করিতে আর কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এপিসের স্ফীতি অনেকটা তরল দ্রব্যে পূর্ণবৎ এবং ফ্যাকাসে।

আইওডিন—এপিসের পর এবং স্ক্রুফিউলাস অর্থাৎ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীদিগকে ইহা ব্যবহারে অনেক সময় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে এপিসের গভীর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বাশয়ে সূচীকা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণাসহ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়। এই প্রকার লক্ষণ বিধবা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক প্রকাশ পায় এবং এপিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত এপিসে ত্রৈমাসিম গর্ভপাতের আশঙ্কা নিবারণ করে। কাজে কাজেই অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ দেওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

রজরোধেও (Amonorrhoœa)—এপিস নির্ব্বাচিত হয়। মাসিক ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু মস্তক অধিক রক্তাধিক্য হয় ও জরায়ু প্রদেশে কোঁথপাড়া (bearing down pain) যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং তদসহিত তৃষ্ণাহীনতা উষ্ণতায় রোগ বৃদ্ধি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। নবযুবতীদিগের রজরোধ হেতু হিষ্টিরিয়া, স্নায়বীকতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এপিস তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

ডিম্বাশয় প্রদাহের (ovaritis)—এপিস একটি অতি উত্তম ঔষধ, বাম অপেক্ষা বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিস বাম ডিম্বাশয়ের যেমন উপযুক্ত ঔষধ, এপিস সেইরূপ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের একটি মহৌষধ। দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহে, কঠিনতায়, স্ফীতিতে এবং শোথে ইহার কার্য্য অত্যন্ত অধিক (Inflamation, induration, swelling and dropsy of the right ovary with sharp, cutting stinging pain)। ডিম্বাশয় প্রদেশের সমুদয় স্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয় এবং তদসহিত জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও ডিম্বাশয়ের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে।

ডিম্বাশয়ের কোষ বিবর্দ্ধনেরও (Ovarian cyst)—এপিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আরম্ভ অবস্থায় এপিস ব্যবহার করিলে cyst আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। জ্বালা হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ব্যতীত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং জানুদেশের নিম্ন ভাগ অসাড় বোধ হয় ও বক্ষঃস্থলে কাশি সহ চাপ চাপ (tightness) ভাব বর্ত্তমান থাকে, ইহা ফুসফুস সংক্রান্ত রোগের কোন লক্ষণ নয় বরং জরায়ু হইতে উদ্ভূত।

চক্ষুরোগ—চক্ষুরোগে এপিসের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বহু asthenopia রোগী অর্থাৎ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। পড়িতে চক্ষু জ্বালা করে, জল পড়ে, চক্ষুর পাতা চুলকায় এবং সময় সময় হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

Staphyloma অর্থাৎ চক্ষু গোলকের বহিঃসরণেরও এপিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। আলো সহ্য হয় না। চক্ষুর শুক্লমণ্ডল (conjunctiva) অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে সঙ্গে সঙ্গে chemotic অর্থাৎ অর্জ্জুন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় (অর্জ্জুন রোগ ইহা এক প্রকার চক্ষু প্রদাহ, ইহাতে কনীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উন্নত পরদা জন্মে) কিন্তু এপিসের এই যে Palpebral conjunctiva-র স্ফীতি বরং রক্তাধিক্যতাবশতঃই অধিক উৎপন্ন হয় রাসটক্সের ন্যায় প্রকৃত অর্জ্জুন রোগ (chemosis) হইতে উৎপন্ন হয় না। চক্ষু পাতার জলপূর্ণবৎ (oedematous swelling) স্ফীতি, অর্জ্জুন রোগ, উষ্ণ জল নিঃসরণ ইত্যাদি বিষয়ে রাসটক্স এবং এপিসে অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু এপিসে পুঁজোৎপত্তির সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না রাসটক্সে ইহা অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং রাসটক্সের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহা ব্যতীত এপিসের যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ, রাসটক্সের টাটানিবৎ, এপিসের রোগের বৃদ্ধি অপরাহ্নে, রাসটক্সের সন্ধ্যার পর। এপিসে চক্ষু পাতার প্রদাহ শীতল জলে উপশম হয়, রাসটক্সে শীতল জলে বৃদ্ধি হয়। যদি অক্ষিপুট প্রদাহে বিসর্প সদৃশ ভাব দেখা যায়—তাহা হইলে প্রদাহ নীল আভাযুক্ত লোহিত বর্ণ হয় এবং স্ফীতি জলপূর্ণবৎ স্বচ্ছ হয়। রাসটক্সের যন্ত্রণার বৃদ্ধির সময় রাত্রিতে বিশেষতঃ প্রথম কিংবা মধ্য রাত্রির পর এবং উত্তাপে উপশম হয়। চক্ষু পাতার বিসর্প সদৃশ স্ফীতিচিহ্ন হইলে তাহা দেখিতে dusky red হয় ঘোর লালবর্ণ হয় না এবং সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডযুগলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় ইহা ব্যতীত রাসটক্সের যন্ত্রণা ছিড়িয়া ফেলা এবং খোঁচিয়া ধরার ন্যায়। যদিও বিসর্পে এপিসের ন্যায় জ্বালা এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় কিন্তু রাসটক্সে অত্যন্ত চুলকায়, এপিসে চুলকায় না এবং রাসটক্সে চক্ষুর পাতা ভার ভার এবং আড়ষ্ট হয়।

আর্সেনিক—চক্ষু হইতে উষ্ণ জল নিঃসরণ, অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং অক্ষিপুটের জলপূর্ণ সদৃশ স্ফীতি ইত্যাদি বিষয়ে এপিসের সহিত আর্সেনিকের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পার্থক্যও অত্যন্ত অধিক—আর্সেনিকের নিঃসরিত

জল এপিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক ক্ষয়কারক (acrid) অক্ষিপুটের স্ফীতি ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এপিসের ন্যায় নীল আভাযুক্ত লাল নয়। অস্থিরতা, উত্তাপে উপশম এবং ১২টার পর বৃদ্ধি ইত্যাদি আর্সেনিকের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

অক্ষিপুটের জলপূর্ণবৎ স্ফীতি, আরক্তিমতা, প্রান্তদ্বয়ের জ্বালা এবং অক্ষিপুটদ্বয়ের সংযোগ (agglutination) চক্ষুর অভ্যন্তর প্রদেশে হঠাৎ ভীষণ চিড়িক মারা যন্ত্রণা, শীতল জলে উপশম এবং প্রথম রাত্রিতে যন্ত্রণার ইত্যাদি হইতেছে এপিসের চক্ষুরোগের প্রধান লক্ষণ।

উদরাময়—মল ঈষৎ সবুজ অথবা পীতাভ, হড় হড়ে, (slimy) শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা পীতবর্ণ জলবৎ তরল এবং যন্ত্রণা শূন্য। ইহা ব্যতীত সময় সময় মলের রং কিছুই থাকে না কেবল সাদা জল। সামান্য সঞ্চালনেই মল নির্গত হয় মনে হয় মলদ্বার যেন আলগা রহিয়াছে (Involuntary, with motion, as though the anus stood open, constant oozing from anus of which the patient is unconscious) সকল সময় অসারে মল নির্গত হইতে থাকে। রোগী নিজেই তাহা টের পায় না অর্থাৎ মলদ্বারের পেশীর মল ধারণের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায়। এই প্রকার অসারে উদরাময়, টাইফয়েড, স্কার্লেটিনা অথবা ক্রমাগত রোগে ভুগিয়া অথবা অধিক উত্তাপ হেতু দুর্ব্বলতায় প্রয়াই প্রকাশ পায়। মাতালদিগের পীড়কা অবরুদ্ধ জনিত উদরাময়েও এপিস উত্তম কার্য্য করে। মলে দুর্গন্ধ থাকে কিংবা থাকেও না। বৃদ্ধি প্রায়ই প্রাতঃকালে হয়। এপিসের উদরাময়ের বিশেষত্বই হইতেছে—অসারে মলত্যাগ, তৃষ্ণা শূন্যতা, উদরে থেঁৎলানবৎ যন্ত্রণা এবং চাপে যন্ত্রণার বৃদ্ধি ও তদসহিত যদি পদদ্বয়ের অথবা জননেন্দ্রিয়ের স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে এপিসকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে। ইহা ব্যতীত রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বল শিশুদিগের উদরাময়েও এপিস উত্তম কার্য্য করে কিন্তু এইরূপ স্থলে মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া চিক্‌কির দিয়া ওঠা, বালিসে মস্তক গোঁজা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

ব্রাইওনিয়া—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ইহাও একটি ঔষধ বটে এবং ইহার উদরাময়ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় কিন্তু ব্রাইওনিয়ার সমুদায় লক্ষণই নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় এবং ইহা একটি ইহার সার্ব্বজনীন লক্ষণ। এপিসে কেবলমাত্র মল দ্বারের অবরোধক পেশীর (sphincter ani) দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নড়াচড়ায় মল নির্গত হইয়া পড়ে। রোগ বৃদ্ধি হইলে প্রস্রাবও স্বল্প হইয়া আইসে—ইহা ব্যতীত এপিসে সঞ্চালনে আর কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটে না।

কলেরা এবং মূত্র নাশ বিকার (uraemia)—কলেরাতে বিশেষতঃ শৈশব কলেরায় এপিসের প্রয়োগ আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই এবং তাহার একটি ইহা উত্তম ঔষধও বটে—অজ্ঞান ভাব ও মধ্যে মধ্যে চিক্‌কির দিয়া ওঠা, পিপাসা শূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ইহা ব্যতীত কলেরার মূত্রনাশ বিকারে ইহাকে অনেকে ক্যান্থারিসের সমকক্ষ ঔষধ বলেন কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে এপিস মূত্র নাশ বিকার অর্থাৎ ইউরিমিয়া আরম্ভের পূর্ব্বে প্রয়োগ হইলে উত্তম কার্য্য করে। কারণ কলেরায় প্রস্রাব বন্ধের প্রথমাবস্থায় এপিস ও পরবর্ত্তী অবস্থায় ক্যান্থারিস—সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্র পথে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ অনেকাংশে ক্যান্থারিসের মতন এবং উভয় ঔষধই এক নয়—যে স্থলে পিপাসা হীনতা সে স্থলে এপিস এবং যে স্থলে অত্যন্ত পিপাসা থাকা সত্ত্বেও জলপানে যন্ত্রণার বৃদ্ধির ভয় হেতু জল পানে অক্ষমতা সে স্থলে ক্যান্থারিস। পুনরায় বলিতেছি মূত্র বন্ধের প্রথম অবস্থায় এপিস ও পরবর্ত্তী অবস্থায় ক্যান্থারিস।

জ্বর।

সময়—অপরাহ্ণ ৩টা এবং ৩।৪টা (৪টার সময় লাইকোপোডিয়াম)।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হঠাৎ বমন হয়।

শীত অবস্থা—শীত অবস্থায় সকল সময় পিপাসা থাকে (ইগ্নেসিয়া,

কার্ব্বভেজ, ক্যাপ্সিকাম)। শীত হঠাৎ বক্ষঃস্থল নিম্নোদর কিংবা জানুদেশ হইতে আরম্ভ হয়। উষ্ণ ঘরে এবং বাহ্যিক উত্তাপে বৃদ্ধি হয় (ইপিকাক।) শীত অবস্থায় আগুনের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না (আগুনের উত্তাপে উপশম হয়—ইগ্নেসিয়া। বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হয়—আর্সেনিক)। সামান্য নড়া চড়ায় শীতভাব বৃদ্ধি হয় (সামান্য সঞ্চালনে অথবা গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীত ভাব বৃদ্ধি হয়—নাক্সভমিকা) বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ হয়। মনে হয় হাঁপ লাগিয়া মারা যাইবে (oppression of chest as though patient would smother)। শীতের প্রবলতা হ্রাস হইয়া গেলেই রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভুত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে আমবাত বহির্গত হয়। শীতের পূর্ব্বে এবং শীত অবস্থা কালীন আমবাত—হেপার। উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম অবস্থায় আমবাত—রাসটক্স্। কেবল উত্তাপ অবস্থায়—ইগ্নেসিয়া)।

দাহ অবস্থা—কদাচিত পিপাসা থাকে। গাত্রত্বক অত্যন্ত উষ্ণ বিশেষতঃ নিম্নোদর, কুক্ষিপ্রদেশ এবং বক্ষঃস্থল অধিক উত্তপ্ত বোধ করে। দাহ অবস্থায় বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত চাপ এবং জ্বলন বোধ করে, মনে হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না ইহাতে এপিসের সমুদায় উপসর্গ ই বৃদ্ধি হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—পিপাসা থাকে না। কখন কখন ঘর্ম্ম একেবারেই প্রকাশ পায় না কিংবা অতি অল্প হয়।

পুরাতন অবস্থায় ঘর্ম্ম প্রায়ই প্রকাশ থাকে না। এপিসের জ্বরের ইহা একটি বিশেষত্ব (This stage is usually wanting, and is characteristic of Apis fever in old protracted cases—Carroll Dunham.

-পুরাতন জ্বরে প্রায়ই পরিষ্কার। তরুণ রোগে জিহ্বা ঈষৎ লাল, শুষ্ক, স্পর্শাধিক্য এবং কিঞ্চিৎ ক্ষতযুক্ত হয়। রোগী জিহ্বা বহির্গত করিতে কিংবা কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। জ্বরের প্রবল অবস্থায় ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া থাকে।

নাড়ী—দুর্ব্বল সরু, সেতারের তারের ন্যায় মীন মীন করে।

টাইফয়েড জ্বর—Celebral Typhoid-এর অর্থাৎ মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হইলে বেলেডনা হাইওসিয়মাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম, এপিস, হেল্লিবোরাস এবং জিঙ্কাম এই কয়টি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের এবং শেষোক্ত তিনটি অনেকটা ধীর প্রকৃতির। ইহা ব্যতীত আমার মনে হয় রোগের প্রথমাবস্থায় প্রথম তিনটী যে প্রকার অধিক নির্ব্বাচিত হয় রোগের চরম অবস্থায় শেষ তিনটি সেইরূপ অধিক প্রয়োগ হয়। কাজে কাজেই ইহাদের নির্ব্বাচনে ভ্রম হইবার অধিক আশঙ্কা দেখি না। এপিসের অবস্থা আমরা প্রথমেই পাই না যখন রোগী তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া মস্তিষ্কের যন্ত্রণা হেতু চিকৃকির দিয়া ওঠে তখনই এপিসকে সকল চিকিৎসকগণ স্মরণ করিয়া থাকেন। বেলেডনা রোগীও এইরূপ থাকিয়া থাকিয়া চিকৃকির দিয়া ওঠে কিন্তু বেলেডনায় রক্তাধিক্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এপিসে থাকে না। এপিসে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহা হইতেছে কম্পন—(general trembling) ডাক্তার ন্যাস ইহাকে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বলেন—এপিসের এই কম্পন সকল সময় লাগিয়া থাকে এবং ভীষণ হয়। এমন কি শরীরের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে কিন্তু ইহা জিঙ্কাম মেটালিকামের ন্যায় রোগের চরম অবস্থায় প্রকাশ পায়। কম্পনের কথা শুনিলে অনেকের জেলসিমিয়ামের বিষয় স্বতঃই মনে উদয় হইবে এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকও বটে কিন্তু জেলসিমিয়ামে রোগের প্রারম্ভ হইতেই কম্পন থাকে অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশ হয় এবং জেলসিমিয়ামে শরীর সঞ্চালন কিংবা হস্তপদ উত্তোলন না করিলে কম্পন হয় না—এপিসে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর হইতে কম্পন প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয় এবং কম্পনের সহিত শরীর সঞ্চালনের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ব্যতীত নিম্নোদর ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে। হস্তের স্পর্শ অথবা চাপ সহ্য হয় না। দুর্গন্ধ রক্তযুক্ত মল অসারে নিঃসরণ হইতে থাকে মলদ্বার যেন আলগা হইয়া রহিয়াছে (phos), অথবা নিম্নোদর খালি হইয়া চুপসিয়া পড়িয়া থাকে, মলমূত্র বন্ধ হইয়া যায়, এই দুই অবস্থায়ই হইতে পারে কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই হউক ভীষণ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে এমন কি রোগী মিউরেটিক এসিডের ন্যায় শয্যায় বালিস হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া আসে এবং গাত্র ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয়

অথবা প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে। এপিস প্রয়োগে যদি শীঘ্র উপকার না দর্শে তাহা হইলে দুই একবার সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মধুমক্ষিকা দ্বারা বিষাক্ত—এপিসে বিষাক্ত হইলে অর্থাৎ মধু-মক্ষিকা দ্বারা হুলবিদ্ধ হইয়া বিষাক্তের লক্ষণ প্রকাশ হইলে সেইরূপ স্থলে কার্ব্বলিক এসিডের বিষয় চিন্তা করিবে। একটি উদাহরণ দিতেছি—কয়েকটি বালক মৌচাক ভাঙ্গিতে গিয়াছে অথবা মৌচা'কে ঢিল মারিতেছিল এমত অবস্থায় মৌমাছির দ্বারা তাহারা ভীষণরূপ আক্রান্ত হয় এবং সকলেই অল্পবিস্তর হুলবিদ্ধ হয়। উহাদের মধ্যে ৪ জনের হয়ত বিশেষ কিছুই যন্ত্রণা হইল না, হুলবিদ্ধ স্থান সমূহ ফুলিয়া উঠিয়া আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনি মিশিয়া গেল কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনের অতি সামান্য হুলবিদ্ধ হওয়া সত্বেও ভীষণ যন্ত্রণা এবং টাটানি হইতে লাগিল। এমন কি ১০ মিনিটের মধ্যে তাহার সমুদায় গাত্র—পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চাকা চাকা আমবাতে ভরিয়া উঠিল। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। বমনের উদ্রেক হইল; জীবনের প্রতি ভয় হইল। ভীষণ অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ৫।৭ মিনিটের মধ্যে রোগীর অবস্থা এত অধিক খারাপ হইল যে, শীঘ্র যদি প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে মারা যাইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ডাক্তার কেণ্ট বলিতেছেন এইরূপ অবস্থায় কার্ব্বলিক এসিড ৩০ মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। I have seen Carbolic Acid administered in that state, and the patient described the sensation of this Carbolic Acid going down his throat as a cooling comfort. He says 'why Dootor, I can feel that dose go to the ends of my fingers অর্থাৎ রোগী কার্ব্বলিক এসিড সেবন করা মাত্রই অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে উপশম বোধ করে, সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই সমুদায় শরীর যন্ত্রণাশূন্য হইয়া আসে। কার্ব্বলিক এসিড এইরূপ স্থলে বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে কিন্তু লেডামকেই অনেক গ্রন্থকার এপিসের বিষঘ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মধুমক্ষিকা দ্বারা হুলবিদ্ধ হইলে এবং তাহাতে বিষাক্ত হইলে কার্ব্বলিক এসিড তাহাতে যে বিশেষরূপে কার্য্য করে তাহা ডাক্তার কেণ্ট লিখিত বর্ণনাতে

সপ্রমাণ হইতেছে কিন্তু অন্যত্র ইহাও দেখা যাইতেছে যে ক্যাম্ফর এবং লক্ষণানুযায়ী বেলেডনা প্রয়োগেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার চিপমেল (Dr. Chepmell) লিখিত একটী ঘটনা নিম্নে দিলাম। তিনি লিখিতেছেন মিষ্টার ডিঃ নামক একজন পিত্তাধিক্য এবং রক্তপ্রধান ধাতু মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক মধুমক্ষিকার কার্য্যকলাপে অত্যন্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন—কি করিয়া পোষণ করিতে হয়, কি প্রকারে তাহাদিগকে পোষ মানাইতে হয় এবং কি প্রকারে আপন ইচ্ছামত তাহাদিগের দ্বারা মধুচক্র রচনা করাইতে হয় তাহার কার্য্য দেখাইবার জন্য তিনি একদিন ডাক্তার চিপমেলকে বলেন—মহাশয় অদ্য মধুমক্ষিকা সমূহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে আপনি কিঞ্চিৎ সাবধানে আসিবেন। প্রবেশ করিতে না করিতেই দেখা গেল একদল মধুমক্ষিকা আসিয়া তাহার (ডাক্তারের) কর্ণের পার্শ্ব দিয়া গুণ গুণ করিয়া চলিয়া গেল। আবার কতক্ষণ পর আর একদল মধুমক্ষিকা আসিয়া মিষ্টার ডিঃ র মুখের সম্মুখে গুণ গুণ করিতে লাগিল কিন্তু তাহারাও কিছুক্ষণ পর আপনা আপনিই চলিয়া গেল বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি তাঁহার কর্ণের নিকট অবিরত গুন গুন করিতে করিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি বিরক্ত হইয়া হস্তের এক ঝাপটা দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কর্ণের নিকট হুলবিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। ভদ্রলোকটি ডাক্তারকে বলিলেন বোধ হয় আমাকে হুলবিদ্ধ করিয়াছে, এখনও সঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তার চিফ্‌মেল বাড়ীতে ফিরিতে না ফিরিতেই লোক আসিয়া সংবাদ দিল আপনি অবিলম্বেই আসিবেন—মিঃ ডিঃ মধুমক্ষিকার দ্বারা হুলবিদ্ধ হইয়া বিষাক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

মিঃ ডিঃ অত্যন্ত ভীত এবং চিন্তিত হইয়া অর্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছেন। সমুদয় শরীর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে মুখমণ্ডল, গ্রীবাদেশ, নিম্নোদর এবং পদদ্বয়। ইহা ব্যতীত সমুদয় গাত্রময় স্কার্লেটিনার ন্যায় লাল লাল ঘামাচি সদৃশ পীড়কা প্রকাশ হইয়াছে। গাত্রত্বক উত্তপ্ত এবং শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টজনক, নাড়ী দ্রুত অথচ দুর্ব্বল। মূত্র স্বল্প এবং যন্ত্রণাযুক্ত। এতদ লক্ষণে ডাক্তার চিপফেল তাহাকে প্রথমে ক্যাম্ফর মূল আরক ২।৩ বার ১৫ মিনিট অন্তর দিয়া তৎপর

বেলেডনা ৩ ক্রম পুনঃ পুনঃ কয়েক মাত্রা দেওয়ায় রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—এপিসের কার্য্য অত্যন্ত ধীরে প্রকাশ পায়। আমি ইহা শোথ, উদরী ইত্যাদি স্থলে তিন দিন ব্যবহার না করিয়া প্রায়ই পরিবর্ত্তন করি না। অধিকাংশ স্থলে ৩০ এবং ২০০ ক্রম ব্যবহার করি। এমন কি স্থান বিশেষে ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতেও দিয়া থাকি।

ডাক্তার মার্সি—নিম্ন ক্রম ৩x, ৬x অধিক পছন্দ করেন। চর্ম্ম রোগে—৬x এবং উর্দ্ধ। মূত্রাশয়ের রোগে ৬ষ্ঠ এবং উর্দ্ধ। (এতদপেক্ষা নিম্ন ক্রম প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন), চক্ষু রোগে উচ্চ ক্রম। উদরী এবং শোথ রোগে প্রস্রাব করাইতে মূল অরিষ্ট অথবা ১x।

একবার একজন রোগীর চক্ষুর চারিপার্শ্ব স্ফীত হইয়া চক্ষু ঢাকিয়া গিয়াছে—ডাক্তার আর, সি, নাগ তাহাকে এপিস ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন, প্রথম ২ দিন কিছুই উপকার হইল না। তাঁহাকে ইহা বলায় তিনি অপেক্ষা করিতে বলিলেন, দেখা গেল তিন দিনের পর ক্রমশঃ স্ফীতি হ্রাস হইয়া গেল এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

অনুপূরক—নেট্রাম মিউর।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—মূত্র যন্ত্রে ক্যান্থারিস এবং টেরিবিন্থিনা। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে—রিউমেক্স। চর্ম্মরোগে—ক্রোটন, রাসটক্স, আর্টিকা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগে—এপোসাইনাম, ব্রাইওনিয়া। সর্ব্ববিষয়ে—আর্সেনিক।

এপিসের পর—আর্সেনিক এবং পালসেটিলা উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রার পর (ল্যাকেসিস)। আবদ্ধ গৃহে, বিশেষতঃ উষ্ণ এবং উত্তপ্ত গৃহ অসহ্য। জলে ভিজিয়া (রাসটক্স) অথচ আক্রান্ত স্থান শীতল জলে ধৌত এবং সিক্ত করিলে উপশম বোধ করে।

রোগের উপশম—মুক্ত বায়ুতে, শীতল জলে এবং শীতল জলে অবগাহনে, গাত্রাচ্ছাদন উন্মোচনে, সোজা হইয়া উপবেশনে।

রোগীর বিবরণ

একটি বালক বয়স ১২ বৎসর। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ৩ সপ্তাহ যাবৎ ভুগিতেছে। আমি গিয়া দেখি রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্নভাব এবং অচৈতন্য, কোন সাড়াশব্দ নাই, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষুর তারা বিস্তারিত এবং প্রতিক্রিয়া শূন্য, আলোতেও কোন প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। মৃতবৎ, শ্রবনেন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত, কোন শব্দ যেন কর্ণে পৌছিতেছে না—এইরূপ অবস্থায় রোগী থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—নিম্নোদর এত ভীষণ চুপ্‌সিয়া গিয়াছে যে, মেরুদণ্ড হস্তে অনুভব করা যায়। দুই সপ্তাহ যাবৎ কোন প্রকার মল ত্যাগ হয় নাই এবং ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এক ফোঁটা প্রস্রাব হয় নাই অর্থাৎ মলমূত্র সমুদায়ই বন্ধ। এইরূপ অবস্থায় কখন কখন সমস্ত দিন কাটিয়াই যাইতেছে কিন্তু মধ্যে এক একবার রোগীর মস্তক আপনা আপনি বালিস হইতে ঝাঁকিয়া উঠিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া পুনরায় মস্তক বালিসে পড়িয়া যাইতেছে। সদা সর্ব্বদা যেন কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছে—জিহ্বায় পক্ষাঘাত এবং আড়ষ্টতা হেতু মুখ ফুটিয়া কথা প্রকাশ হইতেছে না। কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া পুনরায় তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আমি রোগীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া এপিস এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ষ্ট্রেমোনিয়ামের মস্তকের ঝাঁকুনি এবং বিড় বিড় করিয়া বকা, আর এপিসের চীকৃকির করিয়া ওঠা ও মূত্রের অবরোধ, এই দুইটি ঔষধের এই লক্ষণগুলি বিশেষরূপ প্রকাশ থাকায় প্রথমতঃ রোগীকে ষ্ট্রেমোনিয়াম দেওয়া হয় এবং তাহাতে কিছু উপকার হওয়ার পর এপিস প্রয়োগ করা হয়। লক্ষণানুযায়ী এই ঔষধ দুইটি ব্যবহার করায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

এপিসে পেট ফাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে অথবা চুপ্‌সিয়া যায় এই দুই অবস্থাই উল্লেখ রহিয়াছে। এই স্থলে উদর এত অধিক চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল যে, দেখিতে অনেকটা নৌকার খোলের ন্যায় হইয়াছিল, ইহা এপিসের একটি বিশেষ লক্ষণ। এপিস প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইবার সুলক্ষণই হইতেছে প্রস্রাবের প্রাচুর্য্য। এতদ স্থলেও রোগীকে এপিস দেওয়ার পর অন্যান্য লক্ষণ উপশম হওয়ার পূর্ব্বে প্রচুর মূত্র নিঃসরণ হইয়াছিল। (ডাক্তার ন্যাসের লিডারস্ ইন্ টাইফয়েড গ্রন্থ হইতে উপরিউক্ত বিবরণ তুলিয়া দিলাম)।

২। একজন ভদ্রলোক, বয়স ২৮ বৎসর, বিদেশে যাওয়া কালীন মালগাড়ীতে শয়ন করায় ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৮টার সময় ভীষণ কম্প হইয়া জ্বর আইসে, কম্প প্রায় ১ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য এবং মূর্চ্ছাবৎ হইয়া যায়। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত জ্বর হয়, তখনও গাত্রে অধিক উত্তাপ প্রকাশ পায় নাই। নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল অথচ দ্রুত, মিনিটে ১৩০ বার স্পন্দন হইতেছিল। পিপাসা অতি সামান্য, কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং মল অনেকটা উদরাময় সদৃশ্য। কিন্তু রোগী বক্ষঃস্থলে সঙ্কোচন অথবা চাপ চাপ বোধে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল এবং এতদহেতু কাশিরও উদ্রেক হইতেছিল। জিহ্বা যদিও লেপাবৃত ছিল কিন্তু খুব অধিক নয়—ঘর্ম্মও অতি সামান্যই হইয়াছিল। তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৯শে তারিখ জ্বর আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায় কিন্তু কিঞ্চিৎ অস্থিরতা এবং কোমরে যন্ত্রণা রহিয়া যায়। ৩০শে প্রাতঃকাল ৭টার সময় পুনরায় ভীষণ শীত হইয়া জ্বর আইসে, শীত এত ভীষণ হইয়াছিল যে, হস্ত পদ শীতল হিমাঙ্গ অবস্থা, মুখশ্রী কলেরার কোলাপস সদৃশ হয়, নাড়ী লুপ্ত প্রায় সেঁতারের তারের ন্যায়, নাসিকাগ্র শীতল, এতদলক্ষণসহ শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অত্যন্ত অধিকরূপ হইতেছিল এবং তাহাতে রোগী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হইবার জন্য রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু উঠিতে গেলেই কাসির ও বমির উদ্রেক হইতেছিল। এরূপ অবস্থা দেখিয়া শীতের প্রকোপ হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত ভিরেট্রাম একবার ৬ষ্ঠ ক্রম প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা হয়—প্রায় ঘণ্টা খানেক পর শীতের প্রবলতা কমিয়া আসিলে পুনরায় জ্বর অধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং সমস্ত দিবস স্থায়ী হয়, সন্ধ্যার পর পূর্ব্বদিনের ন্যায় সামান্য ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর হ্রাস হইয়া আইসে। জ্বরকালীন কোন ঔষধ না দিয়া জ্বর যখন কিঞ্চিৎ উপশম হয়—অর্থাৎ প্রায় রাত্রি ৯টার সময় একমাত্রা এপিস ২০০ ক্রম তৎক্ষণাৎ সেবন করাইয়া দিয়া আর একমাত্রা ২০০ ক্রম পর দিবস প্রাতের জন্য রাখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

তৎপর দিবস অর্থাৎ ১লা অক্টোবর আর শীত কিংবা জ্বর কিছুই হয় না বাড়ীর সকলে বলিলেন এবার যদি পূর্ব্ববৎ শীত হইয়া জ্বর আইসে তাহা হইলে রোগী আর বাঁচিবে না। সুতরাং এইরূপ স্থলে কুইনাইন না দেওয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইতেছে এবং রোগী নিশ্চিত মারা যাইবে। প্রাতে তৎপূর্ব্ব-

দিনের প্রদত্ত একমাত্রা ২০০ ক্রম এপিস দেওয়া হয় এবং রাত্রির জন্য আর একমাত্রা রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

তৎপরদিন খুব প্রাতেই গেলাম এবং জানিলাম সামান্য শীত হইয়াছিল। প্রত্যহ রাত্রিতে কয়েকদিবস এক একমাত্রা করিয়া এপিস ২০০ ক্রম দিতে বলিয়া দিলাম এবং জানিতে পারিলাম তদবধি আর জ্বর হয় নাই। (ডাক্তার সি, পিয়ার্সন)।

আমরা এই রোগটিতে শীত এবং দাহ উভয় অবস্থাতেই একটি লক্ষণ পরিষ্কার রূপ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—তাহা হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট। বক্ষঃস্থলের কিছু রোগ নাই অথচ জ্বর অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট (Smothering sensation), এক এপিস ব্যতীত এই প্রকার বিশেষ লক্ষণ আর কোন ঔষধে দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত ঘর্ম্মের অভাব ইহাও এপিসের একটি বিশেষ পরিষ্কার লক্ষণ। (Sweat stage is usually wanting and is characteristic of Apis fever in old protracted cases—Carrol Dunhum। ভিরেট্রাম প্রয়োগের কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না যেহেতু ভিরেট্রামের কপালে প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকা উচিৎ। এস্থলে তাহা ছিল না।

ক্যান্থারিস (Cantharis)

ক্যান্থারিস স্পেন দেশীয় এক প্রকার মক্ষিকা ইহাকে Blister Beetle or Spanish Fly বলা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহার দ্বারা শরীরে ফোস্কা উৎপাদন করিয়া থাকেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ফোস্কা আরোগ্য করিয়া থাকেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সর্ব্বদা প্রস্রাবের বেগ, সামান্য সামান্য ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় এবং সময় সময় রক্ত মিশ্রিত থাকে (constant

urging to urinnate,. passing but a few drops at a time, which is mixed with blood) (হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হয় এবং মূত্র নালীতে ভীষণ চুলকায়—পেট্রোসিলিনাম)।

২। প্রস্রাব ত্যাগকালীন মূত্র মার্গে ভীষণ কর্ত্তনবৎ এবং জ্বলন যন্ত্রণা হয় ও সঙ্গে ভীষণ কুন্থন এবং মুত্রকৃচ্ছ্র থাকে (Burning cutting pain in urethar during micturation, violent tenesmus and strangury)।

৩। প্রস্রাবের পূর্ব্বে সময়ে এবং পরে অত্যন্ত ভীষণ কুন্থন এবং মূত্রাধারে অত্যন্ত যন্ত্রণা (Intolerable urging before during and after urination, violent pains in bladder)।

৪। মল —সাদা অথবা ফ্যাকাসে অথবা লাল, অন্ত্রের গাত্রের চাচানি সদৃশ শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্তের রেখা সংযুক্ত (Scrapings from the intestine, with streaks of blood—Carb. Ac. Colchi)।

৫। শরীরের অন্তর এবং বাহির সমুদায় স্থানেই অগ্নিবৎ অত্যন্ত জ্বালা এবং যন্ত্রণা বিশেষতঃ শরীরস্থ ফাঁপা স্থান সমূহে (Hollow organs) অধিক হয়।

৬। বিসর্প (Erysipelas) ফোস্কা যুক্ত এবং যন্ত্রণা দায়ক।

৭। অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি এবং যন্ত্রণাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস।

সাধারণ লক্ষণ

১। নাসিকা, মুখ বিবর, অন্ত্র, লিঙ্গ ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতে রক্তস্রাব।

২। সামান্য জল পানেই মূত্রাধারের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৩। রাত্রিতে রক্তযুক্ত স্বপ্নদোষ।

৪। শ্লেষ্মা চট্‌চটে রজ্জুবৎ লম্বা (কেলিবাই ক্রমিকাম, বভিষ্টা)।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—(Physiological action)

ক্যান্থারিসের ফিজিওলজিকেল কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় Irritating property অর্থাৎ উপদাহ গুণই হইতেছে ইহার সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ এবং ইহা এই ঔষধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। (The irritating property of Cantharis is the foundation stone of the whole proving) প্রদাহের যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ অগ্নিবৎ জ্বলন সদৃশ। এই প্রকার প্রদাহে কোন স্নায়ু আক্রান্ত হইলে সেই স্নায়ূর সমুদায় পথ ব্যাপিয়া অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। ইহাতে সর্ব্ব প্রথম মূত্র যন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং জ্বালা যন্ত্রণা টাটানি উৎপন্ন করে রোগীকে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে হয় এবং প্রস্রাব খোলসা ভাবে পরিষ্কার হয় না।

মূত্র যন্ত্র—(urinary organs)—ক্যান্থারিসের ভৈষজ্য গুণ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মূত্র যন্ত্রেই যেন ইহার সমুদায় কার্য্য সমাবেশ হইয়াছে। ঔষধটীর যাবতীয় কার্য্য যেন মূত্র যন্ত্রের উপর ও মূত্র যন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ। বহু দর্শিতায় এবং পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ক্যান্থারিসে প্রায়ই cystic (মূত্রনালী কিম্বা মূত্র পিণ্ড সম্পর্কীয়) কিংবা renal symptoms বর্ত্তমান থাকে। এতদ লক্ষণ ব্যতীত এই ঔষধ কদাচিৎ নির্ব্বাচিত হয়। মূত্র পিণ্ড (kidney) প্রদেশে একটা dull এবং passive যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে; আবার সময়ে সময়ে মূত্রপিণ্ড হইতে ভীষণ কর্ত্তনবৎ এবং জ্বলন যুক্ত যন্ত্রণা উভয় মূত্রনালী দিয়া মূত্রাধারে বিস্তারিত হয়। মূত্রপিণ্ড এত অধিক স্পর্শাধিক হয় যে হস্তের চাপ দেওয়া যায় না ও প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা এবং বেগ হইতে থাকে কিন্তু প্রস্রাব পরিষ্কার সহজ ও খোলসা ভাবে হয় না। ইহাই হইতেছে ক্যান্থরিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। অনেক সময় আবার এবম্প্রকার কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা রেতোরজ্জু (spermatic cord) দিয়া অণ্ডকোষ এবং পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় ও তৎ সহিত অণ্ডকোষদ্বয় টানিয়া ধরা যন্ত্রণা হইতে থাকে। (ইহা ব্যতীত পুরুষাঙ্গের মুণ্ডও বেদনা যুক্ত হয়। তদকারণ শিশু মধ্যে মধ্যে লিঙ্গত্বক কিংবা লিঙ্গ হস্ত দ্বারা টানিতে থাকে। শিশুদিগেতে এই প্রকার লক্ষণে সচরাচর ক্যান্থারিসই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগেতে মার্কিউরিয়াস সল ব্যবহার হয়)। আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথিকে এমন আর দ্বিতীয় একটী

ঔষধ নাই যাহার মূত্র যন্ত্রে এত ভীষণ প্রদাহ উৎপন্ন হয়। Dr. H. N. Guernsey says—It is a singular fact thought known to most practitioners that, if there be frequen micturation attended, with burning, cuttiug pain or if not so frequent and the cutting burning pain attends the flow, Cantharis is almost always the remedy for whatever other suffering there may be, even in inflammation of the brain or lungs ডাক্তার গারন্‌সি বলিতেছেন যে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগের সহিত কর্ত্তনবৎ জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে ক্যান্থারিস তাহার একটী অতি উপযুক্ত ঔষধ, ইহা সকল চিকিৎসকই জানেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরও বলিতেছেন যে ফুস্‌ফুসের কিংবা গলদেশের কিংবা মস্তিষ্ক অর্থাৎ যে কোন স্থানের প্রদাহ কিংবা রোগ হউক তৎ সহিত উল্লিখিত মূত্রযন্ত্রের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও ক্যান্থারিসকেই তাহার একমাত্র ঔষধ জানিবে।

Dr. Jahr says (1) Violent pain in the bladder with frequent urging to urinate with intolerable tenesmus,

ডাক্তার জার বলিতেছেন পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ এবং অসহ্য কুন্থনের সহিত মূত্রাশয়ে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

(2) Violent burning cutting pains in the neck of the bladder.

মূত্রাশয়ের গ্রীবা প্রদেশে ভীষণ জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

(3) Before, during and after urinating fearful cutting pains in the urethra.

প্রস্রাবের পূর্ব্বে—সময়ে এবং পরে, মূত্রনালীতে ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়।

(4) Constant urging to urinate, urine passed drop by drop with extreme pain.

সর্ব্বদা প্রস্রাবের ইচ্ছা লাগিয়া থাকে এবং ভীষণ যন্ত্রণা সহ ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়।

(5) Urine scalds him, it is passed drop by drop.— মূত্র ফোঁটা ফোঁটা মাত্রায় নির্গত হয় এবং স্থান যেন ঝলসিয়া যায়। মনে হয় যেন উষ্ণ কোন তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হইতেছে, প্রতি ২।৩ মিনিট অন্তর প্রস্রাবের অসহ্য কুন্থন উপস্থিত হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে, মূত্র অত্যন্ত লাল এবং সময়ে সময়ে রক্ত মিশ্রিত ও হয়। এতদ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে যে ক্যান্থারিসের কার্য্য মূত্র যন্ত্রের উপর অত্যন্ত গভীর এবং মনে হয় যেন সমুদায় লক্ষণই মূত্রমণ্ডলীতে (urinary system) কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সেই হেতু ডাক্তার—গারন্সি যে কোন রোগেই প্রস্রাবের উল্লিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। ডাক্তার ন্যাস সাহেব তাহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিতেছেন "একটী স্ত্রীলোক ব্রঙ্কাইটিসে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছেন—শ্লেষ্মা অত্যন্ত প্রচুর এবং চটচটে আঠার ন্যায় ছিল, মুখ হইতে সহজে ছাড়িত না টানিলে দড়ির ন্যায় লম্বা হইত। এতদ লক্ষণে ক্যালিবাইক্রম, হাইড্রাসটিস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, রোগ তাহাতে উপশম না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই চলিতে থাকে। ডাক্তার ন্যাস এমতাবস্থায় নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে করিতে লাগিলেন, বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে পুনঃপুনঃ উল্লিখিতরূপ প্রস্রাবের বেগ এবং মূত্র ত্যাগকালীন যন্ত্রণা হয়; ডাক্তার ন্যাস আর দ্বিধা না করিয়া ইহার উপর (প্রস্রাবের পুনঃপুনঃ নিষ্ফল চেষ্টা) সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ক্যান্থারিস প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই সমুদায় রোগের উপশম হয় ও রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

প্রমেহ—তরুণ প্রমেহ রোগে ক্যান্থারিস একটি প্রচলিত ঔষধ; কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত ভীষণরূপ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। ক্যান্থারিসে জ্বালা ব্যতীত লিঙ্গোচ্ছ্বাসও অত্যন্ত অধিকরূপ হয়। প্রমেহ রোগে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা পূঁজ এবং রক্ত মিশ্রিত। পিচকারী দ্বারা স্রাব অবরুদ্ধ (suppress) হইলেই ক্যান্থারিস ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশ আক্রান্ত হয়।

প্রমেহ—কিংবা অন্য যে কোন রোগই হউক ক্যান্থারিসে কখনই প্রস্রাব সরল হয় না, ফোঁটা ফোঁটা অথবা অল্প অল্প হয়—এবং তৎ সহিত ভীষণ

কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা ও জ্বলন বর্ত্তমান থাকে। ক্যান্থারিসের প্রমেহ রোগে প্রদাহ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

প্রমেহ রোগের সমগুণ ঔষধ—

ক্যানাবিস স্যাটাইভা—প্রমেহ রোগে ক্যান্থারিসের সহিত ক্যানাবিসের অনেক বিষয় সাদৃশ রহিয়াছে। ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহাতেও মূত্রপথ হইতে পীতবর্ণ পূঁজ স্রাব হয় এবং প্রস্রাবকালীন অত্যন্ত জ্বালা হয় কিন্তু ক্যানাবিস স্যাটাইভা স্রাব পাতলা হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আমার মনে হয়, ক্যানাবিসে জ্বালা এবং টাটানি অধিক থাকে। ক্যান্থারিসে কুন্থন (urging) এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা (cutting pain) অধিক থাকে; এতদ্ব্যতীত ক্যানাবিস স্যাটাইভায় লিঙ্গমুণ্ড গভীর লাল বর্ণ হয় ও ঈষৎ ফুলিয়া ওঠে এবং সময় সময় লিঙ্গত্বক স্ফীত হইয়া মুদার আশঙ্কা হয়। লিঙ্গোচ্ছাস ও (chordee) অল্প বিস্তর বর্ত্তমান থাকে। ক্যান্থারিসে মূত্র ত্যাগের বেগ পুনঃ পুনঃ হয় এবং লিঙ্গোচ্ছাস অত্যন্ত প্রবল থাকে ও যন্ত্রণাযুক্ত। ক্যানাবিস স্যাটাইভার কিডনী প্রদেশ হইতে কুচকি পর্য্যন্ত টানিয়া ধরা যন্ত্রণা ও তৎসহিত বমনভাব বর্ত্তমান থাকে। কুন্থনের প্রবলতা এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ ক্যান্থারিসে যত অধিক বর্ত্তমান থাকে ক্যানাবিস স্যাটাইভা অথবা অন্য কোন ঔষধে ততোধিক থাকে না। কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক ক্যানাবিস স্যাটাইভাকে তরুণ প্রমেহ রোগে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

পেট্রোসিলিনিয়াম—পুরাতন প্রমেহ রোগে ইহা উত্তম কার্য্য করে। পুনঃ পুনঃ হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হয়, বেগ হইলে আর প্রস্রাব রোধ করিতে পারে না তখন তখনই প্রস্রাব করিতে হইবে নতুবা কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। প্রমেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় অনেক সময় এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এতদসহ মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকিলে পেট্রোসিলিনিয়াম ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ক্যানাবিস, ক্যান্থারিস এবং মার্কিউরিয়াস এই সমুদায় ঔষধেও উক্ত প্রকার হঠাৎ মূত্রের বেগ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু পেট্রোসিলিনিয়ামেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ থাকে এবং এতদ বিষয়ের ইহা একটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা—প্রস্রাবে শ্লেষ্মা (mucous) থাকে। পূঁজ থাকে না। প্রস্রাব fits and starts অর্থাৎ থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয় অথবা রোগীকে প্রস্রাব করিবার সময় অনেক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়, প্রস্রাব আসিতে বিলম্ব হয়। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর—কয়েক ফোঁটা মূত্র অত্যন্ত জ্বালা এবং যন্ত্রণার সহিত বহির্গত হইয়া তৎপর পরিস্কার যন্ত্রণাশূন্য প্রচুর প্রস্রাব নির্গত হয়। প্রমেহ রোগের প্রথম অবস্থায় প্রদাহ হইয়া মূত্রনালীর সঙ্কোচন হইবার আশঙ্কা হইলে ক্লিমেটিস ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ stricture এর প্রথম অবস্থায় ক্লিমেটিস উত্তম কার্য্য করে।

কোনায়াম—মূত্রপথ এবং মূত্রাধারের রোগে প্রস্রাবে পূঁজ দেখা দিলে ইহা প্রয়োগ হয়। অন্যান্য বিষয়ে ইহা অনেকটা ক্লিমের্টিসের ন্যায় ইহাতেও প্রস্রাব থামিয়া থামিয়া (by fits and starts) হয় এবং প্রস্রাবের পর—মূত্র প্রণালীতে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। উপবেশন অবস্থাপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রস্রাব অধিক সরল এবং সহজ হয়।

ডোরিফোরা—অল্প বয়স্ক বালকদিগের মূত্রপথ প্রদাহের একটী উত্তম ঔষধ। কোন প্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনাবশতঃ এই প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়। হাইওসিয়ামাসও এই প্রকার অবস্থার একটী ঔষধ।

ক্যাপসিকাম—ইহা স্থূলকায়—এবং অলস প্রকৃতি লোকের প্রমেহ রোগের উপযুক্ত ঔষধ। স্রাব ঘন পীতবর্ণ। রোগীর প্রস্রাবের দ্বারে এবং প্রস্রাবপথে চিন চিন স্যূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ করে।

কোপেবা—মূত্রাধারের গ্রীবা-প্রদেশে এবং মূত্রপথে জ্বালা হয়। প্রস্রাব দুগ্ধের ন্যায় সাদা এবং ক্ষতকারক (acrid) মূত্রদ্বার প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং টাটায় মনে হয় যেন ক্ষত হইয়াছে।

কিউবেব—মূত্রত্যাগের পর কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং স্রাব অনেকটা দেখিতে শ্লেষ্মা (mucous) সদৃশ। কোপেবা এবং কিউবেবে ক্যান্থারিসের ন্যায় তত জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। ইহার নিম্নক্রম ও মূল অরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ।

থুজা—একাধিকবার যাহাদিগের প্রমেহ রোগ হইয়াছে এবং যাহাদিগের প্রমেহ রোগ লাগিয়াই রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। সময় সময় প্রস্রাবের ইচ্ছা এবং বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। যদি কুন্থন

সত্বেও প্রস্রাব কিছুই না হয় তাহা হইলে মুখপথ অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। প্রমেহ স্রাব সবুজ এবং পাতলা লিঙ্গে কিংবা মলদ্বারে আঁচিল প্রকাশ পায়। রাত্রিতে অত্যন্ত লিঙ্গোদ্রেক হয় এমন কি যন্ত্রণায় রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না। ক্যান্থারিসেও প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় বটে কিন্তু ক্যান্থারিসে লিঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রস্রাব রোধ হয়, থুজায় প্রস্রাব রোধ হয় না। সচরাচর পুরাতন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ gleet অবস্থায় থুজা অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থায় প্রস্রাবে অধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না কিন্তু অল্প অল্প স্রাব প্রায় সর্ব্বদাই যেন লাগিয়াই থাকে। লিঙ্গে আঁচিল প্রকাশ পাইলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পালসেটিলা—ঘন পীতবর্ণ কিংবা পীতাভ সবুজ পূঁজ নিসৃত হয়। জ্বালা যন্ত্রণা অধিক থাকে না। প্রমেহ স্রাব অবরুদ্ধ হেতু অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং স্ফীত হইলেই ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকম—ইহা ক্যান্থারিসের পর সচরাচর ব্যবহার হয়। মূত্রপথ যন্ত্রণা যুক্ত এবং স্ফীত হয়, ইহার স্রাবাও অত্যন্ত প্রচুর এবং পীতবর্ণ পূঁজ সদৃশ।

মার্কিউরিয়াস সল এবং কর—স্রাব রাত্রিতে অধিক বৃদ্ধি হয়। স্রাব সবুজ আভাযুক্ত এবং প্রচুর। মার্ককরেও ক্যান্থারিসের ন্যায় অত্যন্ত কুন্থন জ্বলন আছে ও মূত্রদ্বার (meatus urinaris) অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। লিঙ্গমুণ্ডে কিংবা লিঙ্গের গাত্রে ক্ষত থাকিলে মার্কসলকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমি প্রমেহ রোগে যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই মার্কসল ব্যবহার করিয়া থাকি। মার্ককর রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় ব্যবহার হয়।

চিমাফিলা—পাথরি রোগজনিত প্রস্রাব ঘোলা হইলে ইহা ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। মূত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশ হইতে মূত্রপথের শেষ অবধি টাটানি যন্ত্রণা হয়। চিমাফিলার মূত্র দুগ্ধের ন্যায় বর্ণও হয়। কাজে কাজেই chyluria তে ইহা অধিকরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার মূলঅরিষ্ট অধিক ফলপ্রদ।

মূত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশের জ্বালা যন্ত্রণার (Irritation of the neck of the bladder) **সমগুণ ঔষধসমূহ।**

ইরিজারণ—প্রস্রাব রক্তযুক্ত।

পালসেটিলা—প্রস্রাবের পর কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। বিটপ প্রদেশ (pubes) বেদনা এবং চাপ চাপ বোধ করে।

ফেরামফস—যতই দাঁড়াইয়া থাকা যায় ততই রোগের লক্ষনসমূহ বৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রস্রাবের পর উপশম হয়।

ক্যাপ্সিকাম—মূত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশ কামড়ায় এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্কোচন হয়।

ডিজিটালিস—শয়ানাবস্থায় উপশম বোধ করে। এই প্রকার অবস্থায় মূত্রাধারের গ্রীবাপ্রদেশের চাপ অনেকটা হ্রাস হয়।

মূত্রশিলা এবং মূত্রপিত্তশূল—(Urinary calculas and Renal Colic)—ক্যান্থারিস মূত্রশিলা রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ যখন অত্যন্ত ভীষণ হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে মূত্রশিলার যন্ত্রণা উপশম হয় শুনিলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন এবং বলেন ইহা অসম্ভব যেহেতু প্রস্রাবনালী সরু একটী নল বিশেষ এবং শিলা সচরাচর নল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এইরূপ অবস্থায় যন্ত্রণা অবশ্যাম্ভাবী এবং যন্ত্রণা ব্যতিরেকে শিলা কখনই বহির্গত হইতে পারে না এই প্রকার ধারণা ভ্রম বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। কারণ দেখিতে পাইতেছি নির্ব্বাচিত ঔষধে স্থানীয় যন্ত্রণা উপশম করিয়া মূত্রশিলার পথ অনেকটা সরল করিয়া দেয়। এই স্থলেও প্রস্রাবের পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা হয় এবং অত্যন্ত কুন্থন থাকে। শিশুদিগের মূত্র রেণুরও (gravel) ক্যান্থারিস একটি উত্তম ঔষধ। এইরূপস্থলে শিশু পুনঃ পুনঃ লিঙ্গ মুণ্ডের চর্ম্ম হস্তদ্বারা টানিতে থাকে। যন্ত্রণা যে অত্যন্ত অধিক হয় তাহা মনে হয় না যেন একটা irritation অর্থাৎ চিনচিনানি লাগিয়া থাকে।

মূত্রপিণ্ড শূল—(Renal Colic) মূত্রশূলের ক্যান্থারিসকে যদিও একটি বৃহৎ ঔষধ বলিতে পারা যায় না কিন্তু ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে।

লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা হয় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হয় যেন মূত্রদ্বার ঝলসিয়া যাইতে চাহে। সময় সময় প্রস্রাবের সহিত রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হয়। প্রস্রাবে শ্লেষ্মার তলানি (mucous sediment) পড়ে এবং যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপথ দিয়া মূত্রাশয়ে বিস্তারিত হয়।

মূত্রপিণ্ডশূলের সমগুণ ঔষধসমূহ।

লাইকোপোডিয়াম—দক্ষিণ পার্শ্বের মূত্রশূলের ইহা একটী উত্তম ঔষধ। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয় অথচ প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। মূত্রে লাল বালুকাকণা তলানি পড়ে। প্রত্যেক বার মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ মূত্রপিণ্ড প্রদেশে যন্ত্রণা হয়।

ইপোমিয়া নিল—উভয় kidneyতে (মূত্রপিণ্ডে) অত্যন্ত কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা স্ব স্ব প্রস্রাব প্রণালীদ্বয়ে বিস্তারিত হয়। অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার বিশেষত্ব যে যন্ত্রণাকালীন বমনোদ্রেক হয়।

হাইড্রেনজিয়া—মূত্ররেণু অথবা মূত্রশিলাজনিত অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণায়, ইহা ব্যবহারে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়।

সার্সা প্যারিলা—শিশুদের পাথরি রোগের একটী উপযুক্ত ঔষধ। মূত্রত্যাগের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ মূত্রত্যাগ শেষ হইবার কালীন যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মূত্রের সহিত শ্বেত বালুকা কণা বর্ত্তমান থাকে (লাল বালুকাকণার লাইকোপোডিয়াম) প্রস্রাব করিলে সাদা বালুকাকণা দেখিতে পাওয়া যায়।

ওসিমাম—মূত্রশূল যন্ত্রণার (Renal Colic) সহিত প্রচুর রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রস্রাবে প্যারেরিয়া ব্রেভার ন্যায় লোহিত ইষ্টকচূর্ণ যে কেবল বর্ত্তমান থাকে তাহা নয় প্রচুর রক্তও মিশ্রিত থাকে। দক্ষিণ দিকের কিডনীতে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায়।

টেরিবিন্থিনা—ক্যান্থারিসের ন্যায় কিডনীতে ইহার গভীর কার্য্য রহিয়াছে কিন্তু টেরিবিন্থিনায় মূত্র সর্ব্বদা রক্তমিশ্রিত জনিত ধোঁয়ার (smoky)

ন্যায়,—ইহা মূত্রপিণ্ডের রক্তাধিক্যবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার জিহ্বা চকচকে লালবর্ণ এবং মূত্রে রক্ত মিশ্রিত থাকে।

কচ্‌লিয়েরিয়া এরমোরেলিয়া—ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। লিঙ্গমুণ্ডে (glans penis) প্রস্রাবকালীন এবং প্রস্রাবের পর অত্যন্ত জ্বলন এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ (strangury) উপস্থিত হয় প্রস্রাব কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে জমিয়া জেলির ন্যায় গাঢ় হয়।

উভাউর্সি—প্রস্রাব অত্যন্ত জলনযুক্ত এবং প্রস্রাবকালীন মূত্রমার্গ যেন ঝলসিয়া যায়। প্রস্রাব করিতে হঠাৎ আটকাইয়া যায় মনে হয় মূত্রশিলা যেন মূত্রদ্বারের মুখে আসিয়া রহিয়াছে। প্রস্রাব শ্লেষ্মা এবং রক্ত মিশ্রিত হেতু রজ্জুবৎ লম্বা হয়। এই ঔষধ cystic wall এর প্রদাহ অনেকটা উপশম করিয়া মূত্র শিলা নির্গমনের সাহায্য করে।

প্যারিরা ব্রেভা—মূত্ররেণু (gravel) এবং মূত্রশিলায় ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রত্যাগকালীন রোগী হামাগুড়ি দিয়া প্রস্রাব করিতে ওঠে। অত্যন্ত অধিক কুন্থন হয়, প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা ভাবে নির্গত হয়। যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড (Kidney) হইতে উরুদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত এমন কি পদদ্বয় অবধি বিস্তারিত হয়। প্রস্রাবের সহিত প্রচুর uric acid এবং রক্ত কণা মিশ্রিত থাকে।

বার্ব্বেরিস ভালগারিস—মূত্রপিণ্ডের রোগে এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ভীষণ সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মূত্রপিণ্ড হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বিশেষতঃ সমুদায় নিম্নোদর যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। কোমরে ও উরুদেশেও যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাব যখন নির্গত হয় প্যারিরা ব্রেভা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক আঠা আঠা (slimy) থাকে এবং প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে পীতবর্ণ ঘোলা ঘোলা তলানী নীচে পড়ে। প্যারেরা ব্রেভার যন্ত্রণা উরুদেশে নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, আর বার্ব্বেরিসের যন্ত্রণা জঙ্ঘা ও কটিদেশে লাগিয়া থাকে নিম্নে বিস্তারিত হয় না। বার্ব্বেরিস বামদিকের মূত্রশিলা যন্ত্রণায় অধিক ব্যবহার হয় এবং দক্ষিণদিকের লাইকোপডিয়ম। মূত্রপিণ্ডবস্তি কোটরে অথবা মূত্র প্রণালীতে প্রস্তর অবস্থিত হইলে বার্ব্বেরিস তাহাতে অতি উত্তম কার্য্য করে। ইহা সচরাচর অত্যন্ত নিম্নক্রম অথবা মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়। মূত্রশিলায় ইহা একটী প্রচলিত এবং ফলপ্রদ ঔষধ।

মূত্রপিণ্ড প্রদাহ—(nephritis) ক্যান্থারিসকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় কিন্তু রক্তাধিক্য অবস্থার সহিত চর্ম্মনির্ম্মোচন (desquamation) বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস উত্তম কার্য্য করে সেই হেতুই ডাক্তার ডিকিনসন ক্যান্থারিসের মূত্রপিণ্ড প্রদাহের সহিত tube caste থাকা প্রয়োজন বলেন। মূত্রপিণ্ড প্রদাহের যে প্রকার অবস্থাই হউক, ক্যান্থারিস নির্ব্বাচন করিতে হইলে মূত্রকৃচ্ছ, পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ এবং কুন্থন ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিবে।

এপিস—চক্ষু পাতার স্ফীতি ও তদসহ হস্তপদে শোথের লক্ষণ থাকিলে—এবং প্রারম্ভ অবস্থায় প্রস্রাব স্বল্প যন্ত্রণাযুক্ত এবং পুনঃ পুনঃ হইলে ইহাকে অনেকে উচ্চ স্থান প্রদান করেন। ইহার পিপাসা হীনতা ও ঠাণ্ডায় উপশম ইত্যাদি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

অর্সেনিক—প্রস্রাব এলবিউমেন এবং টিউব caste যুক্ত। মুখ মণ্ডলের অথবা সর্ব্বাঙ্গীন স্ফীতি, শীতল জলের পুন পুনঃ তৃষ্ণা এবং অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান প্রয়োজন। প্রস্রাব স্বল্প হয় অথচ যন্ত্রণা থাকে না।

মার্কিউরিয়াস কর—অন্তঃসত্বাবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে।

বার্ব্বেরিস—মূত্রপিণ্ড প্রদেশে জ্বালা ও টাটানি যন্ত্রণা হয়। প্রস্রাবের সহিত জেলির ন্যায় স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে এবং প্রস্রাবের পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। প্রস্রাব প্রচুর এলিবিউমেন যুক্ত।

রক্তপ্রস্রাব (Haematuria) মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ ব্যতীত রক্ত প্রস্রাবেও (Haematuria) ক্যান্থারিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং এতদ স্থানেও রক্ত প্রস্রাবের সহিত পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং ফোঁটা ফোঁটা ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত প্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে। নতুবা ক্যান্থারিস কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। রক্ত প্রস্রাব ব্যতীত শরীরের অন্যান্য রন্ধ্র প্রদেশ হইতেও রক্তস্রাব হয় কিন্তু প্রস্রাবের উক্ত লক্ষণ ব্যতিরেকে ইহা নির্ব্বাচিত হয় না।

টেরিবিন্থিনা—প্রস্রাবের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। প্রস্রাব ঘোলা

অথবা লালবর্ণ দেখায়। প্রস্রাবের পাত্রে কফি গুড়ার ন্যায় তলানি পড়ে। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক থাকে না।

মেলিফোলিয়াম—বাম মূত্রপিণ্ডে যন্ত্রণা হইয়া রক্ত প্রস্রাব হয়। মূত্র পাত্রে কিছুক্ষণ প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে রক্ত জমিয়া কেকের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। মেলিফোলিয়াম রোগী সাধারণতঃ রক্তস্রাব প্রবণ ধাতুবিশিষ্ট।

মূত্রাশয় প্রদাহ—(cystitis) তরুণ মূত্রাশয় প্রদাহে (acute cystitis) সকল ঔষধ অপেক্ষা ক্যান্থারিসই অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু ক্যানাবিসের সহিত এতদ বিষয়ে এই ঔষধের এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে অনেক সময় ইহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ডাক্তার ক্রেন্‌সলার (Dr. Krensler) বলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্যানাবিস প্রয়োগে যদি কোন উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্যান্থারিসে মূত্রাশয়ে ভীষণ যন্ত্রণা এবং উষ্ণতা বর্ত্তমান থাকে।

মস্তিষ্ক প্রদাহ এবং জলাতঙ্ক রোগ—(Inflammation of brain and Hydrophobia)—ক্যান্থারিসে যে প্রকার বিধানতন্তুর উপর কার্য্য করতঃ প্রদাহ উৎপাদন করে সেই প্রকার ইহা মস্তিষ্কেতেও উত্তেজনাও উৎপাদন করে এতদহেতু এক এক সময় রোগীর ভীষণ অবস্থা উপস্থিত হয়। ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়, কাপড়, ছিঁড়িয়া ফেলে, নিকটস্থ লোকজনকে কামড়াইতে যায় এবং কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। ইহা ব্যতীত সামান্য স্পর্শে কিংবা কোন উজ্জ্বল বস্তু যেমন আর্শি জল ইত্যাদি দর্শনে এই সমুদায় লক্ষণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এতদ কারণবশতঃ জলাতঙ্ক রোগে ক্যান্থারিসের সময় সময় প্রয়োগ দেখা যায়।

সূতিকাক্ষেপ এবং মস্তিষ্কের প্রদাহেও ক্যান্থারিস উত্তম কার্য্য করে, এমত অবস্থায় চক্ষুর উজ্জ্বলতা অস্বাভাবিক রূপ বৃদ্ধি হয়, চক্ষুর তারকার বিস্তৃতি ঘটে এবং মুখমণ্ডল পাংশুটে কিংবা পীতাভ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেখিলে মনে হয় রোগী কোন প্রকার গভীর যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে। এই লক্ষণ সমূহে অনেকটা মস্তিষ্ক কিংবা মস্তিষ্ক ঝিল্লির প্রদাহের পরিচয় প্রদান করে; এতদ বিষয়ে বেলেডনার সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, বেলেডনার রোগীও জল অথবা উজ্জ্বল দ্রব্য দেখিলেই ভীত ত্রস্ত হয়, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

ক্যান্থারিস এবং বেলেডনা এই দুইটি ঔষধের বিভিন্নতা রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলেই ঘুচিয়া যায়। বেলেডনায় মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য লালবর্ণ এবং ধমনীদ্বয় দপদপানি যন্ত্রণাযুক্ত আর ক্যান্থারিসের মুখমণ্ডল পাংশুটে, পীতাভ এবং কুঞ্চিত ইহা ব্যতীত রোগীর ভাবভঙ্গী সর্ব্বদাই ভ্রূকুটিপূর্ণ এবং গভীর যন্ত্রণাব্যঞ্জক কিন্তু এতদ লক্ষণ সমূহের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্ত্তমান থাকা উচিত, কারণ ইহাই হইতেছে ক্যান্থারিসের সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ক্যাম্ফর, আর্সেনিক এবং ক্যান্থারিস এই তিনটি ঔষধে রোগের ভীষণতা এবং জীবনীশক্তির অবসন্নতা—রোগীর মুখমণ্ডলের যন্ত্রণাসূচক ভাবে, উদ্বিগ্নতা এবং অস্থিরতায় প্রকাশ পায়। কাজে কাজেই উক্ত তিনটী ঔষধকে এই বিষয়ে সম গুণ সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। আর্সেনিকের ভীষণ প্রদাহ, অদম্য পিপাসা, ভয়ানক অস্থিরতা, তীব্র জ্বলন, গভীর অন্তর্দাহ এবং মূত্রবিকার যদিও ক্যান্থারিসে অনেকটা বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু আর্সেনিকে ক্যান্থারিসের লিঙ্গ সংক্রান্ত উত্তেজনা বিশেষ কিছুই প্রকাশ থাকে না বরং মূত্রবিকারজনিত প্রলাপ থাকে এবং প্রলাপে রোগী আত্মহত্যা, মৃত্যুভয় ইত্যাদি বকে। ইহা ব্যতীত অস্থিরতার সহিত মাঝে মাঝে আচ্ছন্নতা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

ক্যাম্ফরের সহিত ক্যান্থারিসের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ক্যাম্ফরের ন্যায় হিমাঙ্গ শীতলতা ক্যান্থারিসে থাকে না কাজে কাজেই ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ডিফথিরিয়া (Diphtheria) এবং গলদেশের সঙ্কোচন—(constriction of throat)—চর্ম্মের উপর ক্যান্থারিসের যে প্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় অনেকটা সেই প্রকার কার্য্য, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরেও উৎপন্ন হয় কাজে কাজেই ডিফ্থিরিয়ার ন্যায় গলদেশের প্রদাহে ক্যান্থারিস ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপ স্থানে গলদেশের প্রদাহের সহিত ভীষণ জ্বলন, কাঁচা কাঁচা ভাব (Raw feeling) এবং সঙ্কোচন বর্ত্তমান থাকে। সঙ্কোচন এত অধিক হয় যে জলপান করিতে শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং এমন কি—জলপানে মূত্রাধারেরও কষ্টবৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে এরূপ মনে হয় যে জল দৃশ্যে কিংবা জলের শব্দ শ্রবণে sphincter muscle অর্থাৎ সঙ্কোচকে পেশীর যেন সঙ্কোচন উপ-

স্থিত হয়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ গলদেশের সঙ্কোচন ও ডিপথিরিয়া রোগের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারিস উত্তম কার্য্য করে।

বেলেডনা—ইহাতেও ক্যান্থারিসের ন্যায় গলদেশে সঙ্কোচন হয় এবং তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে সঙ্কোচনে ও গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত প্রদাহ হয় কিন্তু বেলেডনায় ক্যান্থারিসের ন্যায় অগ্নিবৎ জ্বলন অথবা ফোস্কা বর্ত্তমান থাকে না। এতদবিষয়ে ক্যান্থারিসের সহিত মার্কিউরিয়াস কর, আর্সেনিক, অরম ট্রিফিলিনাম এবং ক্যাপ্সিকামের সাদৃশ দেখা যায়।

মার্কিউরিয়াস কর—ইহাতে জিহ্বা অত্যন্ত অধিকরূপ স্ফীত হয় কিন্তু মার্কিউরিয়াসে ক্যান্থারিসের ন্যায় ফোস্কা হয় না বরং ক্ষত হয় এবং ক্ষত গভীর হয়।

অরম ট্রিফিলিনাম—মুখের কোণ এবং জিহ্বা চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং রোগী অনবরত ক্ষতস্থান খুঁটিতে থাকে। সর্দ্দি এবং মুখ হইতে নিঃসৃত লালা স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়।

ক্যাপ্সিকাম—জ্বালা যন্ত্রণা লঙ্কা বাটার ন্যায়। গলদেশ এবং মুখগহ্বর স্ফীত এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, ইহা ব্যতীত গলদেশের সঙ্কোচনও (constriction) বর্ত্তমান থাকে এবং ক্ষত প্রকাশ পায়। ক্ষতগুলি চ্যাপ্টা প্রকৃতির হয়।

আমাশায় (Dysentery)—আমাশায় রোগে ক্যান্থারিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মল সাদা অথবা ফ্যাকাসে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাবৎ অন্ত্রের চাচনি সদৃশ (white or pale reddish mucous stool like scrapings of the intestine bloody and skiny)। ক্যান্থারিসের এই প্রকার মল একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ইহার উপরই ঔষধ নির্ব্বাচন অধিকরূপ নির্ভর করে। কুন্থন সকল অবস্থাতেই লাগিয়া থাকে এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার জ্বালা করে। উদরে যন্ত্রণা অনেকটা শূল বেদনার ন্যায়। প্রস্রাবে জ্বালা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ত্যাগের বৃথা চেষ্টা এবং ভীষণ মূত্রকৃচ্ছ্রতা বর্ত্তমান থাকে। আমাশায় ক্যান্থারিস নির্ব্বাচনকালীন অন্ত্রের চাচানি সদৃশ মল এবং মূত্রত্যাগের পুনঃ পুনঃ বৃথা চেষ্টা ও জ্বালা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আমাশায়ের সমগুণ ঔষধসমূহ

কলোসিন্থ—কালোসিন্থের মলের সহিত ক্যান্থারিসের কিঞ্চিৎ সাদৃশ থাকিলেও কিন্তু কালোসিন্থের শূল বেদনা জোরে চাপিয়া ধরিলে এবং উপুড় হইলে উপশম হয় এতদ্ব্যতীত কালোসিন্থের শূল বেদনা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং সম্পূর্ণ স্নায়ুশূল প্রকৃতির (neuralgic)। কালোসিন্থের মলত্যাগের পর যন্ত্রণা অনেকটা হ্রাস হয়। ক্যান্থারিসে হয় না।

কলচিকম্—নিম্নোদর ফাঁপিয়া ওঠে। মল জেলির ন্যায় থোবা থোবা পড়ে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় রোগী উপুর হইয়া পড়ে। মলত্যাগকালীন এবং মল ত্যাগান্তে অত্যন্ত কুন্থন হয় কিন্তু কুন্থনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে।

ক্যাপ্সিকাম—হৃষ্টপুষ্ট থলথলে শরীরযুক্ত অলস লোকের প্রতি এবং স্যাঁৎসেঁতে অথবা আর্দ্র স্থানে বাসহেতু কিংবা তদকারণ হইতে আমাশা হইলে উত্তম কার্য্য করে। যন্ত্রণা এবং অন্যান্য লক্ষণসমূহ সামান্য শীতল অথবা উষ্ণ বায়ুর ঝাপ্টা লাগিলেই বৃদ্ধি হয় ইহা ব্যতীত জলপানে কম্প এবং যন্ত্রণা উৎপত্তি হয়। ক্যাপ্সিকামেও ক্যান্থারিসের ন্যায় মূত্রাশয়ের কুন্থন এবং মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ থাকিলেও কিন্তু ক্যান্থারিসে জলপানে কম্পন এবং মলত্যাগান্তে কটিদেশে খেঁচিয়া ধরা যন্ত্রণা থাকে না।

সালফার—পুরাতন আমাশয়ে কিংবা রোগী আরোগ্য হইয়াও যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না অথবা যখন নাক্সভমিকার ন্যায় কুন্থন লাগিয়াই রহিয়াছে অথবা রক্ত ও কুন্থন আরোগ্য হইয়াও শ্লেষ্মাযুক্ত মলত্যাগ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সালফার ব্যবহার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। মলদ্বার হাজিয়া লালবর্ণ হয়।

ক্যালিবাইক্রমিকাম—ইহারও মল অনেকটা ক্যান্থারিসের ন্যায় কিন্তু মল অধিক শ্লেষ্মাযুক্ত জেলির ন্যায় এবং চট্‌চটে টানিলে দড়ির মত লম্বা হয়। ক্যান্থারিসের অন্ত্রের চাচানি সদৃশ মল হ্রাস হওয়ার পর জেলির ন্যায় মল দেখা দিলে ক্যালিবাইক্রমিকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ইহা ব্যতীত ক্যান্থারিসের পর ক্যালিবাইক্রমিকাম আমাশয়ে উত্তম কার্য্য করে।

পুং জননেন্দ্রিয় এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস—(chordee)—ক্যান্থারিসের কামলিপ্সা ভয়ানক প্রবল, সঙ্গম ইচ্ছার জন্য উন্মাদবৎ অবস্থা হয় সকল সময় যেন কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উন্মুক্ত হইয়া থাকে। লিঙ্গোদ্রেক ভয়ানক এবং পুনঃ পুনঃ হয়, এমন কি সহবাসের পরও লিঙ্গোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ হ্রাস হয় না, অনেক সময় স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় রোগী অসংযত চরিত্র হইয়া পড়ে। লিঙ্গোচ্ছ্বাস অধিক হইলে এবং তদসহিত spinal disease অর্থাৎ মেরুদণ্ডের রোগ কিছুই না থাকিলে ক্যান্থারিসকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

পিকরিক এসিড—ইহাতেও লিঙ্গোদ্রেক অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্যান্থারিস অপেক্ষা পিকরিক এসিডের লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত অধিক কিন্তু পিকরিক এসিডের লিঙ্গোচ্ছ্বাসের সহিত প্রায়ই মেরুদণ্ডের রোগ (spinal disease) বর্ত্তমান থাকে, ক্যান্থারিসে থাকে না। লিঙ্গ উত্তেজনা হইয়া এত অধিক শক্ত এবং স্ফীত হয়, মনে হয় যেন ফাটিয়া যাইবে এবং সকল সময় কামলিপ্সা লাগিয়া থাকে।

কেলিব্রোম—প্রমেহ রোগ ব্যতীত লিঙ্গোচ্ছ্বাস অত্যন্ত অধিক হইলে এবং সাধারণ প্রচলিত ঔষধে যদি হ্রাস না হয় তাহা হইলে কেলিব্রোম ৩x প্রত্যহ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার করিয়া সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসব যন্ত্রণা এবং আবদ্ধ ফুল—(Labor and Retained Placenta)—প্রসব যন্ত্রণার এবং সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ফুলের ছিন্ন অংশ ও গর্ভস্রাবের পর ভ্রূণের অংশ যদি কিছু থাকিয়া যায় তাহা নিষ্কাষণ করিতে ক্যান্থারিসের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়।

বিসর্প—(Erysipelas)—ক্যান্থারিস নারাঙ্গার একটি উত্তম ঔষধ বিশেষতঃ জলপূর্ণ ফোস্কাযুক্ত নারাঙ্গায় ইহা উত্তম কার্য্য করে। ফোস্কা শূন্য কিংবা ফোস্কাযুক্ত বিসর্প প্রদাহ প্রথমতঃ নাসিকায় প্রকাশ পাইয়া তথা হইতে ক্রমশঃ গণ্ড স্থলে বিস্তারিত হইতে থাকে তৎপর ফোস্কা ফাটিয়া ক্ষয়কারক (acrid) স্রাব নির্গত হয় এবং স্থান হাজিয়া যায়। ক্যান্থারিসের বিসর্প অত্যন্ত জ্বলনযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবেরও কষ্ট সময় সময় বর্ত্তমান থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—ইহাতেও বিসর্প প্রদাহ ক্যান্থারিসের ন্যায় প্রথমতঃ নাসিকায় প্রকাশ পায়, কিন্তু গ্র্যাফাইটিস পুরাতন অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে। বিসর্গ রোগে ক্যান্থারিসের সহিত এপিসের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়—এপিসের প্রস্রাবেও জ্বালা যন্ত্রণা হয় কিন্তু ক্যান্থারিসের যন্ত্রণা ভীষণ। এপিস এবং ক্যান্থারিসের ফোস্কা দেখিতে এক প্রকার হইলেও—এপিসের স্ফীতি তরল দ্রব্য পূর্ণবৎ অর্থাৎ oedematious আর ক্যান্থারিসের Blistering, এপিসের যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ, ক্যান্থারিসের অগ্নিবৎ। আর্সেনিকেরও অগ্নিবৎ, কিন্তু আর্সেনিকে অত্যন্ত জলতৃষ্ণা থাকে।

অগ্নিদাহ (Burn)—অগ্নিদগ্ধের ক্যান্থারিস একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন স্থান পুড়িবামাত্র, এই ঔষধের বাহ্যিক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, ফোস্কা প্রকাশ হয় না এবং জ্বালা ও দাহ অতি সত্বর নিবারিত হয়। দগ্ধ স্থান তুলা, লিণ্ট কিংবা নেকড়ায় ক্যান্থারিসের বাহ্যিক অমিশ্র আরকে (১০ ফোঁটায় এক পোয়া পরিষ্কার জল) সিক্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে ৬ষ্ঠ ক্রম ক্যান্থারিস ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর আভ্যন্তরিক সেবন করিতে দিবে। কিন্তু কোন স্থান অগ্নিতে পুড়িয়া পুঁজযুক্ত ক্ষত হইলে, সে স্থলে ক্যান্থারিসের পরিবর্ত্তে ক্যালেণ্ডুলা অমিশ্র আরক অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া উচিৎ। অগ্নিদগ্ধ ব্যতীত নৌকায় দাঁড় টানিয়া কিংবা ঘর্ষণাদিতে কিংবা শক্ত জুতার দরুণ ফোস্কা হইবার উপক্রম হইলে, ক্যান্থারিস উপরোক্ত প্রকারে জলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ফোস্কা ওঠা এবং জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (Burns before blisters form and when they have formed. If the skin be unbroken, apply an alcoholic solution of any potency and cover with cotton, this will promptly relieve pain and often prevent vesication. If skin be broken use in boiled or distilled water and in each case give potency internally—Dr. Allen)।

মূত্ররোধ—(Retention of Urine)—কলেরার মূত্ররোধে ক্যান্থারিস একটী অতি মহৎ ঔষধ। এপিস লিখিবার কালীন ইহার পরিচয় কিঞ্চিৎ

দেওয়া হইয়াছে। ক্যান্থারিসের মুখপাতে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই ঔষধটীর (ক্যান্থারিসের) সমস্ত ক্রিয়াই যেন প্রস্রাব যন্ত্রের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কলেরায় মূত্র জনিত ইউরিমিয়া হইয়া যখন মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তখন ক্যান্থারিস ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। মস্তকে যন্ত্রণা হয়, জ্ঞান ঠিক থাকে না প্রলাপ বকে; রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পলাইতে চায়, অত্যন্ত পিপাসা বোধ করে কিন্তু জলপানে কষ্ট বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় জলপান করিতে চায় না। সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা এবং পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ অথচ কিছুই হয় না, যদি বা দুই এক ফোঁটা হয় তাহাও অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক। থাকিয়া থাকিয়া রোগী ঝাকিয়া উঠে, অস্থির, মুখের চেহারা অত্যন্ত মলিন এবং ভীতি ব্যঞ্জক। নাড়ী দুর্ব্বল, মৃদু এবং সর্ব্বদা জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

ইউরিমিয়ায় ক্যান্থারিস এবং বেলেডোনার পার্থক্য— (urimia) ইউরিমিয়া অর্থাৎ মূত্রনাশ বিকারে ক্যান্থারিসের সহিত মস্তিষ্ক লক্ষণে বেলেডোনার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তাহাদিগের প্রভেদও যথেষ্ট রহিয়াছে। বেলেডোনার চক্ষু সর্ব্বদাই অর্দ্ধনিমীলিত, ক্যান্থারিসের দৃষ্টি ফ্যালফেলে। বেলেডোনায় cerebrum আক্রান্ত হয় এবং সেই হেতু মুখ ও চক্ষু রক্তাধিক্য হয়। আর ক্যান্থারিসে cerebellum আক্রান্ত হয় এবং সেই হেতু মুখ এবং চক্ষু রক্তাধিক্য হয় না। বেলেডোনার নাড়ী দ্রুত ও শক্ত, চর্ম্ম উত্তপ্ত, শুষ্ক। ক্যান্থারিসে নাড়ী দুর্ব্বল ও মৃদু, চর্ম্ম হিমাঙ্গ। বেলেডোনায় নিদ্রালুতার সহিত নিদ্রাহীনতা। ক্যান্থারিসের উদ্বেগ ও অস্থিরতার সহিত নিদ্রাহীনতা। বেলেডোনার রোগীর প্রস্রাব হয় ও অসাড়ে হয়। ক্যান্থারিসের রোগী প্রস্রাবের নিষ্ফল চেষ্টা করে প্রস্রাব হয় না। বেলেডোনার রোগী অত্যন্ত জলপান করে। কান্থারিসের রোগী পিপাসা থাকা সত্ত্বেও জল পানে ভয় পায়। উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত উভয় ঔষধেরই স্ব স্ব অনেক লক্ষণই রহিয়াছে। যাহার দ্বারা এই উভয় ঔষধের পার্থক্য নিরুপণ করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হওয়া উচিৎ নয়।

প্রয়োগবিধি

ডাল্লিইউসন—নিম্নক্রম ৬x, ৬,৩০ অধিক ব্যবহার হয়। ২০০ শক্তি ও সময় সময় ব্যবহার হয়। ইহা অধিক গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ নয়, পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সমগুণ ঔষধ—এপিস, আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস, ইকুইজিটাম।

রোগীর বিবরণ

সার্কিউলার রোড়ে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী দেখিতেছি এমন সময় পার্শ্বের বাটীতে অত্যন্ত কোলাহলের শব্দ শোনা গেল, অনুসন্ধান করায় জানিতে পারিলাম যে একটী বালিকার হস্তে উত্তপ্ত দুগ্ধ পড়িয়া স্থানটী ঝলসিয়া গিয়াছে। আমার ঔষধের বাক্স সে সময় আমার গাড়ীতেই ছিল। ক্যান্থারিস বাহ্যিক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়া তাহাতে ভিজাইয়া বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এই ভাবে বাঁধিয়া কান্থারিসের উক্ত প্রকার লোসনে সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিতে বলিলাম। তৎপর দিবস খুলিয়া দেখা গেল, স্থানটি ঠিক স্বাভাবিক অবস্থাতেই রহিয়াছে। একটীও ফোস্কা পড়ে নাই।

২। একটী রোগীর পদদ্বয় ফসফরাসে দগ্ধ হয়। আমার যাইবার পূর্ব্বেই একটী পদে অলিভ অয়েল (Olive oil) চুণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি আর ইহা খুলিতে চেষ্টা না করিয়া আর একটী পায়ে ক্যান্থারিসের বাহ্যিক লোসন দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া রাখিতে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। যে পায়ে ক্যান্থারিস লাগান হইয়াছিল তাহা অতি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া গেল আর যে পায়ে অলিভ অয়েল দেওয়া হইয়াছিল তাহা ক্ষত হইয়া পুঁজযুক্ত হয় এবং প্রায় ২ মাস পর আরোগ্য হয়।

৩। একজন মৌলবী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক, কপালের বামপার্শ্বে ফোস্কার ন্যায় কতকগুলি ফুস্কুড়ি হইয়াছে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে। হার্পিস (Herpes) বলিয়াই আমার বোধ হইল। আমার নিকট চিকিৎসার্থ আসিবার

পূর্ব্বে আর একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট হইতে রসটক্স সেবন করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার উপকার না হওয়ায় আমার নিকট জনৈক ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসেন। আমি তাহাকে প্রথম দিন এপিস ৩০ ক্রম প্রত্যহ তিনবার করিয়া ৬ মাত্রা সেবন করিতে ব্যবস্থা দিলাম তাহাতে রোগের উপশম না হইয়া বরং জালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম রোগীর প্রস্রাবেরও কষ্ট হইতেছে। সরলভাবে প্রস্রাব হইতেছে না। এতদলক্ষণে ক্যান্থারিস উচ্চক্রম প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করিতে এবং উক্ত ঔষধের বাহ্যিক আরক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে ব্যবস্থা দিলাম। ২ মাত্রা ঔষধের সেবন করার পর এবং বাহ্যিক ঔষধ লাগাইবার পর হইতেই জালা যন্ত্রণা উপশম হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

নাইট্রিক এসিড (Nitric Acid)

সমুদয় এসিডের মধ্যে নাইট্রিক এসিডকে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ক্ষয়কারক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা কিরূপ মারাত্মক সে বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। যে স্থান ইহা স্পর্শ করে সে স্থান ক্ষত করিয়া দেয়, এমন কি চর্ম্মকে ভেদ করিয়া ফেলে। এই ঔষধের এই প্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই অর্ব্বুদ, টিউমার, উপমাংস ইত্যাদি নষ্ট করিবার জন্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (mucous membrane) উপর, বিশেষতঃ চর্ম্ম এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংযোগ স্থান (where the skin and mucous membrane join) যেমন-যোনিদ্বার, মলদ্বার, ওষ্ঠদ্বয়

ইত্যাদি যোগাযোগ স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং চর্ম্ম একত্র সংযোগ হইয়াছে, এইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিডের কার্য্য অত্যন্ত অধিক। এতদস্থান সমূহ চিরিয়া যায় এবং ক্ষত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি এবং যাহারা পুরাতন রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া সহজেই ঠাণ্ডায় এবং উদরাময়ে আক্রান্ত হয় তাহাদিগের নাইট্রিক এসিড অধিক উপযুক্ত।

২। যন্ত্রণা খোঁচা এবং কাঁচের কুচি বিদ্ধবৎ (sticking, pricking as from splinters) সময় সময় হঠাৎ বৃদ্ধি হয় আবার হঠাৎ হ্রাস হয়। আক্রান্ত অথবা ক্ষতযুক্ত স্থানে, অর্শরোগে, গলদেশে কাঁচের কুচি সদৃশ যন্ত্রণা হয় এবং সামান্য স্পর্শেই বৃদ্ধি হয়।

৩। ক্ষত—রক্তস্রাব প্রবণ, কাঁচের কুচি বিদ্ধবৎ খচ্‌খচ্‌ যন্ত্রণাযুক্ত। ক্ষতের ধার ছিন্ন অসমান, কাঁচা মাংসবৎ দেখিতে, প্রচুর দানাযুক্ত এবং সামান্য স্পর্শেই রক্ত বহির্গত হয়।

৪। শরীরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং চর্ম্মের সংযোগ স্থল, ওষ্ঠদ্বয় যোনি দ্বার, মূত্রদ্বার, মলদ্বার, নাসারন্ধ্র ইত্যাদি স্থান অধিক আক্রান্ত হয়। (Affects especially the mucous outlets of the body where the skin and mucous membrane join,)

প্রস্রাব—স্বল্প, ঘোর কটাবর্ণ এবং অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত অশ্বের মূত্রের ন্যায়।

৬। মলদ্বারের বিদারণ—মলত্যাগকালীন ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তরল মলত্যাগান্তেও ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

৭। উদরাময় এবং আমাশয় ভীষণ কুন্থনযুক্ত অথচ মলত্যাগ অধিক হয় না (great straining but little passes) মলদ্বার যেন চির খাইয়া ফাটিয়া যায়। (rectum or anus were torn or fissured—Nat. M,) নরম মলত্যাগেও ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয় (রেটেনিয়া, সালফার)।

৮। রক্তস্রাব—প্রচুর, উজ্জ্বল অথবা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ।

৯। স্রাব তরল, দুর্গন্ধিযুক্ত, ক্ষয়কারক, কৃষ্ণবর্ণ অথবা অপরিষ্কার পীতাভ সবুজ। স্রাবের স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়। অধিক পূঁজ থাকে না।

১০। উপদংশ পারদ ইত্যাদি হেতু ধাতু বিকৃতি (cachexia) এবং নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের উত্তম ঔষধ।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী সর্ব্বদা নিজের রোগের বিষয় চিন্তিত, বিমর্ষ বিষাদগ্রস্থ।

২। খিট্‌খিটে, এক গুঁয়ে, কাজ করিতে অনিচ্ছুক।

৩। কর্ণ বধিরতা—গাড়ী কিংবা রেল আরোহণে উপশম অথচ গাড়ীর ঘড় ঘড়ানি শব্দ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

৪। নাসারন্ধ্রে ক্ষত—প্রত্যহ প্রাতে সবুজ শ্লেষ্মার চাপ নির্গত হয়।

৫। কোন কিছু চর্ব্বণ কালে কর্ণ মধ্যে কড় কড় শব্দ হয় (গ্র্যাফাইটিস)

নাইট্রিক এসিড রোগী সাধারণতঃ লম্বা এবং কৃশ। মেজাজের কিছু ঠিক নাই, অত্যন্ত খিটখিটে, বদমেজাজী এক গুঁয়ে, বিমর্ষ এবং উৎসাহহীন। মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই; নিরাশ্রয়, ভগ্ন হৃদয়; চেহারা দেখিলে মনে

হয় কোন গভীর যাতনায় ভুগিতেছে। সকল সময় মৃত্যু কামনা করে অথচ মৃত্যুকে ভয় পায়। জিহ্বার মধ্যস্থলে লম্বালম্বি চির খাইয়া যেন বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা আপনার রোগের বিষয় চিন্তান্বিত।

নাইট্রিক এসিড রোগী অত্যধিক উত্তাপ অথবা অত্যধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, কাজে কাজেই শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়েতেই শরীর খারাপ বোধ করে। নাতিশীতোষ্ণ ঋতুই অধিক পছন্দ হয়। শীতল বায়ু অত্যন্ত ভয় পায়; উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, আবার অধিকক্ষণ উষ্ণ বস্ত্রে থাকিতে পারে না অস্থির হইয়া পড়ে, বক্ষঃস্থলে চাপ চাপ বোধ করে এবং বক্ষঃস্থলের স্পন্দন হয়, (Palpitation) হয়। রোগী সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। দিন দিন শরীর শীর্ণ কৃশ হইয়া আইসে। এতদলক্ষণের সহিত যদি পারদ কিংবা উপদংশ রোগের সংশ্রব থাকে তাহা হইলে নাইট্রিক এসিডকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দিবে।

পুরাতন রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া যাহাদের শরীর অতি অল্পতেই সর্দ্দি এবং উদরাময় প্রবণ হয় তাহাদিগের এবং যাহাদিগের শরীর পারদের অপব্যবহার কিংবা উপদংশ হেতু ভগ্ন হইয়াছে তাহাদিগের নাইট্রিক এসিড অতি উপযুক্ত ঔষধ।

মুখ ক্ষত (stomacace)—মুখ গহ্বরের ক্ষতের নাইট্রিক এসিড একটী অতি উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ পারার অপব্যবহার হেতু হইলে ইহা আরও অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখের ঘায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত অধিকরূপ আক্রান্ত হয়। ওষ্ঠের চারিপার্শ্বে ফোস্কার ন্যায় ভীষণ ক্ষত হয় এবং প্রচুর লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। ক্ষতের সহিত প্রচুর লালা নিঃসৃত দেখিলে আমরা অনেকেই মার্কিউরিয়াস সলের কথা মনে করি, কারণ মার্কিউরিয়াস সলেরও ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু নাইট্রিক এসিডের লালা ক্ষয়কারক (corrosive) আর মার্কিউরিয়াসের ক্ষয়কারক নয় (non-corrosive) ইহাই হইতেছে প্রভেদ।

লালাস্রাব (Ptyalism)—নাইট্রিক এসিডের লালা এত অধিক ক্ষয় কারক যে ইহা যে স্থানকে স্পর্শ করে, সে স্থান হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। এতদ

কারণ বশতঃই নাইট্রিক এসিডে মুখের ঘা হইতে নিঃসৃত লালা স্পর্শে ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থান অত্যন্ত ক্ষত হয় এবং হাজিয়া যায়। নাইট্রিক এসিডের নিঃসৃত স্রাব তরল ক্ষতকারক ও দুর্গন্ধযুক্ত। (Thin, Corrosive and offensive)। স্রাব যদি তরল না হইয়া পুঁজ সদৃশ হয় তাহা হইলে তাহা দেখিতে অপরিষ্কার, পীত এবং সবুজ আভাযুক্ত হয় কিংবা রক্তিমাভাযুক্ত হয়; ইহাই হইতেছে নাইট্রিক এসিডের স্রাবের বিশেষত্ব।

ক্ষত (Ulcer)—নাইট্রিক এসিড যে প্রকার ক্ষতে প্রয়োগ হয় তাহার বিশেষত্ব আছে। ক্ষতের মধ্যস্থল কাঁচা মাংসের ন্যায় লালবর্ণ, ধারগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া (Irregular) দেখিলে মনে হয় যেন সায়ের ধারগুলি খাইয়া যাইতেছে এবং ক্ষত ক্রমশঃই গভীর হইতে থাকে। মার্কিউরিয়াসের ক্ষত গভীর না হইয়া বরং উপরে উপরে বিস্তারিত হইতে থাকে, দেখিতে চ্যাপ্টা আকৃতি হয় (Superficial flat ulcer) ইহা ব্যতীত নাইট্রিক এসিডের ক্ষত প্রচুর অতিরিক্ত দানা দানা মাংসাঙ্কুরে (Profuse exuberant granulation) পূর্ণ এবং দানাগুলি অত্যন্ত রক্তস্রাব প্রবণ (easily bleeding) সামান্য স্পর্শতেই এমন কি ধৌত কিম্বা পরিষ্কার করিতেই রক্ত নিঃসৃত হয়। যন্ত্রণারও বিশেষত্ব রহিয়াছে—যন্ত্রণা খোঁচা বিদ্ধবৎ যেন আক্রান্ত স্থানে খোঁচা বিঁধিতেছে এই প্রকার খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণার সহিত জ্বালা যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে এবং শীতল জলে ঘায়ের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ পারদের অপব্যবহারের পর উপদংশ ক্ষতেই অধিক হয় এবং উপদংশ ক্ষতের ইহা একটী অতিমূল্যবান ঔষধ। ইহা ব্যতীত স্ক্রফিউলা (sorofula) জাতীয় ঘায়ে ক্যালকেরিয়ার পর ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রস্রাব—দুর্গন্ধতা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ-সকল প্রকার স্রাব—মলমূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয়ই অত্যন্ত দুর্গন্ধ। প্রস্রাব স্বল্প এবং ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত। অশ্বের প্রস্রাবের ন্যায় তীব্র গন্ধ। সম্ভবতঃ hippuric Acid এর বর্ত্তমানতার দরুণ ঐরূপ হইয়া থাকে। বেঞ্জয়িক এসিডের (Benzoic acid) প্রস্রাবেও ঐ প্রকারের তীব্র গন্ধ আছে কিন্তু বেঞ্জোয়িক এসিডের গন্ধ নাইট্রিক এসিড অপেক্ষাও অধিক তীব্র। একবার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে আর ভুলিতে

পারা যায় না। ইহা ব্যতীত নাইট্রিক এসিডের প্রস্রাবে অনেক সময় অণ্ড লালময় পদার্থ (Albumen) বর্ত্তমান থাকে।

শ্বেতপ্রদর—স্রাব কটা বর্ণ ক্ষয়কারক, দুর্গন্ধ তরল, জলবৎ কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত রজ্জুবৎ লম্বা (Stringy) স্থান হইতে ছাড়িতে চায় না, টানিলে লম্বা হইয়া যায়। স্রাব কাপড়ে লাগিলে স্থান কটা বর্ণ হইয়া যায় এবং স্রাবে যোনি পথ হাজিয়া যায়, সামান্য স্পর্শতেই রক্ত বহির্গত হয়। পুরাতন শ্বেত প্রদরে নাইট্রিক এসিড অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ডাক্তার মার্সি chachectic স্ত্রীলোকে পুরাতন শ্বেত প্রদরে ইহাকে অতি উচ্চস্থান দেন।

উদরাময়—নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ সাধারণ উদরাময়ে বিশেষ দেখা যায় না কিন্তু শিশুদিগের সবুজ মলযুক্ত উদরাময়ে বিশেষতঃ পারদ অপব্যবহারে দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাইট্রিক এসিডের মল সবুজ শ্লেষ্মা যুক্ত, অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং মলত্যাগ কালীন মার্কিউরিয়াস সলের ন্যায় অত্যন্ত কুন্থন থাকে ও মল ত্যাগান্তে ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় মলদ্বার ছিড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছে এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এই লক্ষণটি নাইট্রিক এসিডের বিশেষ পরিচায়ক। সকল সময় মলদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা না হইতে পারে কিন্তু মলদ্বার হাজিয়া ঘা হইয়া যায় (সালফার)। মার্কিউরিয়াস সলের সহিত অনেক বিষয়ে ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও যথেষ্ট আছে। মার্কিউরিয়াস সল কেবল আমাশয় রোগে কুন্থন ও যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা মলত্যাগ কালীন ও মলত্যাগান্তে বর্ত্তমান থাকে আর নাইট্রিক এসিডে আমাশা ব্যতীত অন্য অবস্থায়ও কুন্থন ও যন্ত্রণা হয়, কিন্তু যন্ত্রণা মলত্যাগের পরই অত্যন্ত ভীষণ হয় (রেটিনিয়া, সালফার)।

আমাশয়—নাইট্রিক এসিড আমাশয়ে ব্যবহার হইলেও প্রথম অবস্থায় প্রায় ইহা প্রয়োগ হয় না। টাইফয়েড ভাবাপন্ন আমাশয়ে ইহা উত্তম কার্য্য করে। মল শ্লেষ্মাযুক্ত সবুজ এবং রক্ত মিশ্রিত। সাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মলে ইহা বিশেষ উপকার করে না। রক্তযুক্ত থাকা চাই।

বিদারণ (Fissures)—মলদ্বার বিদারণের (Fissures) নাইট্রিক

এসিড একটী উত্তম ঔষধ। মল শক্ত হউক কিংবা তরলই হউক মল ত্যাগের পর ভীষণ কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। (এলুউমেন, র‍্যাটেনিয়া)।

অর্শ রোগ—রক্তস্রাবী অর্শরোগেই নাইট্রিক এসিড সদাসর্ব্বদা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অর্শের বলি প্রত্যেক মলত্যাগের পর বহির্গত হইয়া পড়ে এবং রক্তস্রাব হইতে থাকে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং তরল, চাপ চাপ (clot) যুক্ত নয়। মল ত্যাগান্তে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, যন্ত্রণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং মল তরল হইলে যন্ত্রণার উপশম না হইয়া বরং অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

সর্দ্দি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাইট্রিক এসিডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে, কাজে কাজেই ইহা সর্দ্দির ও (Coryza) একটী উত্তম ঔষধ। বিশেষতঃ কোন প্রকার দূষিত রোগ যেমন স্কার্লেটিনা (Scarlatina) ডিফ্থিরিয়া ইত্যাদি সহ হইলে আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃ কালে নাসিকা হইতে চাপযুক্ত সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়।

ডিফ্থিরিয়া—Nasal Diphtheria অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের ডিপথিরিয়ায় নাইট্রিক এসিড একটী উত্তম ঔষধ। নাসিকাস্রাব জলবৎ তরল, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং ক্ষয়কারক। যেস্থানে স্পর্শ লাগে সে স্থান হাজিয় যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাবও হয়। নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশে শ্বেতবর্ণ শ্লেষ্মার সমাবেশ (white deposit) হয় এবং এতদ অবস্থার সহিত একটী অত্যন্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে, ইন্টারমিটেন্ট নাড়ী (Intermittent pulse)। এই কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrane) যদি নাসিকাভ্যন্তর দিয়া গলদেশে বিস্তারিত হয় তাহা হইলে গলদেশে অভ্যন্তর হইতে বদগন্ধ নির্গত হইতে থাকে এবং রোগী গলদেশে মৎস্যের কাঁটার ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব করে। এই প্রকার খোঁচাবিদ্ধবৎ অথবা কাঁচের কুচির ন্যায় খচ খচ যন্ত্রণা নাইট্রিক এসিডের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—অর্শরোগে, ভগন্দরে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে, কারণ ইহা হইতেছে নাইট্রিক এসিডের যন্ত্রণার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

নাইট্রিক এসিডের সহিত অরম ট্রিফিলিয়ামের অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে এবং নাইট্রিক এসিডের পর অরম ট্রিফিলিয়ামই সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ অরম ট্রিফিলিয়াম নাইট্রিক এসিডের অনুপূরক ঔষধ (Complementary Drug)। উভয় ঔষধেই নাসিকাস্রাব ক্ষয়কারক। স্রাবে ওষ্ঠ হাজিয়া যায় এবং এতদ কারণবশতঃ রোগী মুখ হাঁ করিতে কষ্ট বোধ করে।

আর একটী ঔষধেও এই প্রকার ক্ষয়কারক স্রাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মিউরেটিক এসিড। ইহার নাসিকাস্রাব অত্যন্ত তরল, নাড়ী intermittent এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা মান্দ্য হয়।

পারদের অপব্যবহার—সর্ব্বপ্রথমেই নাইট্রিক এসিডকে ভীষণ ক্ষয়কারক বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছি, বাস্তবিকই ইহা যে স্থানকে স্পর্শ করে সে স্থানকে ক্ষত করিয়া ফেলে। এই ঔষধটীর এই প্রকার যে একটী কুস্বভাব আছে, তেমনি পাপে জর্জ্জরিত শরীরকে মুক্ত করিয়া সুপথে আনিবার আর একটী প্রধান সৎস্বভাবও আছে। ইহা যে প্রকার যন্ত্রণদোয়ক আবার সেই প্রকার শান্তি প্রদায়াক। নাইট্রিক এসিড যে প্রকার শরীরে প্রকাশিত অর্ব্বুদবৃন্দকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে সেই প্রকার শরীরে প্রবিষ্ট পারদকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলে অর্থাৎ পারদের অপব্যবহার হেতু দোষ বিনষ্ট করিবার ইহা একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। যাহাদিগের মধ্যে এই দোষ একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহারা শারীরিক এবং মানসিক নানাপ্রকার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। অস্থি বেদনা, চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের ক্ষত, শ্লেষ্মা-জনিত বধিরতা, লালা স্রাব, গলাভ্যন্তরে ক্ষত, নালী ক্ষত, নিদ্রাহীনতা, আমাশা ইত্যাদিতে সর্ব্বদা কষ্ট পায়। রোগীর শান্তি নাই, সমুদয় শরীর যেন পারদের দোষহেতু সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অল্পতেই বিরক্ত, অস্থির এবং চিন্তাপূর্ণ। জীবন হতাশপূর্ণ, মুখের চেহারা গভীর যন্ত্রণাদায়ক, বাঁচিতে আকাঙ্ক্ষা করে না অথচ মৃত্যুভয়ে ভীত।

উপদংশ—নাইট্রিক এসিড উপদংশের প্রথমাবস্থা (Primary Syphilis) অপেক্ষা দ্বিতীয় অবস্থার (Secondary Syphilis) একটি বিশের উপযুক্ত ঔষধ। দ্বিতীয় অবস্থা আমরা প্রথমেই পাই না। ক্ষত শুষ্ক

হইবার ছয়মাস বা এক বৎসর পরে এবং এমন কি অনেক সময় তিন চার সপ্তাহ পরেই অথবা প্রথমাবস্থা (Primary stage) থাকিতে থাকিতেই রক্ত দূষিত হইয়া পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। Secondary Syphilis consists in the introduction of a poision into the blood, and the cure of it, in the neutralisation or eradication of that poision. রক্ত হইতে উপদংশ দোষ দূরীভূত করিতে অনেক সময় সাপেক্ষ, অল্প সময়ের মধ্যে ইহা আশা করা বিড়ম্বনা। নাইট্রিক এসিডকে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় এবং পারদের অত্যধিক অপব্যবহার জনিত দোষ নষ্ট করিতে উত্তম ঔষধ বলা হয়। ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইতে প্রথম অবস্থাতেই রোগীর উপর পারদযুক্ত ঔষধ অনেক প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ উপদংশের প্রথম অবস্থায় পারদ প্রস্তুত ঔষধ মহৎ ঔষধ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা ভিন্ন অন্য ঔষধ একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। আজ যদি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা জগতে না থাকিত তাহা হইলে নাইট্রিক এসিডের ব্যবহারোপযুক্ত দ্বিতীয় অবস্থা বোধ হয় অধিক পাইতাম না।

উপদংশের প্রথমাবস্থাকে (Primary syphilis a local disease) স্থানীয় রোগ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং পূঁজোৎপাদন সম্ভাবনা প্রদাহযুক্ত কুচকি ইহারই (Primary syphilis) একটী লক্ষণ। Secondary syphilis comprises those symptoms of constitutional character, which either accompany the original sore, or, at no great interval succeed to it. ইহা ব্যতীত কঠিন উপদংশ ক্ষত (Hard Chancre) উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থার একটী প্রধান পরিচয়। যে স্থলে উপদংশের ক্ষত শক্ত হইয়া আইসে, ক্ষত বহুদিন হইতে আরোগ্য হইতেছে না এবং যদি সঙ্গে সঙ্গে কুচকি কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থা নিশ্চিতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ জানিতে হইবে। মস্তকের এবং জংঘার সম্মুখাংশের (shin bones) অস্থির যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় এবং ঋতুর পরিবর্ত্তনে সাঁৎসেঁতে দিনে যন্ত্রণা ভীষণরূপে বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণায় যেন স্থান ভেদ করিয়া ফেলে। গলা-

ভ্যন্তরে অথবা শরীরে ক্ষত প্রকাশ পায়। মুখ দুর্গন্ধ হয়, ঘায়ের ধারগুলি ছিন্নযুক্ত, মলদ্বারে এবং লিঙ্গদেশে আঁচিল হয়, আঁচিল কোমল ফুলতলে এবং রক্তস্রাব প্রবণ। হাতেও আঁচিল হয় তাহা- দেখিতে বৃন্তবৎ (pediculated)। প্রমেহ অথবা উপদংশের কারণ বশতঃ আঁচিল হইলেও নাইট্রিক এসিড নির্ব্বাচিত হইতে পারে। সমুদায় শরীরময় তাম্রবর্ণ (copper coloured) চাকা চাকা দাগ প্রকাশ পায়। উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই গলদেশের টাক্‌রা এবং তালুমূল (fauces and tonsils) সচরাচর অধিক আক্রান্ত হয়। ক্ষত শুষ্ক হইয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। মস্তকের চুল পড়িয়া যায়।

এইরূপ অবস্থায় অনেকে নাইট্রিক এসিডকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

নাইট্রিক এসিড উপদংশ এবং প্রমেহ উভয়েরই বিষঘ্ন (anti syphilitic and anti sycotic) এতদ্ব্যতীত ইহা পারদের বিষঘ্ন এবং হেপারের অত্যন্ত সমগুণ সম্পন্ন ঔষধ। হেপার সালফারের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে— পারদের অপব্যবহার নষ্ট করিতে হইলে হেপার সালফরই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পারদ এবং উপদংশের দোষ উভয় যখন একত্রযুক্ত হয় সেইরূপ স্থলে নাইট্রিক এসিডই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Yeldham তাঁহার Homoepathic Venereal Diseases গ্রন্থে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় কেলি হাইড্রিও- ডিকমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন—This is a remedy of undoubted power in treating the secondary disease of syphilis. Its aid is indispensable in expediting or completing the cure. It is a good plan to give the medicine alternately with one of the preparation of Mercury not in alternate doses but during alternate week i e Kali Hydrodicum one week Mercurius the next and so on. Excellent result will often spring from the alternate action of these and other medicines. I am in the habit of giving 5 grain or even more of "Kali Hydrodicum" three times a bay.

কেলি হাইড্রোডিকম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ হইতেছে, রোগী গণ্ডমালা ধাতু গ্রস্থ (Scrofulous constitution) গ্রীবা, গলদেশ কুচকি ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা। (পারদের অত্যধিক অপব্যবহার হেতু) দাঁতের মাড়ি প্রদাহ এবং লাল বর্ণ। গলক্ষত, শ্বাস প্রশ্বাসের দুর্গন্ধতা এবং নৈশ অস্থি বেদনা।

থাইসিস (phthisis)—যক্ষ্মা কাশেও নাইট্রিক এসিডের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগীর পুনঃ পুনঃ ফুসফুস হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ। শ্বাস প্রশ্বাসেও অন্ততঃ কষ্ট হয় এমন কি কথা বলিতে রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে। প্রাতঃকালে গলার স্বর বসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক উদরাময় প্রকাশ পায়। উদরাময় প্রাতে বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে অধিক যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা ভিতরে ভিতরে স্কন্ধাস্থি (scapula) পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। নাড়ী ইণ্টারমিটেণ্ট (Intermittent) এবং সামান্য পরিশ্রমেই হৃদস্পন্দন হয়। ঘর্ম্ম রাত্রিতে বিশেষভাবে রাত্রির শেষ দিকে অধিক হয় এবং রোগীকে তাহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে খুস খুসে কাশি থাকে বক্ষঃ পরীক্ষা করিলে সমস্ত বুকময় ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়। গয়ের অত্যন্ত দুর্গন্ধ, রক্তযুক্ত পূঁজ সদৃশ এবং দেখিতে অপরিষ্কার সবুজ বর্ণ। রোগী সাধারণতঃ শীর্ণ প্রকৃতির। নাইট্রিক এসিড যক্ষ্মা কাশে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কিংবা কেলি কার্ব্বের পর প্রায়ই ব্যবহার হয়—ক্যালকেরিয়া বিশেষভাবে স্থূলকায়, রস প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে ও রক্ত শূন্য। বক্ষঃস্থল অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত, স্পর্শ কিংবা চাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। কাশি তরল ঘড় ঘড় শব্দ যুক্ত। স্বরভঙ্গ (Hoarseneas) যদিও লাগিয়া থাকে কিন্তু যন্ত্রণা শূন্য। যখন রোগী ক্যালকেরিয়ার অবস্থা হইতে ক্রমশঃ এসিডের দুর্ব্বলতায় আসিয়া পৌঁছায়, তখন নাইট্রিক এসিডই ইহার একটি উপযুক্ত ঔষধ। যদিও রোগ ইহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না তথাপি রোগীকে কিছুদিনের মত বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

টাইফয়েড ফিভার:—টাইফয়েড ফিভারেও বিশেষতঃ টাইফয়েড ফিভারের ক্ষত অবস্থায় (ulcerative stage) যখন Payers patch সমূহ ভগ্ন হইতে আরম্ভ করে এইরূপ অবস্থায় নাইট্রিক এসিড উত্তম কার্য্য করে। (ক্রোটেলাস, মিউরেটিক এসিড) নাইট্রিক এসিড প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণই

হইতেছে, মল সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং কখন কখন ক্ষত হইতে নিঃসরিত পূঁজ হেতু পূঁজময়। এতদসহ অধিকাংশ সময়েই উজ্জ্বল লাল বর্ণ, প্রচুর তরল রক্ত ভেদও বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে সামান্য নাড়া চাড়ায় মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ফুস্কুরিযুক্ত কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতযুক্ত কটাবর্ণ এবং শুষ্ক। টাইফয়েড অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নিউমোনিয়া দেখা দেয় এবং তদহেতু ফুসফুসের কার্য্য ও অনেকটা হ্রাস হইয়া আইসে। এরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাড়ীর গতিও প্রত্যেক তৃতীয় আঘাতে এক একবার বিরাম হয়। (Intermittent at every third beat.)

টাইফয়েড রোগে রক্তস্রাবের ঔষধ সমূহ—

এলিউমেন ঃ—টাইফয়েড রোগে উদর হইতে রক্তস্রাবে অর্থাৎ রক্তস্রাব যুক্ত টাইফয়েডরোগের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। যখন রক্তস্রাবের সহিত বড় বড় রক্তের চাপ বর্ত্তমান থাকে।

নাইট্রিক এসিডের রক্তস্রাবে চাপ (clots) থাকে না। কেবল তরল রক্তস্রাব হয়।

এলিউমিনা ঃ—ইহাও এলিউমেনের সমকক্ষ ঔষধ। রক্তের চাপ দেখিতে অনেকটা লিভারের মত। অধিক যন্ত্রণা থাকে না, রক্তস্রাবের সহিত রক্তাম্বু (serum) বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক ঃ—রক্তস্রাব কাল জলবৎ, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা উদ্বিগ্নতা এবং পিপাসা বর্ত্তমান থাকে।

হেমামেলিস ঃ—রক্তস্রাব অত্যন্ত কাল শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ (venous blood) সময় সময় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু কোন প্রকার অস্থিরতা অথবা উদ্বিগ্নতা বর্ত্তমান থাকে না। রক্ত স্রাবকালীন হেমামেলিসের বাহ্যিক মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া নিম্নোদরে পটি দিতেও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

লেপটাণ্ড্রা :—ইহাও টাইফয়েড জ্বরের রক্তস্রাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে, রক্ত আলকাৎরার ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত, হেমামেলিসের রক্তে ঈষৎ সবুজ আভা থাকে।

টেরিবেন্থিনা—রক্তস্রাবের সহিত অত্যন্ত পেট ফাঁপা থাকে। ইহার জিহ্বাও একটী পরিজ্ঞাপক লক্ষণ জিহ্বা লাল, চকচকে যেন কণ্টকহীন (smooth and glossy papillae less) এবং প্রস্রাব রক্তবর্ণ।

স্নায়বিক লক্ষণ এবং বধিরতা ঃ—নাইট্রিক এসিডে আমরা একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাই ; তাহা হইতেছে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণকালীন রোগের উপশম বোধ। জ্বালা যন্ত্রণা ইত্যাদি সমুদয়ের যদিও বিশেষ কিছু উপকার হয় না বটে কিন্তু স্নায়বীক, হৃদস্পন্দন, উদ্বিগ্নতা, কর্ণবধিরতা ইত্যাদি উপসর্গ সমূহ যতক্ষণ গাড়ীতে ভ্রমণ করা যায় ততক্ষণ সম্পূর্ণরূপে উপশম বোধ করে যদ্যপি সেই দিবস অত্যধিক শীতল অথবা উষ্ণ না থাকে কারণ নাইট্রিক এসিড অধিক ঠাণ্ডা কিংবা অধিক গরম সহ্য করিতে পারে না এতদ বিষয়ে গাড়ীর এবং রাস্তারও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে, গাড়ীর ঝাঁকি ঝুঁকি শব্দ না হওয়া প্রয়োজন এবং রাস্তাও সমতল হওয়া প্রয়োজন নতুবা কষ্টের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়। নাইট্রিক এসিড রোগী গোলমাল সহ্য করিতে পারে না, গোলমালে যন্ত্রণা শিরঃপীড়া ইত্যাদি অধিক হয় এবং গাড়ীর শব্দ আদপেই সহ্য করিতে পারে না।

Dr. Lippa said that every time he noticed tan bark covering a street, he suspected a Nitric acid patients. He drives every day into a qietude ; so sensative is he that the doors must be closed with gentleness and he can bear no one to accross the floor এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা (sensativeness) দেখিলে আমাদের কফিয়া এবং নক্স ভমিকার কথা মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়। কারণ কফিয়া এবং নক্স ভমিকারও অনেকটা এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা রহিয়াছে।

পুরাতন রোগে ভুগিয়া যাহাদিগের শরীর অতি অল্পতেই সর্দ্দি এবং উদরাময় প্রবণ হয় তাহাদিগের এবং যাহাদিগের শরীর পারদের অপব্যবহার

কিংবা উপদংশ হেতু ভগ্ন হইয়াছে তাহাদের নাইট্রিক এসিড অতি উপযুক্ত ঔষধ।

শিরঃপীড়াঃ--মস্তকের খুলির চর্ম্ম অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। এমন কি মস্তকের চুলও আঁচড়াইতে পারে না। কিম্বা মস্তকে টুপি রাখিতে পারে না (কেলকেরিয়া ফস) টুপির ভারেও শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—চক্ষুর পাতায়, চক্ষুর কোণায় এবং চক্ষুর উর্দ্ধভাগে ক্ষত হয়, এবং ক্ষতে খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। চক্ষু হইতে যে জল পড়ে তাহাতে স্থান ভিজিয়া যায়। নবজাত শিশুরও এবম্প্রকার চক্ষু প্রদাহ হয়। প্রমেহ এবং উপদংশজনিত চক্ষুপ্রদাহের নাইট্রিক এসিড উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—অধিক নিম্নক্রমের প্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়। সচরাচর ৬, ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়। রক্তস্রাব, আমাশয়, উপদংশ এবং ক্ষত ইত্যাদিতে ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতে অধিকাংশ চিকিৎসক ব্যবস্থা দেন। ইহা রোগের অবস্থা বিশেষে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র ৩০ শক্তি দিয়া ২।৩ দিন এবং সময় সময় তৎ উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।

অনুপূরক—আর্সেনিক এবং ক্যালেডিয়াম সালফ।

প্রতিবন্ধক—(Inimical) ল্যাকেসিস। ল্যাকেসিসের পর ইহা ব্যবহার হয় না।

নাইটিক এসিড—ক্যালকেরিয়া, হেপার, মার্কিউরিয়াস, নেট্রামকার্ব্ব, পালসেটিলা, থুজার পর এবং বিশেষভাবে কেলিকার্ব্বের পর উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে, মধ্যরাত্রির পর স্পর্শে, ঋতু পরিবর্ত্তনে, ঘর্ম্মে।

রোগের উপশম—গাড়ী আরোহণে—(ককুলাসের বিপরীত)।

রোগীর বিবরণ

১। আমি যখন প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ করি, ডাক্তার বলিয়া বিশেষ পরিচিত হই নাই, সেই সময় একদিন একজন মুসলমান ভদ্রলোক, বয়স প্রায় ৩৫ হইবে, রোগা কৃষ্ণবর্ণ এবং অর্শরোগাক্রান্ত আমার নিকট আসিয়া চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রমেহ এবং উপদংশ উভয় রোগই হইয়াছিল এখন প্রায় বৎসরাবধি অর্শরোগে কষ্ট পাইতেছে।—রক্তস্রাবী অর্শ এবং ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। মলত্যাগ-কালীন যন্ত্রণায় রোগী উন্মাদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু সকল সময় এবং প্রত্যহ এত ভীষণ যন্ত্রণা যদিও হয় না কিন্তু টাটানি লাগিয়া রহিয়াছে। মল কঠিন কিংবা তরল হউক যন্ত্রণার কোন প্রকার তারতম্য হয় না বরং তরল মল হইলেই যন্ত্রণা অধিক হয়। একদিন এবম্প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, আমাকে একজন লোক আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেলেন, রোগী যন্ত্রণায় এত অধীর হইয়া পড়িয়াছে যে, আত্মহত্যা করিব বলিয়া চীৎকার করিতেছে। অস্থিরতায় একবার এঘর একবার ওঘর করিতেছে, রক্ত উজ্জ্বল এবং জলবৎ তরল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম এইমাত্র মলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং মল ত্যাগান্তে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। এতদলক্ষণে আমি তাহাকে এসিড নাইট্রিক ৬, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। ঔষধটী কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া উপকারীতা সম্বন্ধে মনে মনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উপায়ন্তর নাই দেখিয়া সেই ঔষধই দিয়া আসিলাম; এবং তিন ঘণ্টা পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। ঔষধ সেবনের দুই ঘণ্টা শেষ হইতে না হইতে সংবাদ পাইলাম রোগীর যন্ত্রণা সম্পুর্ণ উপশম হইয়াছে। ইহা শ্রবণে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম এবং মনে মনে এই ক্ষুদ্র এক ফোঁটা ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যেন অগ্নিতে জলনিক্ষেপ।

২। আজ কয়েকদিন হইল একটী রোগী দেখাইতে মাণিকতলায় ডাকিয়া লইয়া যায়। রোগী একটী বালিকা, বয়স ১৬ বৎসর হইবে। হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী, বালিকার পিতা একজন সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি। দেখিলাম; বলিকা যন্ত্রণায় ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা কবায় বালিকার মাতা বলিলেন, গতকল্য হইতে মন্ত্রণায় ঐরূপ ছটফট করিতেছে, বোধ হয়, অর্শ হইয়াছে, যদিও রক্তস্রাব কিছুমাত্র নাই। মলদ্বারে পূর্ব্বে এইপ্রকার যন্ত্রণা কিংবা অর্শ আর

কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু মলত্যাগ সহজে হয় না অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য। মলদ্বার দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় অনেক ইতঃস্ততের পর সম্মত হওয়ায় দেখিলাম মলদ্বার অত্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মলদ্বার বিদারণ (Fissures in ano) হইয়াছে। ২।৩ স্থানে অল্প অল্প হইয়াছে কিন্তু একস্থানে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি চিরিয়া গিয়াছে। কাঁচের কুচি প্রবেশ করিলে যে প্রকার যন্ত্রণা হয়, সেই প্রকার যন্ত্রণা হইতেছে। আমি প্রথমে তাহাকে এসিড নাইট্রিক ষষ্ঠ ক্রম ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। বৈকালে সংবাদ পাইলাম যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত ঔষধই খাইতে বলিলাম কিন্তু ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর যেন খায়। তৎপর দিবস রাত্রিতে সংবাদ পাইলাম, যন্ত্রণার আর বিশেষ উপকার হয় নাই একইভাবে রহিয়াছে। এসিড নাইট্রিকের উপর বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া র‍্যাটেনিয়া ৬ ক্রম আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক (মূল অরিষ্ট ২০ ফোঁটা পরিষ্কার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া) পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে এবং প্রলেপ দিতে বলিলাম। তাহাতেও বিশেষ উপকার পাইলাম না নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে করিতে লাগিলাম এবং রোগীর অভিভাবকেরা চিকিৎসা এবং ডাক্তার পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি এমত অবস্থায় এসিড নাইট্রিক প্রয়োগ করিলাম কিন্তু ২০০ শক্তি দিলাম। সেই দিবস হইতেই যন্ত্রণা এবং রোগ উপশম হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

ক্যামোমিলা (Chamomilla)

ক্যামোমিলা দুই তিন প্রকারের রহিয়াছে। আমরা যে ক্যামোমিলা ব্যবহার করি তাহার সম্পূর্ণ নাম ক্যামোমিলা মেট্রিকোরিয়া (Chamomilla matricoria এবং ইহা জর্ম্মাণ জাত। এই ঔষধ যাহাদিগের স্নায়ু সমুদায় অস্বাভাবিকরূপ স্পর্শাধিক্য তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে এবং ইহার মানসিক অবস্থাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচায়ক লক্ষণ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্নায়ু প্রধান, সহজেই উত্তেজিত হইয়া ওঠে, কফি অথবা মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। সদ্যপ্রসূত এবং দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের রোগের মহৌষধ।

৩। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে, সব বিষয়েই বায়না ধরে অথচ দিলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সকল সময় ঘ্যান ঘ্যানানি লাগিয়া রহিয়াছে। মাতা ক্রোড়ে লইলেও শান্তি নাই কিন্তু ক্রোড়ে লইয়া যতক্ষণ পায়চারি করা যায় ততক্ষণই নিস্তব্ধ থাকে (quite only when carried

৪। যন্ত্রণা অত্যন্ত অসহ্য বোধ। সামান্য যন্ত্রণাতেই অস্থির হইয়া পড়ে, মাগো বাবাগো করিয়া চেঁচাইতে থাকে এবং যন্ত্রণাযুক্ত স্থান অসাড় বোধ হয় (numbness of affected part)

৫। মুক্ত খোলা বায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য বিশেষতঃ কর্ণ অধিক সহজে আক্রান্ত হয়।

৬। দন্তশূল—উষ্ণ দ্রব্য মুখে দেওয়ায়, (বিসমথ, ব্রাইওনিয়া কফিয়া) উষ্ণ গৃহে প্রবেশে, উষ্ণ শয্যায় শয়নে, ঋতুস্রাবে অথবা অন্তসত্বাবস্থায়।

৭। উদরাময়—ক্রোধবশতঃ এবং দন্তোদ্গমকালীন dentition মল সবুজ জলবৎ, শাক ছেচানি অথবা ডিম ঘোলানি সদৃশ। উষ্ণ এবং পচা ডিমের ন্যায় বদগন্ধযুক্ত।

৮। প্রসব যন্ত্রনা—যন্ত্রণা উপরের দিকে উঠে, রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে পদদ্বয় যেন ছিড়িয়া যায় অথবা যন্ত্রণা কটিদেশে আরম্ভ করিয়া জানুদ্বয়ের মধ্য দিয়া নামিয়া যায়।

৯। রোগের প্রায় অবস্থায় গণ্ডস্থলের একপার্শ্বে লাল এবং অপর পার্শ্ব ফ্যাকাসে হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। ক্রোধবশতঃ রোগ—বিশেষতঃ জ্বর এবং উদরাময়।

২। তড়কা—মাতার ক্রোধকালীন স্তন্যপানে শিশুর তড়কা হয়।

৩। ভীষণ বাত যন্ত্রণা। রোগীকে রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে হয় (রাসটক্স)।

৪। তন্দ্রাযুক্ত অথচ নিদ্রা হয় না (বেলেডনা, ওপিয়ম)।

৫। রাত্রিতে পদদ্বয়ের জলন, শয্যার ভিতর রাখিতে পারে না পা বাহির করিয়া রাখে (সালফার পালসেটিলা)।

মানসিক লক্ষণ—ভৈষজ্য বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে ক্যামোমিলার ন্যায় খিট্‌খিটে মেজাজ লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় আর একটী ঔষধ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয় কিন্তু ইহার অধিকাংশ কার্য্যই শিশুদিগের মধ্যে আবদ্ধ—শিশুর কিছুতেই শান্তি নাই—কোন জিনিষ স্নেহের সহিত দিলেও ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, কেহ তাহার প্রতি তাকাইলে কিংবা স্পর্শ করিলে বিরক্ত হয়। ভাল কথা

বলিলেও রাগান্বিত হয়। কোলে নিয়া বসিয়া থাকিলেও কান্নাকাটি করে। কি যে চায় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না অথচ এতদসমুদায় উপসর্গই দূরীভূত হইয়া যায়, শিশু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, কান্নাকাটি ঘ্যানঘ্যানানি, বিরক্ত ভাব সমুদায়ই শান্তি হয় যতক্ষণ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া পায়চারি করা যায়—(child always likes to be carried) ইহাই হইতেছে ক্যামোমিলার বিশেষ বিশেষত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যতক্ষণ ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করা যাইবে ততক্ষণই ভাল, কান্নাকাটি স্তব্ধ এবং শান্তি অথচ বসিলেই অথবা শয্যায় শয়ন করাইলেই পুনরায় বিরক্তভাব ঘ্যান-ঘ্যানানি আরম্ভ (ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইলেও শিশু নীরব শান্ত হয় না—সিনা)। রোগীর মনের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় স্নায়ুগুলি এত অধিক উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে যেন কোন কিছুর স্পর্শ লাগিলে ভীষণ হইয়া উঠিবে। স্নায়ুসমূহ অস্বাভাবিকরূপ স্পর্শাধিক্য (morbidly sensative) সামান্য কারণেই মন উদ্বিগ্ন বিরক্ত হইয়া ওঠে এবং যন্ত্রণা উৎপন্ন করে এমন কি অনেক সময় সামান্য যন্ত্রনাতে রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। এই জন্যই ডাক্তার কেণ্ট ক্যামোমিলা রোগীকে constitutionaly sensative বলিয়াছেন—(The general constitutional state of Chamomilla is great sensativeness) অর্থাৎ স্পর্শাধিক্যতা এত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে বিশেষতঃ যন্ত্রণা সম্বন্ধে, যে সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক মাগো বাবাগো করিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে থাকে, ভাল কথা মুখ দিয়া যেন বহির্গতই হয় না। সমুদায় বিষয়েই, কথাতেই রাগ খিট্‌খিটে বিরক্তিতে পরিপূর্ণ।

ক্যামোমিলার স্নায়ু এত অধিক স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণে ভেলেরিয়ানা, হেপার, ভিরেট্রাম, নাক্সমশ্চেটা ইত্যাদির সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু বহুদিন মাদক ঔষধ সেবনের পর এবম্প্রকার মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলে ক্যামোমিলাই অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ এত অধিক মূল্যবান যে ইহার উপরেই এই ঔষধটি সমুদায় নির্ব্বাচনই নির্ভর করে এবং এই মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া যে কোন প্রকার রোগই হউক—শিশু কিংবা যুবা এবং যে কোন রোগই হউক—প্রসব যন্ত্রণা কিংবা দন্তশূলই হউক ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা যাইতে

পারে। ক্যামোমিলা রোগীর মুখে মিষ্টি কথা নাই। ভাল কথা বলিলেও বিরক্তিজনক উত্তর দেয়। ডাক্তার এলেন সাহেব এক কথায় ঔষধটির সমুদায় বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন—Mental calmness contraindication of Chamomilla অর্থাৎ মানসিক নীরবতা ক্যামোমিলার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ। যে স্থলে রোগের ভোগকালীন রোগী শান্ত এবং স্থির থাকে সে স্থলে ক্যামোমিলা কখনই নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। ক্যামো-প্রয়োগ করিতে হইলে মানসিক লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—হ্যানিম্যান একস্থানে বলিতেছেন—It is on the other hand less benificial to those who remain patient and composed during their sufferings—an observation which I consider of the utmost importance অর্থাৎ রোগাবস্থায় শান্ত ধীর মানসিক লক্ষণে এই ঔষধ অধিক খাটে না।

নাক্সভোমিকা—মানসিক উগ্রতা এবং বদ মেজাজ সম্বন্ধে ক্যামোমিলার সহিত নাক্সভমিকার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্ট। নাক্সভমিকা রোগী স্বভাবতঃই অত্যন্ত রাগী খিট্‌খিটে ঈর্ষাপরায়ন এবং ঝগড়াটে আর ক্যামোমিলায় রোগী স্বভাবতঃ রাগী নয়, রোগবশতঃ মনের অবস্থার উক্ত প্রকার সাময়িক বিকৃতি ঘটে। সুস্থ অবস্থায় ক্যামোমিলা রোগীর মনের অবস্থার কোন প্রকার বিকৃতি দেখা যায় না এবং ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলা সচরাচর শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে কাজে কাজেই ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণে কোন প্রকার ভ্রম হওয়ার আশঙ্কা নাই।

সিনা—রোগীও অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং শিশুদিগের প্রতিই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিনা রোগীকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইলেও শান্ত হয় না। ইহা ছাড়া সিনা সর্ব্বদা ক্রিমিজনিত রোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার সহিত নাক্সভমিকা এবং ক্যামোমিলার বিশেষ সাদৃশ্য কিছুই নাই।

ক্রোধবশতঃ রোগ (Disease caused by anger)—ক্রোধজনিত পাকস্থলী যকৃত ইত্যাদির কোন পীড়া হইলে ক্যামোমিলাকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্যামোমিলা ব্যতীত ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, ব্রাইওনিয়া, কলোসিন্থ ইত্যাদিও ব্যবহার হয়। ইহাদিগের লক্ষণ সংক্ষেপে নিম্নে দিলাম—

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—শিশু এবং যুবা উভয়তেই ইহা নির্ব্বাচিত হয়। ক্রোধ বশতঃ শূলবেদনা উৎপন্ন হয়।

ব্রাইওনিয়া—ক্রোধজনিত পাকস্থলী সংক্রান্ত (Gastro-enteric) লক্ষণ দেখা দেয়। ব্রাইওনিয়ায় এতদ লক্ষণের সহিত শীভ শীত ভাব বর্ত্তমান থাকে, ক্যামোমিলায় উষ্ণভাব বর্ত্তমান থাকে। ব্রাইওনিয়ায় সমুদায় মুখমণ্ডল লোহিতাভ হয়, ক্যামোমিলায় এক গাল লাল আর এক গাল ফ্যাকাসে হয়। ব্রাইওনিয়ায় জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ক্যামোমিলায় পীত লেপাবৃত। ব্রাইওনিয়ায় অধিক কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে ক্যামমিলায় উদরাময় অথবা পাকস্থলীর গোলযোগ থাকে।

কলোসিন্থ—ক্রোধজনিত ভেদবমি এবং উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কিন্তু অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহাকে পৃথক করিতে ভ্রম হইবার কোন আশঙ্কা নাই। কলোসিন্থের শূল যন্ত্রণা চাপ দিলে অথবা উপুড় হইলে উপশম হয় ক্যামোমিলার হয় না।

যন্ত্রণা এবং স্নায়বিক লক্ষণ—ক্যামোমিলা যে একটি স্নায়ুপ্রধান ঔষধ তাহার আভাস পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে এবং তদহেতু ক্যামোমিলা রোগী সামান্য যন্ত্রণাতেই অত্যন্ত অধিক কাতর হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা রোগের তারতম্যানুসারে অত্যন্ত অধিক অনুভব করে। এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই সন্তান প্রসবের বেদনার সময় অধিক দেখা যায়—সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী মাগো বাবাগো করিয়া চেঁচাইতে থাকে—অথচ চেঁচাইবার মতন যন্ত্রণা কিছুই নাই এইরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলাকে যন্ত্রণার একটি মহৎ ঔষধ বলা হইয়াছে। যন্ত্রণাকালীন রোগীর উল্লিখিত মানসিক লক্ষণ (খিটখিটে, বিরক্তিভাব ইত্যাদি) সমূহ প্রকাশ পায়, প্রসব যন্ত্রণার কথা লেখায় ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, কেবল প্রসব যন্ত্রণার সময়ই এইরূপ বাবাগো মাগো করে, সকল প্রকার যন্ত্রণাতেই দন্তশূল, স্নায়ুশূল, কর্ণশূল, বাত ইত্যাদিতেও রোগী অল্পতেই অস্থির হইয়া পড়ে—কমোমিলা রোগীর ইহা স্বভাব, সহ্যগুণ কিছুই নাই। **The constitutional irritability is so great that a little pain brings forth manifestations as if the patient were in great**

suffering. It generally belongs to the woman's nervous system, when she wrought up and extremely sensative and in pain.)

ক্যামোমিলার যন্ত্রণার আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় তাহা হইতেছে অবশ ভাব (feeling of numbness)। যন্ত্রণার চরমাবস্থায় আক্রান্ত স্থান কিঞ্চিৎ অবশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্যামোমিলার যন্ত্রণা উত্তাপে এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা গণ্ডস্থল উত্তপ্ত এবং রক্তাধিক্য হয় মস্তকে কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম এক গাল লাল অপর গাল ফ্যাকাসে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যন্ত্রণায় শরীর এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে মনে হয় জ্বর হইয়াছে (Thirsty and hot with the pains, when the pain comes no matter where she heats upand sometimes becomes really feverish.) আর একটী ক্যামমিলার বিশেষত্ব দেখা যায়, যে অধিকাংশ উপসর্গ ই সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় অথচ মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই হ্রাস হইয়া যায়। মধ্যরাত্রি হইতে প্রাতঃ-কাল অবধি ক্যামোমিলার কষ্ট যাতনা প্রায় কিছুই থাকে না এবং অনেক সময়ে দিনেও কিছু থাকে না। সন্ধ্যা হইতে বৃদ্ধি হয়।

(The most of the troubles of Chamomilla that come on in the evening and night subside about or sometimes before midnight. From midnight to morning almost all of the complaints of Chamomilla are absent many of them are adsent during the day. It has aggravation in the forepart of the night.—Kent.

বাত (Rheumatism)—বাতের ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর দেখা যায় বাতের যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়, গরমে উপশম হয় কিন্তু ক্যামো-মিলার বাতের যন্ত্রণা অনেক স্থলে উত্তাপেই বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার পালসেটিলার ন্যায় শীতল প্রলেপে উপশম হয় না বস্তুতঃ পক্ষে শীতল বায়ু ক্যামো-মিলা রোগীর অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং তৎকারণ হইতে উদ্ভূত রোগে ক্যামোমিলা অব্যর্থ ঔষধরূপে কার্য্য করে। The pains of Chamomilla are often-er aggravated by heat than otherwise but are not in the

otherhand, like Pulsatilla ameliorated by cold. In fact, the patient is often very sensative to cold, and cold air brings on troubles for which this remedy is specific—Nash) বাতের যন্ত্রণায় রোগীকে রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়া রাসটক্সের ন্যায় এঁদিক ওদিক পায়চারি করিতে হয় এবং এতদসহ জলতৃষ্ণা, গণ্ডযুগলের আরক্তিমতা বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী নিজেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ করে। হ্যানিম্যান বলিতেছেন—

It has even cured Rheumatism and neuralgia of the limbs where the great nervousness was present. Of its pains generally Hahnemann says—It is there peculiarity that they are worse at night, when they often drive one to the border of distraction. The pains of Chamomilla generally seem utterly intolerable. Dr. Dunham adds that the pains are made worse by warmth. There must always be intolerance of pain, aggravation at night and aggravation by warmth. This applies to toothache, earache, facial and cervical neuralgia and to the abdominal colic, and distinguishes it form the symptoms of Colocynth which are diminished by warmth

ক্যামোমিলার বাতে আমরা আর একটি পালসেটিলার ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে যন্ত্রণা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায়(pains jump from place to place) কিন্তু ক্যামোমিলার যন্ত্রণার সহিত অবশভাব এবং আংশিক পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে (sense of weakness and numbness) পালসেটিলায় থাকে না। ইহা ব্যতীত এই দুই ঔষধের মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। ক্যামোমিলার যন্ত্রণার সহিত অসাড় বোধ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। The paralytic condition produced by Chamomilla in any part is always accompanied by drawing and tearing pains and drawing and tearing pain rarely occurs without the paralytic numb sensation in that part বাতের যন্ত্রণার প্রবলতায় রোগী পায়চারি করিলে উপশম পায়, রাসটক্স ব্যতীত ফেরাম-

মেটালিকাম এবং ভিরেট্রাম এলবামেও এইরূপ লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু ইহাদের মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলার ন্যায় খিটখিটে কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ নয় এবং ফেরামমেটালিকম রোগী ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে যন্ত্রণার উপশম বোধ করে ও অত্যন্ত রক্তশূন্য।

ক্যামোমিলা রোগী যন্ত্রণায় এত অধিক অস্থির হয় যে ইহাকে একোনাইট, আর্সেনিক এবং রাসটক্স এই তিনটি অস্থিরতার (Restlessness) ঔষধের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কারণ দেখিতে পাওয়া যায় কোন যন্ত্রণা হইলে বাত যন্ত্রণাই হউক কিংবা দন্তশূলই হউক কিংবা অন্য কোন প্রকার শূল বেদনাই হউক রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে—একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এপাশ ওপাশ এদিক ওদিক করিতে থাকে। যন্ত্রণা এত অধিক প্রবল হয় যে রোগীকে শয্যা হইতে উঠাইয়া ফেলে। শুধু যে শয্যা হইতে উঠাইয়া ফেলে তাহা নয়, এদিক ওদিক পায়চারি করিতে বাধ্য করে। নতুবা যন্ত্রণায় রোগীকে উন্মাদবৎ অস্থির করিয়া তোলে (ব্রাইওনিয়ার বিপরীত)।

নিদ্রাহীনতা—শিশুদিগের নিদ্রাহীনতায় ক্যামোমিলার প্রয়োগ দেখা যায় শিশু রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় চমকাইয়া ওঠে। হস্ত এবং মুখমণ্ডলের পেশী-সমূহ ঈষৎ খেঁচিতে থাকে কিন্তু ক্যামোমিলায় এতদ লক্ষণসহ পেট কামড়ানি কিংবা অন্য কোন প্রকার উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকা উচিত নতুবা ক্যামোমিলা কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়। শিশুদিগের নিদ্রাহীনতার প্রধান কারণই হইতেছে পেট কামড়ানি কিংবা স্নায়ুর উত্তেজনা। ক্যামোমিলা নিদ্রাহীনতার এতদ উপসর্গসমূহ দূরীভূত করিয়া সুনিদ্রা আনয়ন করে যে হেতু ক্যামোমিলার নিদ্রার উপর প্রত্যক্ষ (direct) কোন কার্য্য নাই।

দন্তোদগম—(dentition) দন্তোদগমকালীন শিশুদিগের রোগের—পেট কামড়ানি, সবুজ ভেদ, কর্ণশূল, জ্বরবোধ, তড়কা ইত্যাদির ক্যামোমিলা একটি অতি মহৎ ঔষধ। অনেক সময় এতদহেতু প্রবল জ্বর হইয়া শিশুর মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইবার উপক্রম হয় এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগে বিশেষ ফল না পাইলে বেলেডোনাকেই উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে। ডাক্তার ফ্যারিংটন বলেন দন্তোদগমকালীন রোগ প্রবল হইলে ক্যামোমিলায় কোন

উপকার না দর্শিলে বেলেডোনাকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য (when during dentition Chamomilla fails. Belledonna is the remedy, because it is suited more advanced state—Farington)। বেলেডোনা এবং ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির কাজে কাজেই ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণে অধিক কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ইহা ব্যতীত বেলোডোনার রক্তাধিক্যতা লক্ষণ যে প্রকার পরিজ্ঞাপক ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ সেই প্রকার পরিজ্ঞাপক।

সর্দ্দি এবং কাশি—শিশুদিগের সর্দ্দিজনিত নাক সাঁটিয়া যায় (stopped up) অথচ নাসিকা হইতে উষ্ণ জলবৎ তরল শ্লেষ্মাস্রাব নির্গত হইতে থাকে তদসহ হাঁচি শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি উপস্থিত হয়, শিশু নিদ্রা যাইতে পারে না অথবা নিদ্রিতাবস্থায় শিশু কাশিতে থাকে অথচ নিদ্রাভঙ্গ হয় না। ক্যামোমিলার কাশি সচরাচর রাত্রি ৯টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত কখন কখন শিশুর এত অধিক সর্দ্দি হয় যে, গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকে মনে হয় বায়ুনলী (Bronchi) যেন শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ক্যামোমিলা বিশেষতঃ শীতল বায়ু বহিতেছে এমন দিনে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি হইলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

নাক্সভমিকা—ইহাতেও নাক সাঁটিয়া যায় কিন্তু নাসিকা হইতে কোন প্রকার শ্লেষ্মা স্রাব থাকে না অথচ মস্তক ভার হইয়া থাকে।

স্যাম্বুকাস—নাক সাঁটিয়া যায় শিশু নিদ্রা হইতে হঠাৎ চমকাইয়া উঠে যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

ষ্টিক্টা—কাশি শুষ্ক ঘং ঘং শব্দযুক্ত। ইহাতেও নাক সাঁটিয়া যায় এবং নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক বোধ করে। নাসিকার শ্লেষ্মা এত শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় যে, শ্লেষ্মা বাহিরে ফেলিবার আর অবসর হয় না।

এমনকার্ব্ব—রাত্রিতে প্রায়ই নাক সাঁটিয়া যায়। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। শিশুদিগের নাক সাঁটিয়া (snuffles of infant) যাওয়ায় এমনকার্ব্ব, স্যাম্বুকাস, ষ্টিক্টা, হেপার ইত্যাদিই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ন্যাবা—(Jaundice) স্নায়বিক উত্তেজনা যেমন ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি

হেতু পিত্তজ্বরে কিংবা ন্যাবা রোগে ক্যামোমিলা উত্তম কার্য্য করে। ইহা বিশেষতঃ সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের ন্যাবা রোগের (Jaundice neonatorum) একটি অতি মহৎ ঔষধ।

পাকাশয় শূল—পাকাশয় শূল বেদনায় ইহার ব্যবহার প্রত্যহই দেখা যায় বিশেষতঃ শিশুদিগেতে। আহারান্তে পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্য চাপ ধরিয়া থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কুক্ষিপ্রদেশ (Hypochondriac region) বায়ুতে পূর্ণ হইয়া উঠে, তদসহিত মুখে তিক্ত স্বাদ, ঈষৎ পীত লেপাবৃত জিহ্বা, পেট বেদনা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। শিশুদিগের পেট কামড়ানিতে ক্যামমিলা অধিক প্রয়োগ হয় ক্রোধ বশতঃ হইলে, এবং উগ্র স্বভাব, সবুজ ভেদ ইত্যাদি থাকিলে ক্যামোমিলাকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

আবদ্ধ বায়ু জনিত শূল যন্ত্রণায় অর্থাৎ flatulent colic হইলে ক্যামো- তাহাতে উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ অবস্থায় বায়ু যেন নিম্নোদরের স্থানে সমাবেশ হয় ও পেট ফাঁপিয়া ওঠে (flatus seems to collect in several spots in the abdomen as if incarcerated)। শিশু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, কখনও উপুড় হয় কখনও শরীর সোজা করিয়া টান করে, বিরক্ত হয়, চেঁচাইতে থাকে, জিনিষ পত্র দিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এক গাল লাল অপর গাল ফ্যাকাসে হয় এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় এই প্রকার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

উদরাময়—মল সবুজ বর্ণ শাক ছেঁচানির ন্যায় আঠা আঠা, শ্লেষ্মা মিশ্রিত অথবা জলবৎ তরল। কখন সবুজ এবং হলদে বর্ণে মিশ্রিত, উষ্ণ এবং পচা ডিমের ন্যায় বদগন্ধযুক্ত, পুনঃ পুনঃ হয় অথচ পরিমাণে স্বল্প। অনেক সময় মলদ্বার হাজিয়া যায় এবং সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি হয়। সচরাচর দন্তোদগম কালীন ক্রোধ জনিত কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া এবম্প্রকার উদরাময় প্রকাশ পায়। ক্যামোমিলার উদরাময় সর্ব্বদা যন্ত্রণাযুক্ত এবং শিশুদিগের উদরাময়েই ইহা অধিক ব্যবহার হয় যুবা কিংবা বৃদ্ধদিগের উদরাময়ে ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। রং, হড় হড়ে ভাব এবং দুর্গন্ধতা এই তিনটি লক্ষণই হইতেছে ক্যামোমিলায় উদরাময়ের বিশেষত্ব।

মানসিক লক্ষণের বিষয় পূর্ব্বে অনেক বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি—কারণ ক্যামোমিলা নির্ব্বাচন কালীন ইহার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিবে।

দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় শুনিলেই অনেকে আর অধিক কথা না শুনিয়াই ক্যামোমিলা দিয়া থাকেন। যেহেতু ইহা উক্ত অবস্থার একটি মহৌষধ কিন্তু কথায় কথায় ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত নয়। ইহা যে দন্তোদ্গম-কালীন উদরাময়ের সকল অবস্থাতেই কার্য্যকারী এমন নহে। মানসিক লক্ষণ যদিও ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব তথাপি সমুদায় বিশেষতঃ মলের (stool) প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্যামোমিলা প্রয়োগ করা বিধেয়। এই স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিবে যে, ক্যামোমিলা পুরাতন উদরাময়ে বিশেষ কার্য্য করে না। এইরূপ স্থলে মার্কিউরিয়াস সল, সালফার ইত্যাদি ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। (Chamomilla is not often indicated in case of long continuance and is often unable to complete the cure alone, requiring to be followed by Merc sol or Sulphur Chamomilla suits large number of cases that has been given some forms of Opium—Dr. Bell)।

ক্যামোমিলার পর প্রায়ই সালফার ব্যবহার হয় যেহেতু উভয় ঔষধের মল এবং পেট কামড়ানি প্রায় একই রকমের। মার্কিউরিয়াস সলেরও মল অনেকটা ক্যামোমিলার ন্যায় কিন্তু মার্কিউরিয়াস সলে মলত্যাগান্তে অত্যন্ত কুন্থন থাকে।

যদি উদরাময় প্রাতঃকালের দিকেই অধিক হয় এবং পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয় তাহা হইলে পডফাইলাম এবং সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে—এতদ্ব্যতীত যে স্থলে আফিম ঘটিত ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে জানিতে পারা যায় সেইরূপ স্থলে ক্যামোমিলা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

প্রসব যন্ত্রণা (Labor pain)—প্রসব যন্ত্রণার ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথম যন্ত্রণা কটিদেশে আরম্ভ হইয়া জানুদ্বয়ের ভিতর দিকের পার্শ্ব দিয়া নিম্নে নামিয়া যায়—এবং জানুদ্বয়ে ভীষণ ছিন্নবৎ যন্ত্রণা হয়। সামান্য যন্ত্রণাতেই রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। ক্যামোমিলা রোগীর সহ্য

গুণ অত্যন্ত কম অতি অল্পতেই মাগো বাবাগো করিয়া চীৎকার করিতে থাকে—ও বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতে থাকে—ইহা ক্যামোমিলা রোগীর স্বভাব। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচুর হয়।

ভঁ্যাদাল ব্যথা (after pain) **এবং গর্ভপাত**—ভঁ্যাদাল ব্যথাও অত্যন্ত অধিক এবং অসহ্য রকম হয়। ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলা কৃত্রিম প্রসব যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধও বটে। ক্রোধ বশতঃ গর্ভপাত নিবারণ করিতে ক্যামোমিলার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। যন্ত্রণা উল্লিখিত প্রসব যন্ত্রণার ন্যায় হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ স্রাব বর্ত্তমান থাকে।

ভাইবুরনাম—আশঙ্কিত গর্ভস্রাব (threatining abortion) নিবারণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—ইহাতে গর্ভপাত নিবারণ করিতে না পারিলেও যন্ত্রণার আশু উপশম হয়। যন্ত্রণা প্রথমতঃ পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া কোমরের চারিধার দিয়া জরায়ু প্রদেশে শেষ হয় (Pains beginning in the back and going around to loins and to uterus ending in cramps there)—ভাইবুর নামের যন্ত্রণায় ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ।

তরকা Convulsion)—মাতার রাগান্বিত হইবার অব্যবহিত পরই অথবা রাগান্বিত অবস্থায় সন্তানকে স্তন্য পান করাইলে এবং তদহেতু যদি তড়কা হয় কিংবা শিশুর রাগান্বিত হওয়ার দরুণযদি হয় কিংবা শিশুর দন্তোদ্গম কালীন হয় তাহার ক্যামোমিলা একটি উপযুক্ত ঔষধ। কোন কারণ বশতঃ মাতার ভয় পাওয়ার পর স্তন পান হেতু যদি শিশুর তড়কা হয় তাহার ওপিয়ম অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

দন্তশূল (Toothache)—দন্তশূলের ক্যামোমিলা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, শিশু এবং স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক কার্য্য করে। উষ্ণ দ্রব্য মুখে দিলে কিংবা উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে, উষ্ণ শয্যায় শয়ন করিলে কিংবা কফিপান করিলে দন্তশূল বৃদ্ধি হয় (If anything warm is taken into the mouth it will bring on aching in the teeth anything that heats bring on toothache, ameliorated by holding cold water in the mouth)ইহা ব্যতীত ঋতুস্রাব এবং অন্তঃসত্বা অবস্থায়ও

দন্তের যন্ত্রণা অধিক হয়। যন্ত্রণা দিনে হয়ত কিছুই থাকে না, সন্ধ্যা হইতেই অথবা রাত্রিতে শয্যায় উত্তাপে শরীর উষ্ণ হইলেই যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে থাকে। ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শীতল বায়ু অথবা শীতল বায়ুর ঝাপটা লাগিয়া দন্তশূল উৎপন্ন হয় যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে আবার শীতল প্রলেপ অথবা শীতল জলে উপশম হয় (This toothache is one that may be brought out taking cold by exposing on'es self to cold air when sweating and yet the toothache itself when present is ameliorated by cold—Kent) ক্যামোমিলায় যাবতীয় যন্ত্রণা সন্ধ্যার অথবা রাত্রিতে বৃদ্ধি হইয়া মধ্য রাত্রির মধ্যেই হ্রাস হইয়া যায়—অর্থাৎ মধ্য রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল অবধি ক্যামোমিলায় যন্ত্রণা থাকে না—ইহা ক্যামোমিলার বিশেষত্ব। ক্যামোমিলার যন্ত্রণা প্রথম রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় (It has aggravation in the forepart of the night)।

ক্যামোমিলার যন্ত্রণা ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয় ইহা যেমন সত্য আবার ঠাণ্ডা প্রলেপ, ঠাণ্ডা জল পানে অথবা ঠাণ্ডা জল ধারণে উপশম হয় ইহাও তেমনি সত্য।

শীতলবায়ু দন্তশূলের কারণ হইতে পারে কিন্তু বৃদ্ধির কারণ নহে ইহা স্মরণ রাখিবে। যন্ত্রণা যদি বাহিরে হয় উত্তাপে উপশম হইতে পারে—কিন্তু দাঁতে হইলে উত্তাপে বৃদ্ধি হইবে—(If it is the outer nerves in the face, the pains will be ameliorated by heat but when it affects the teeth the pains will be ameliorated by cold)।

যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। শিশু অস্থির হইয়া পড়ে এবং যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। এইরূপ অবস্থায় দেখা গিয়াছে যে, শীতল জলে অঙ্গুলি ভিজাইয়া কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে এবং যন্ত্রণা কালীন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করিলে উপশম হয়।

It is of service in those toothache that occur in fits, more violently at night, with redness of the cheek, which during the fit seem to be quite unbearable, that do not affect any one tooth in particular, that in their slightest degree consist of formicating, pecking pains, When most severe, cause a tearing pain extending often into the

ear, they most frequently come on soon after eating and drinking, are somewhat relived by the application of a finger that has been dipped in water. But are much aggravated by drinking cold things.—Hahnemann)

ক্যামোমিলার—দন্তশূলের যন্ত্রণার উপশম এবং বৃদ্ধি ঠাণ্ডায় কিংবা উত্তাপে হয় সেই বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা আর না করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি যে হেতু এতদসম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ দেখা যায় কিন্তু এইমাত্র নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে শীতল বায়ুর ঝাপটাতে (draught of cold things) যন্ত্রণা উৎপন্ন এবং বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত যন্ত্রণাকালীন রোগী অত্যন্ত খিটখিটে হয়। যদিও অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় উত্তাপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি উত্তাপে যন্ত্রণা বরং অনেকটা উপশম হয়। ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম মানসিক লক্ষণের প্রতি অধিক নির্ভর করিতে হইবে ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাওয়া যায় ক্যামোমিলার দন্তশূল যন্ত্রণা অধিক উত্তাপে এবং অধিক ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয় অথচ কুসুম কুসুম উষ্ণ জল মুখে ধারণে উপশম হয়। স্নায়ুগুলি এত অধিক স্পর্শাধিক্য থাকে যে অধিক গরম কিংবা অধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলা প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রণা স্নায়ুশূলবৎ হইলেই ক্যামোমিলা অধিক নির্ব্বাচিত হইবে।

কফিয়া—মুখে শীতল জলধারণে যদি কোন ঔষধ দন্তশূলের উপশম থাকে তাহা হইলে সেই বিষয়ে কফিয়াকেই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিব। যদিও ক্যামোমিলায় এই লক্ষণ কতকটা রহিয়াছে কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিবে কফিয়ার ন্যায় শীতল জলে তত উপশম হয় না (Remember chamomilla tooth ache is often caused by taking warm things into the mouth, but is not relieved by taking cold things like coffea)

মার্কিউরিয়াস সল—দন্তশূলের ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ যে স্থলে দন্তের মাড়ি স্ফীত প্রদাহ হয় ও তৎসহিত ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতে ভীষণ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ স্থলেই ইহাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহার যন্ত্রণা রাত্রিতেই

অধিক হয়। আমরা দন্তশূলে ইহা অত্যন্ত অধিক রকম ব্যবহার করিয়া থাকি এবং আশু উপকার পাই। ইহা সর্ব্বদা দন্তশূলে ৬x চূর্ণ অধিক প্রয়োগ হয়।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব—অন্তঃসত্বা অবস্থায় দন্তশূলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না—ক্যামোমিলার ন্যায় চলাফেরা করিলে উপশম বোধ করে। রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতে অধিক যন্ত্রণা হয়।

কর্ণশূল—দন্তশূলের যন্ত্রণা যদিও শীতল জলে ঈষৎ উপশম হয় কিন্তু কর্ণের যন্ত্রণা শীতল প্রলেপে কিংবা শীতল জলে কিছুমাত্র উপশম হয় না বরং অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপে উপশম হয়। শিশুদিগের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া কর্ণের যন্ত্রণা হইলে এবং রাত্রিতে অধিক হইলে ক্যামোমিলাই তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। কর্ণের যন্ত্রণাবশতঃ কোন প্রকার স্ফীতি অথবা রক্তাধিক্যতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। এইরূপ স্থলে ক্যামোমিলা ২০০ ক্রম অধিক কার্য্য করে।

রজঃশূল—যন্ত্রনা অত্যন্ত ভীষণ হয়, রক্ত কাল চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে চেঁচাইতে থাকে, মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত খিটখিটে হয় এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ করে। রক্তস্রাব অল্প অথবা অধিক হউক স্রাবের সহিত প্রচুর রক্তের চাপ বর্ত্তমান থাকে। (blood black, nearly dark, clotted) এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখা যায় প্রত্যেকবার ঋতুস্রাবকালীন অত্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং চাপ চাপ রক্ত স্রাবের সহিত ছেঁড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বর্ত্তমান থাকে এই প্রকার স্রাবের ক্যামো-মিলা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রোধ অথবা মানসিক উত্তেজনাবশতঃ রজঃশূলেও ক্যামোমিলা উত্তম কার্য্য করে।

ক্যামোমিলা নির্ব্বাচনের সুবিধার্থ সংক্ষেপে নিম্নে কতকগুলি লক্ষণ দিলাম

১। মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম হইয়া সমুদায় চুল ভিজিয়া যায়।

২। কর্ণে থাকিয়া থাকিয়া ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে।

৩। কর্ণে অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগে এবং শীতলবায়ু স্পর্শাধিক্য।

৪। একটি গাল লাল এবং অপরটি ফ্যাকাসে ও শীতল।

৫। আহারের পর মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হয়।

৬। কোন উষ্ণ দ্রব্য মুখে দিলেই অথবা উষ্ণ গৃহে প্রবেশে এই দন্তশূল আরম্ভ করে।

৭। দন্তোদ্গম সময়ে সবুজবর্ণ এবং ডিম্বের ন্যায় পচাগন্ধযুক্ত উদরাময় প্রকাশ পায়।

৮। যন্ত্রণার প্রবল অবস্থায় শরীর উত্তপ্ত হয় এবং জলতৃষ্ণা বোধ করে এবং যন্ত্রনায় রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয় (হেপার)।

৯। বায়ুজনিত শূল যন্ত্রণা হয়, নিম্নোদর ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে, যদিও অল্প অল্প বায়ু নিসঃরণ হয় তাহাতে যন্ত্রণার কিছুই উপশম হয় না।

১০। মল জলবৎ সবুজ এবং ডিম গোলানির ন্যায় ও মলদ্বার হাজিয়া যায়।

১১। মল উষ্ণ এবং পচা ডিম্বের ন্যায় পচাগন্ধযুক্ত।

১২। জরায়ু রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ।

১৩। ক্রোধবশতঃ রোগের বৃদ্ধি হয়।

১৪। প্রসব যন্ত্রণা উপরে ঠেলিয়া উঠে অথবা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া জানুদ্বয়ের ভিতর দিয়া নামিয়া যায়।

১৫। প্রসব যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং জরায়ুর মুখ কঠিন হইয়া থাকে।

১৬। শিশুদিগের ক্রোধবশতঃ তড়কা হয়।

১৭। গলদেশে খুস খুস করিয়া কাশি হয়।

১৮। কাশি শুষ্ক রাত্রিতে এবং বিশেষতঃ নিদ্রিত অবস্থায় (while asleep) বৃদ্ধি হয় অথচ শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না (ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সোরিনাম)।

১৯। পুরাতন কাশি শীতকালে এবং ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি হয়।

২০। শরীর ঠাণ্ডা এবং শীত শীত করে অথচ মুখমণ্ডল এবং শ্বাস প্রশ্বাস উষ্ণ (আর্সেনিক)।

জ্বর

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রায়ই ১টা হইতে ৪টার মধ্যে হয় এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত থাকে। একটি গাল লাল অপরটি ফ্যাকাসে হয়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। গাত্রাচ্ছাদন উন্মোচন করিলে শীত শীত বোধ করে (হেপার সালফার)। একটি গণ্ডস্থল লাল অপরটি ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। শীত শীত বোধ শরীরের পশ্চাতে, উত্তাপ বোধ শরীরের সম্মুখে আবার কখন কখন শীত বোধ শরীরের সম্মুখে এবং উত্তাপ শরীরের পশ্চাতে হয় কিন্তু ইহা জ্বরের বিশেষ লক্ষণ নয়।

দাহ অবস্থা—সামান্য পিপাসা থাকে। উত্তাপ অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় পুনঃপুনঃ চমকাইয়া উঠে। উত্তাপ এবং শীত মিশ্রিত থাকে ও তৎসহ গণ্ডস্থলের এক পার্শ্ব ফ্যাকাসে হয়। দাহ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত অস্থির, ব্যস্ত এবং খিটখিটে হয়। সমুদায় বিষয়েই যেন বিরক্ত বোধ।

ঘর্ম্ম অবস্থা—পিপাসা কিছুই থাকে না। উষ্ণ ঘর্ম্ম বিশেষতঃ মস্তকে এবং মুখে প্রকাশ পায়। আচ্ছাদিত স্থানে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় (চায়না)। ঘর্ম্মে যন্ত্রণার যদিও উপশম হয় বটে কিন্তু ঘর্ম্মকালীন উপশম বোধ করে না।

জিহ্বা—পীত আভাযুক্ত কিংবা পার্শ্ব শ্বেত বর্ণ মধ্যস্থল লাল (এন্টিমটার্টের বিপরীত)। স্বাদ তিক্ত।

ক্যামোমিলায় দেখিতে পাওয়া যায় ক্রোধ কিংবা বিরক্তজনিত জ্বর প্রকাশ না পাইয়া বরং শূলবেদনা, পিত্ত বমন এবং উদরাময় অধিক হয়।

শিশুদিগের জ্বর ক্যামোমিলাকে সিনা এবং আর্সেনিকের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ক্যামোমিলার জ্বরে একটি গণ্ডস্থল লাল অপরটি ফ্যাকাসে" এই লক্ষণটিই হইতেছে বিশেষ পরিচায়ক। হ্যানিমান নিজেই লিখিতেছেন—**The disorder, resembling an acute billous fever, which is often brought on by violent angry, vexation, with heat of the face, insatiable thirst, bilious taste.**

tendency to vomit, anxieties, restlessness etc. has so much homoepathic similarity to the symptoms of chamomilla that symptoms of chamomilla that it can hardly fail to remove the whole sickness speedily and specifically. One drop of the 12th potency, cures as by magic."

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ক্যামোমিলার ডাইলিউসন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ১২ ক্রমকেই অনেক চিকিৎসক অধিক উপযুক্ত মনে করেন এবং মাহাত্মা হ্যানিমান স্বয়ং নিজেও এই ক্রমই ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার হিউজ সাহেব ১২ হইতে ১৮ ক্রমকেই উচ্চ স্থান দেন। একমাত্র দেখা যায় ডাক্তার ক্লোটার মুলার নিম্নক্রম অধিক ব্যবহার করিতেন কিন্তু চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ক্যামোমিলা রোগী অত্যন্ত স্নায়ুপ্রধান কাজে কাজেই এইরূপ স্থলে নিম্নক্রম ঔষধ ব্যবহার না করাই উচিত। নিম্নক্রমে রোগ অযথা বৃদ্ধি হইতে পারে। উচ্চক্রম ১২ এবং তদউর্দ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কোন কোন স্থলে যেমন দন্তশূল, কর্ণশূল, প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদিতে ২০০ ক্রমকে অনেকে অধিক ফলপ্রদ :বলেন। ডাইলিউসন সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্পর্শাধিক্য স্নায়ুপ্রধান (sensative nervous) ব্যক্তিতে নিম্নক্রম অধিক উপযুক্ত নয় উচ্চক্রমই তাহাদিগের অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

অনুপূরক—বেলেডনা (শিশুদিগের রোগে)

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, ক্রোধে, সন্ধ্যার পরে, খোলা মুক্ত প্রবল বায়ুতে।

রোগের উপশম—ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইলে (from being carried)।

রোগীর বিবরণ

১। শ্রীযুত ডিঃ, বয়স প্রায় ৪০ হইবে, হাওড়ায় থাকেন মটরগাড়ী করিয়া প্রত্যহ কলিকাতায় আসা যাওয়া করেন। একদিন সন্ধ্যার সময়, অত্যন্ত ভীষণ দন্তশূল হইতেছে বলিয়া আমার ডাক্তারখানায় ঔষধের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় এত অধিক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। প্রায় ১০।১৫ মিনিট আমার নিকট বসিয়া থাকাকালীন যন্ত্রণায় শিশুদিগের ন্যায় ছটফট করিতেছিলেন। এমন কি রোগের বিষয় পর্য্যন্ত ভালরূপে শুনিতে অবসর দিতেছিলেন না। বলিতেছিলেন "যন্ত্রণার যদি শীঘ্র উপশম না হয় আমার ফিট হইবে এবং মারা যাইব।" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে গতকল্য আফিস হইতে বাটী প্রত্যাগমন-কালীন হাওড়া পুলের উপর ঠাণ্ডা লাগে এবং তাহা হইতেই যন্ত্রণা সূচনা হয় কিন্তু অদ্য হইতে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে এবং শীতল বায়ুতে অধিক হইতেছে। আমি তাহাকে প্লান্টাগোমেজর মূলঅরিষ্ট তুলাতে ভিজাইয়া দন্তে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিতে বলিলাম কিন্তু ঔষধটি সেই সময় আমার নিকট না থাকায় লিখিয়া দিয়া বলিয়া দিলাম কোন ঔষধালয় হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবস্থানুযায়ী লাগাইবেন এবং একমাত্রা ক্যামোমিলা ২০০ ক্রম নিজহস্তে সেবন করাইয়া দিলাম। ঔষধে উপকার হইল কিনা তাহা আর জানিতে পারিলাম না এবং কয়েক দিন আর কোন সংবাদও পাইলাম না। কিছুদিন পর একদিন আমি ভবানীপুর যাইবার জন্য মটরের অপেক্ষা করিতেছি এমত সময় উক্ত ভদ্রলোক মটরে যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মটর থামাইয়া বলিলেন যে সেইদিন দন্তশূলের জন্য আপনি যে ঔষধটি নিজহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। পথে যাইতে যাইতেই যন্ত্রণা উপশম হইয়া যায় এবং তদবধি আর যন্ত্রণা হয় নাই এবং লিখিত ঔষধ (প্ল্যান্টাগো) আর লাগাইবার প্রয়োজনও হয় নাই।

২। একটি ছয়মাসের শিশু কয়েকদিন যাবৎ উদরাময়ে ভুগিতেছে। উদরাময় হওয়ার পর হইতেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিতেছে কিন্ত

উপকার না হওয়ায় আমার নিকট ৫ দিনের দিন লইয়া আসিয়াছে। মল সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ অত্যন্ত তরল এবং দুর্গন্ধ প্রত্যহ ১৫।১৬ বার করিয়া মলত্যাগ হইতেছে। কখন বেশী, কখন কম, শিশুটি কিঞ্চিৎ কৃশ এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির। পডফাইলাম, ক্যালকেরিয়া ফস, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করিলাম কিন্তু কিছুতেই উপকার না হওয়ায় নিজেকে লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন সালফারও দিলাম কিন্তু তাহাতেও কিছুই উপকার দেখা দিল না। বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম ক্যামোমিলার কথা ২।১ বার মনে হইল বটে কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া দিলাম না। একদিন রোগী দেখিতেছি এমত সময় একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন "পার্শ্বের বাড়ীর মেয়েদের সহিত খোকায় মায়ের (রোগীর মাতা) অত্যন্ত ঝগড়া হয়। সেই হইতে খোকাটি ভুগিতেছে। তাহারা নিশ্চয়ই নজর কিংবা শাপ (অভিসম্পাত) দিয়াছে। ঔষধে কিছু হইবে না ওঝা আনিয়া চিকিৎসা করাও। নতুবা খোকা কিছুতেই বাঁচিবে না। আমি ইহা শুনিয়া রোগের কারণ অনেকটা জানিতে পারিলাম এবং কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম যে ঝগড়ার সময় শিশুটি কি মাতার ক্রোড়ে ছিল ? তাহারা উত্তর করিল নিশ্চয়ই।" স্ত্রীলোকটি আরো বলিলেন "ডাক্তারবাবু আপনি ইহাকে কিছুই করিতে পারিবেন না।—আর এক ডাক্তার বাবুও কিছুই করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় ওঝা দিয়া ঝাড়ানই ভাল।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম অদ্য যে ঔষধ দিব তাহাতে যদি উপকার না হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই পরিত্যাগ করিব—এই বলিয়া আমি শিশুটিকে ক্যামোমিলা ১২ক্রম প্রত্যহ ৩ বার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং বলিয়া দিলাম অদ্য সন্ধ্যার সময়েই ফলাফল জানিতে পারিবেন। বাস্তবিকই সেইদিনেই মলের পরিমাণ এবং সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গেল। এইরূপে ২।৩ দিনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।

রাগান্বিত অবস্থায় মাতার স্তনপান করিয়া শিশুর উদরাময়ের ক্যামোমিলা অতি উপযুক্ত ঔষধ।

৩। শ্রীকিষণদাসের লেনে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী একটী শিশু বয়স ৩ বৎসর; হৃষ্টপুষ্ট। জ্বর হইয়াছে, জ্বর প্রায় ১০৩ ডিগ্রি, সকল সময় কাঁদিতেছে। শিশুটীর কাকা ক্রোড়ে লইয়া সকল সময় পায়চারি করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই। ক্রমাগত ঘ্যান ঘ্যান করিতেছে। শিশুর মাতা

বলিলেন আজ তিনদিন যাবৎ এই একইভাবে রহিয়াছে, জ্বর কিছুতেই যাইতেছে না। অল্প অল্প সর্দ্দি কাশিও রহিয়াছে। রোগীর মাতা একোনাইট এবং বেলেডনা দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোনই উপকার হয় নাই। আমি সকল সময় জ্বর লাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, জেলসিমিয়াম ১x দিয়া চলিয়া আসিলাম। দুইদিন পর সংবাদ পাইলাম, জ্বর বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। পুনরায় যাইতে বলিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে, দেখিলাম রোগীর কাকা শিশুটীকে লইয়া বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি বলিলেন, ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করিলে কিঞ্চিৎ শান্তিতে থাকে। তিনি আরও বলিলেন, আজ কয়েক দিন যাবৎ ভুগিয়া ভুগিয়া অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে—শিশুটীকে তাহার কাকা বুকে ফেলিয়া লইয়া বেড়াইবারকালীন দেখিলাম, একটী গাল লাল অপরটী ফ্যাকাসে। এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রোগীর মাতা বলিলেন, কাঁধে লইয়া কাঁধের চাপে এইরূপ হইয়াছে কিন্তু তাহার কাকা বলিলেন, আমি আজ কয়েক দিন যাবৎ এইরূপ দেখিতেছি। আমার এবম্প্রকার লক্ষণে ক্যামোমিলার কথা মনে পড়িল এবং ক্যামোমিলা ৬ প্রয়োগ করিলাম ও তাহার জ্বর সেই দিবস হইতে হ্রাস হইয়া আসিল এবং রোগী তাহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

"এক গাল লাল অপর গাল ফ্যাকাসে"—ইহা একমাত্র ক্যামোমিলাতেই অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাজে কাজেই এই লক্ষণটীর উপর ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিত। আমি একমাত্র তাহাতেই সমুদায় ঔষধের নির্ব্বাচন নির্ভর করিয়া ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিলাম।

৪। ডাক্তার ন্যাশের গ্রন্থ হইতে নিম্নে একটী রোগীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

তিনি লিখিতেছেন "আমার চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রথম জীবনে একটি বাতরোগগ্রস্ত রোগী পাই। রোগীটীর বামস্কন্ধে বাত হইয়াছে। আমি তাহাকে পর পর একোনাইট, ব্রাইওনিয়া এবং রাসটক্স প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুতেই উপকার না হওয়ায়, জনৈক বিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শের জন্য ডাকাইয়া আনা হয়। তিনি আমাকে ক্যামোমিল প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং সেই ক্যামোমিলাতেই তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ক্যামোমিলা

দেওয়ার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া সেই চিকিৎসক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—যন্ত্রণার সহিত অবশ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহা ক্যামোমিলার একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। আমি এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিয়াছি।

ক্যামোমিলায় যন্ত্রণার সহিত অবশ ভাব কি প্রকার মূল্যবান লক্ষণ তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন। ডাক্তার হ্যানিমান এই সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিতেছেন—The paralytic sensation produced by Chamomilla in any part is always accompanied by drawing or tearing pain and drawing and tearing pain rarely occurs without the paralytic numb sensation in the part—Hahnemann.

কলোসিন্থ (Colocynth)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কলোসিন্থ কিউ কিউ লিস্। ইহা অনেকটা লাউ কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদ পদার্থ কিন্তু আকারে কমলা লেবু সদৃশ অথচ গাত্র চকচকে মসৃণ সবুজ মারবেল পাথরের ন্যায়। ইহা সাধারণতঃ তুর্ক, স্পেন এবং সিরিয়া প্রদেশে অধিক জন্মায়। ইহার স্বাদ ভীষণ তিক্ত ইহাকে চলিত কথায় তিক্ত শশার গাছ বলা হইয়া থাকে, ফলের বীচি এবং খোসা ব্যতীত অন্য সমুদায় ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—পাকস্থলীতে ভীষণ যন্ত্রণা উৎপাদন করতঃ জলবৎ তরল তৎপর রক্ত এবং শ্লেষ্মা ভেদ উৎপন্ন করে। ইহা পাকস্থলী এবং অন্ত্র ইত্যাদি স্থান ব্যতীত স্নায়ু মণ্ডলীও আক্রমণ করে। কাজে কাজেই ইহা নানা প্রকার স্নায়ু শূল যন্ত্রণার একটি অব্যর্থ ঔষধ।

মানসিক লক্ষণ—কলোসিন্থ রোগী অত্যন্ত খিট খিটে স্বভাবের। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হয় এবং জিনিষ পত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। নিম্নোদরে ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতে থাকে। জোরে পেট চাপিয়া ধরিলে কিংবা উপুড় হইলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (উত্তাপে উপশম হয়—ম্যাগনেসিয়া ফস্)

২। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট অত্যন্ত খোঁচাইতে থাকে, মল ত্যাগান্তে উপশম বোধ করে কিন্তু রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

৩। বিদ্যুতের আঘাতের ন্যায় ভীষণ কটি স্নায়ুশূল (sciatica), তীরের ন্যায় বেগে ধাবিত হয়। নিম্ন অঙ্গে, বাম হাঁটুতে, বাম জানুতে এবং জানুর পশ্চাদ্ভাগের খাঁচে বিস্তারিত হয় (দক্ষিণ পার্শ্বে ন্যাফালিয়াম) (shooting pain like lightring shock, down the whole limb, left hip, left thigh, left knee into popliteal fossa)।

৪। কটি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা জানুপ্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া জানু দেশের ভিতর দিক দিয়া হাঁটুর পশ্চাদ্ভাগের খাঁচে বিস্তারিত হয়। (ফাইটোলেক্কায় জানু দেশের বাহির দিক দিয়া গিয়া নিম্নাভিমুখে বিস্তারিত হয়)।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে, কোপন স্বভাবের, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বিরক্ত হয়, উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না।

২। ক্রোধ, মনক্ষোভ কিংবা বিরক্ত হেতু—শূল বেদনা, ভেদ, বমন, রজঃ কৃচ্ছ ইত্যাদি উৎপন্ন (কুসংবাদহেতু—জেলসিমিয়াম। ভয় হেতু—ওপিয়ম)।

৩। মস্তক বিশেষতঃ বাম পার্শ্বে হঠাৎ ফেরাইতে গেলেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

শূল যন্ত্রণা—সমুদায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে কলোসিন্থের ন্যায় দ্বিতীয় মহৎ আর একটী শূল বেদনার ঔষধ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়। কলোসিন্থের শূল বেদনা অতীব ভীষণ খিল ধরার ন্যায় (cramping) রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার

উপক্রম হয় কিন্তু এই ভীষণ যন্ত্রণা উদর চাপিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে অথবা কোন কঠিন দ্রব্য দ্বারা পেট চাপিয়া ধরিলে উপশম হয় (and is only bearable by bending double or pressing something hard against the abdomen) এতদ কারণ বশতঃ এবম্প্রকার যন্ত্রণাকালীন দেখা যায় রোগী হয়ত চেয়ারে কিংবা টেবিলে অথবা শয্যায় উপুড় হইয়া পেট চাপিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কলোসিন্থের যন্ত্রণা অনেকটা স্নায়ু শূলের ন্যায় এবং যন্ত্রণার সহিত অনেক সময় ভেদ বমিও বর্ত্তমান থাকে। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতুই যে সকল সময় এইরূপ শূল বেদনার উদ্রেক হয় তাহা মনে হয় না বরং যন্ত্রণার প্রবলতায় পাকাশয়ের উক্ত প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে। কলোসিন্থের স্নায়বীয় বিধানের উপর যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয় তদহেতুই ইহা নানা প্রকার স্নায়ু শূলের একটী মহৎ ঔষধ বলিয়া পরিচিত এবং এই কারণেই অনেক সময় ইহার পাকাশয় শূল বেদনাকে nervous colic বলা হয়। কলোসিন্থের শূল যন্ত্রণার সহিত ম্যাগনেসিয়া ফসের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে এবং ইহাদের উভয়েরই যন্ত্রণা প্রায় একই প্রকারের cramping অর্থাৎ খামচান খিল ধরামত কিন্তু ম্যাগনেসিয়া ফসের যন্ত্রণা আর্সেনিকের ন্যায় উত্তাপে অর্থাৎ গরম সেকে আর কলোসিন্থের যন্ত্রণা চাপে অর্থাৎ উপুড় হইলে উপশম হয় (আর্সেনিকের যন্ত্রণা জ্বলনযুক্ত)।

ক্রোধ বশতঃ শূল যন্ত্রণা—ক্রোধ বশতঃ শূল বেদনায় কলোসিন্থ ক্যামোমিলার একটী সমকক্ষ ঔষধ। এই উভয় ঔষধে এবং ষ্টাফিসাইগ্রিয়ায়ও ক্রোধ বশতঃ শূল অথবা স্নায়বীক যন্ত্রণা অথবা পৈত্তিক উদরাময় উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং এতদ ঔষধ সমূহ শিশুদিগের ক্রোধ বশতঃ পাকাশয় শূল বেদনার উপযুক্ত ঔষধ হইলেও ক্যামোমিলাকেই সকল চিকিৎসকগণ অতি উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন।

ক্যামোমিলা—শিশুর উদর বায়ুতে ফুলিয়া উঠে এবং যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে আর কলোসিন্থের রোগী উপুড় হইয়া পেটে চাপ দিয়া শুইয়া থাকিতে চায়। যদি শূল বেদনা কলোসিন্থ এবং ক্যামোমিলায় উপশম না হয় তাহা হইলে আমরা ম্যাগনেসিয়া ফস ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকি আবার কেহ কেহ এইরূপ অবস্থায় ষ্টাফিসাইগ্রিয়া প্রয়োগ করিয়া

থাকেন। ষ্টাফিসাইগ্রিয়াও কলোসিন্থ এবং ক্যামোমিলার ন্যায় শিশুদিগের শূল বেদনার একটি অতি উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু ষ্টাফিসাইগ্রিয়ায় শিশুদিগের দন্ত সমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও অক্ষিপুটে প্রায়ই চিড়ণ (cracks) অথবা ক্ষত লাগিয়া থাকে।

শূল যন্ত্রণার ঔষধ সমূহ

ভেরেট্রাম এলবাম—ইহাতেও নিম্নোদরে শূল যন্ত্রণা হয় এবং কলোসিন্থের ন্যায় রোগী উপুড় হইলে ও পায়চারি করিলে উপশম বোধ করে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব কপালে শীতল ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে।

ডাইস্কোরিয়া—বায়ু জনিত শূল বেদনায় (wind colic) ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিষ্কার। কলোসিন্থে উপুড় হইলে যন্ত্রণা যেমন উপশম হয় ডাইস্কোরিয়ায় উপুড় হইলে যন্ত্রণা তেমনি বৃদ্ধি হয় কিন্তু সোজা করিয়া শরীর টান করিলে কিংবা পশ্চাৎদিকে বাঁকাইলে উপশম হয় অর্থাৎ ইহারা উপশম এবং বৃদ্ধিতে (amelioration and aggravation) পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা ব্যতীত ডাইস্কোরিয়ার যন্ত্রণা নাভিকুণ্ডলে আরম্ভ হইয়া নিম্নোদরের চারিধারে এবং এমন কি হস্ত পদের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ষ্ট্যানাম—ইহাও শূল বেদনার একটি উত্তম ঔষধ। শিশুকে স্কন্ধ প্রদেশে পেট চাপা দিয়া লইয়া বেড়াইলে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। ষ্ট্যানামের যন্ত্রণার একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয়।

ককুলাস—বায়ু জনিত শূল বেদনা। পেট বায়ুতে ফাঁপিয়া উঠে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অধিক হয়। বায়ু উদরের এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়ায় এবং বায়ু নিঃসরণ হইলেও যন্ত্রণার বিশেষ উপকার হয় না, পুনরায় নূতন বায়ুর সমাবেশ হয়।

ম্যাগনেসিয়াকার্ব্ব—মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট কামড়াইয়া উঠে এবং শিশু পা গুটাইয়া ফেলে অথবা উপুড় হইয়া পেট চাপিয়া রাখে। এতদ কারণ বশতঃ কলোসিন্থ এবং ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের পার্থক্য নিরূপণ করা অনেক সময়

অত্যন্ত কঠিন হইলেও কিন্তু মল দেখিলেই সেই ভ্রম ঘুচিয়া যায়। কলোসিন্থের মল হলদে জাফরন সদৃশ অথবা পিত্তযুক্ত অথবা রক্ত মিশ্রিত আর ম্যাগনেসিয়ার মল সর্ব্বদা সবুজ সিদ্ধি গোলার ন্যায় এবং অম্ল গন্ধযুক্ত।

রিয়ম—ইহাকে ম্যাগনেসিয়ার নিকট সদৃশ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাদের উভয়েতেই মলত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রণা এবং মলে অম্ল গন্ধ রহিয়াছে কিন্তু ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সবুজবর্ণ মল অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক আর রিয়মের অম্ল গন্ধ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক। রিয়মে মলে অম্লগন্ধ থাকেই ইহা ব্যতীত শিশুর সমুদায় গাত্র অম্লগন্ধ হয় এবং মল ঘোর কটাবর্ণ।

বেলেডনা—শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে আবার হঠাৎ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ ইহার যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায় এবং যন্ত্রণাকালীন মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হইয়া উঠে।

বোরাক্স—নিম্নাভিমুখীন গতিতে এমন কি নিদ্রিত থাকিলেও শিশু চীৎকার করিয়া উঠে। বোরাক্সের সমুদায় উপসর্গ নিম্নাভিমুখীন গতিতে বৃদ্ধি হয়।

ক্যামোমিলা—শিশুদিগের পেট কামড়ানির ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু খিট্‌খিটে রাগী। যতক্ষণ ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করা যায় ততক্ষণই ভাল থাকে আর কোন অবস্থাতে ভাল থাকে না। মল দুর্গন্ধ, সবুজ, শ্লেষ্মা মিশ্রিত।

ইপিকাক—সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, মল সবুজ ঘাসের ন্যায় এবং ফেনা ফেনা অথচ জিহ্বা পরিষ্কার। নাভির চারিপার্শ্বে যন্ত্রণা হয়।

জ্যালাপা—শিশু সারাদিন ভাল থাকে কিন্তু রাত্রিতে অস্থির হয় এবং কান্নাকাটি করে।

চায়না—প্রত্যহ একই সময় শূল যন্ত্রণা ফিরিয়া ফিরিয়া আইসে।

লাইকোপোডিয়াম—মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, মূত্রত্যাগান্তে উপশম হয়, মূত্রে লাল বালু কণার ন্যায় তলানি পড়ে। এতদ্ব্যতীত কুপিত বায়ু হেতুও শূল যন্ত্রণা হয়, উদর বায়ুতে ঢাকের মত ফুলিয়া উঠে।

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica)—কলোসিন্থ নিম্নোদরের শূল বেদনার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ত বটেই এবং তদ্ব্যতীত facial and sciatic neuralgia অর্থাৎ মুখমণ্ডল এবং কটি স্নায়ুশূলেরও বৃহৎ ঔষধ। এতদস্থানের যন্ত্রণাও নিম্নোদরে খিলধরা যন্ত্রণার ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ হয় এইরূপ স্থলে ম্যাগনেসিয়া ফসও অনেক সময় কলোসিন্থের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। যদিও উত্তাপে উপশম উভয় ঔষধেই (Colocynth and Mag phos) অল্পবিস্তর রহিয়াছে কিন্তু ম্যাগনেসিয়া ফসেই ইহা অত্যন্ত অধিক এবং ম্যাগনেসিয়া ফসের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কলোসিন্থের কটি শূল যন্ত্রণা sciatica সচরাচর বাম উরুদেশ হইতে আরম্ভ হয় এবং উরুপ্রদেশের পশ্চাৎ দিক গিয়া জানুর পশ্চাদ্ভাগের খাঁচে (popliteal fossa) শেষ হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, তীরের মত ছুটিয়া যায়, সমুদায় বামদিকের নিম্নাঙ্গ ব্যাপিয়া হয়, বাম উরু, বাম জানু এবং বাম হাঁটু এমন কি পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং নড়াচড়ায় অধিক বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থান অবশ হইয়া আইসে এবং ক্রমশঃ আংশিক পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। রোগ পুরাতন হইতে থাকিলে সেই বিশেষ আক্রান্ত অঙ্গ পোষণ ক্রিয়ার অভাবহেতু শুষ্ক অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। কলোসিন্থে যন্ত্রণা উরুর পশ্চাৎ অর্থাৎ ভিতর দিক দিয়া নিম্নে বিস্তারিত হয় আর ফাইটোলেক্কায় যন্ত্রণা উরুর বাহির দিক দিয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়। এই দুইটি ঔষধের এই বিষয়ে ইহাই প্রভেদ।

(The pain of Colocynth runs the posterior side of the thigh and Phytolacca runs the outer side of the thigh.)

ডাক্তার ন্যাস কলোসিন্থ, ফাইটোলেক্কা, ন্যাফা-লিয়াম এই তিনটি ঔষধকে এই প্রকার ভীষণ যন্ত্রণায় অমোঘ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকই কলোসিন্থের সহিত ন্যাফালিয়মের খুব সাদৃশ্য আছে ইহাতেও কটি (Scitatica) স্নায়ু ব্যাপিয়া ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণার সহিত অবশভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ন্যাফালিয়াম সচরাচর দক্ষিণদিকের (Sciatica nerve) যন্ত্রণায় উত্তম কার্য্য করে, শয়ন অবস্থায় ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় উপবেশন অবস্থায় উপশম হয়। পেশীর খিলধরা যন্ত্রণায় (cramps of muscles) কলোসিন্থ, নাক্সভমিকা, ভিরেট্রাম এলবাম এবং কোলসটেরাপিন (cholosterra-

pine) এই কয়েকটি ঔষধের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত ঔষধটীই হঠাৎ পায়ের পেশীতে খিলধরা যন্ত্রণার বিশেষ ফলপ্রদ। ডাক্তার ফ্যারিংটন ইহাকে খুব উচ্চস্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ঔষধ আমি জানি না। I know of no remedy better adapted to simple cramps in the muscles than "the last named in the list"—Farington)

বাত—কোন তরুণ পীড়ার পর সন্ধিস্থল আড়ষ্ট (stiffness of the joint) হইলে কলোসিন্থ ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায় এতদহেতুই বাতে ইহার অধিক ব্যবহার হয় যদি সন্ধিস্থল শক্ত হইয়া ডেলা ডেলা (concretion) হয় তাহা হইলে কষ্টিকাম এবং গুইয়েকামের বিষয় চিন্তা করিবে।

উল্টামুদা—(Paraphimosis) কলোসিন্থের সঙ্কোচন (constriction) গুণ আছে বলিয়াই ইহাকে কেহ কেহ উল্টা মুদা রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডিম্বাশয় শূল—(Ovaralgia)—উদরের পাকাশয় শূল বেদনার কলোসিন্থকে এত অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে যে অন্য কোন স্থানের শূল বেদনা হইলে ইহার কথা একপ্রকার স্মরণ করাই হয় না এই প্রকার একটী ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ায় কয়েক দিবস পর দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। যন্ত্রণা এত অধিক প্রবল হইত যে সময় সময় রোগী অজ্ঞান হইয়া যাইত, এইরূপ অবস্থায় কলিকাতার বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আসিয়া অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করেন। কিছুতেই যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। যন্ত্রণা উত্তাপে এবং চাপে উপশম হইত। এতদলক্ষণে ম্যাগনেসিয়া ফস প্রয়োগ করায় কিছু উপকার যদিও হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হইত না। সর্ব্বশেষে একজন সামান্য অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া কলোসিন্থ ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হয়। কলোসিন্থের ডিম্বাশয়ের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে এবং ইহার প্রয়োগে অনেক প্রকার পুরাতন ovarian disease and ovarian Tumors অর্থাৎ ডিম্বাশয় স্নায়ুশূল এবং ডিম্বাশয়

প্রদেশের টিউমার পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে। ইহা ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে কলোসিন্থের ডিম্বাশয়ের উপর কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। দক্ষিন ডিম্বাশয়ে (Right ovary) সূচবিদ্ধবৎ খোঁচা মারা এবং খিলধরা যন্ত্রণা হয় (বাম ডিম্বাশয়ে—ল্যাকেসিস, গ্রাফাইটিস) যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয় না। শক্ত চাপে এবং উপুড় হইলে উপশম হয়। এপিসও দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ বটে, কিন্তু এপিসে চাপে উপশম হয় না। ডাক্তার ফ্যারিংটন এইরূপ একটী ডিম্বাশয় শূলরোগগ্রস্ত রোগী তিন বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিল তাহাকে কলোসিন্থ দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

অক্ষপুটের শূল যন্ত্রণা—(Ciliary neuralgia)—যে কোন স্থানের স্নায়ুশূল যন্ত্রণাই হউক কলোসিন্থের বিষয় চিন্তা করিবে। মস্তকে, অক্ষিগোলকে, মুখমণ্ডলে ইত্যাদি নানা স্থানের স্নায়ুশূলেও কলোসিন্থের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষিগোলকে (Eyeball) অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়—যন্ত্রণা মস্তকোপরি পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বিশ্রামে এবং মস্তক অবনত করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, হাঁটা হাঁটিতে এবং চাপে উপশম হয়। মস্তক অবনত করিলে মনে হয় চক্ষু যেন কোটর হইতে বহির্গত হইয়া যাইবে। এইরূপ লক্ষণ আমরা অনেকটা স্পাইজেলিয়াতেও দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত ক্যামোমিলা, সিড্রন, প্রুনাস স্পাইনোসাতেও সাদৃশ্য রহিয়াছে।

স্পাইজেলিয়া—চক্ষু অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হয়, যন্ত্রণা ভীষণ কর্ত্তন এবং ছিন্নবৎ। যন্ত্রণা চক্ষু এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয় ও সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয় (কলোসিন্থে উষ্ণগৃহে ভ্রমণে এবং চাপে উপশম হয়।

ক্যামোমিলা—ক্রোধবশতঃ স্নায়ুশূলে উত্তম কার্য্য করে, মস্তকের বামপার্শ্বে হয় কিন্তু মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করে ও মুখমণ্ডলে উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। ক্যামোমিলায় যন্ত্রণার সহিত অনেকটা অবশভাব থাকে। ক্যামোমিলা রোগী ভীষণ খিটখিটে এবং স্পর্শাধিক্য হয় সামান্য যন্ত্রণাতেই অস্থির হইয়া পড়ে।

সিড্রন—এই ঔষধের periodicity অর্থাৎ সাময়িকতা অত্যন্ত

বিশেষত্ব যন্ত্রণাও পাল্টাইয়া হয় এবং প্রত্যেহ ঠিক ঘড়ির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয়। ম্যালেরিয়া জনিত যন্ত্রনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। ইহার চক্ষুর যন্ত্রণা সাধারণতঃ চক্ষুর উর্দ্ধভাগে হয় (Supra orbital)।

মস্তক ঘূর্ণন—কলোসিন্থ মস্তক ঘূর্ণনেরও একটি ঔষধ বটে এবং মস্তক ঘূর্ণনের বিশেষত্ব হইতেছে তাড়াতাড়ি বামদিকে মস্তক ঘুরাইলেই রোগীর পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়।

উদরাময় এবং আমাশয়—কলোসিন্থ উদরাময়ে অধিক প্রয়োগ হয় না বরং আমাশয়েই ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মল পীতাভ জাফরাণের ন্যায় অথবা কটাবর্ণ জলবৎ তরল এবং শ্লেষ্মাযুক্ত হয়। তৎপর পৈত্তিক এবং সর্ব্বশেষে রক্ত মিশ্রিত হয়। দন্তোদ্গম-কালীন অধিক হয় (ভয় পাইয়া উদরাময় হয়—জেলসিমিয়াম, ওপিয়ম) ইহা ব্যতীত উদরে ঠাণ্ডা লাগিয়াও হয়, যে কোন প্রকার উদরাময়ই হউক ইহার বিশেষ বিশেষত্ব হইতেছে শূল যন্ত্রণা থাকা চাই। কলোসিন্থের উদরাময় এবং যন্ত্রণা উভয়ই সামান্য কিছু আহারেই কিংবা জলপানেই বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত মলত্যাগের পূর্ব্বেও অত্যন্ত পেট কামড়াইতে থাকে কিন্তু মলত্যাগান্তে, বায়ু নিঃসরণে, উদরে চাপে অথবা উপুড় হইলে উপশম হয়। যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে সমুদায় উদরময় ছড়াইয়া পড়ে এবং বমনের উদ্বেগ হয়, মলত্যাগান্তে শূল যন্ত্রণার যদিও উপশম হয় বটে কিন্তু রোগী অত্যন্ত অবসন্ন ফ্যাকাসে এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

শূল যন্ত্রণা এবং চাপে উপশম এই লক্ষণ দুইটির উপর নির্ভর করিয়া কলোসিন্থ সর্ব্বত্রই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে কোন রোগই হউক এই প্রকার যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে এবং চাপে উপশম হইলে কলোসিন্থকেই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ মনে করিবে।

মার্কিউরিয়াসে মলত্যাগান্তেও যন্ত্রণা এবং কুন্থনের উপশম হয় না। কিন্তু কলোসিন্থে নাক্সভমিকার ন্যায় মলত্যাগের পর উপশম হয়। যদিও

কলেসিন্থে নাক্সভমিকার ন্যায় মলত্যাগের পর উপশম রহিয়াছে কিন্তু নাক্সভমিকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা কলোসিন্থে থাকে না।

ডাক্তার ন্যাস সাহেব বলেন—"My experience has been that it does not as a rule, occur in the first stage of the disease but later, when the disease has not been fully controlled by Aconite, Mercurius, Nuxvomica and that class of remedies, but has extended—upwards to the small intestine."

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে আমাশয়ের প্রথম অবস্থাতেই কলোসিন্থের ব্যবহারের প্রয়োজন অধিক উপস্থিত হয় না। একোনাইট, মার্কিউরিয়াস নাক্সভমিকা অথবা এই শ্রেণীর ঔষধে রোগের বৃদ্ধি আটকাইতে না পারিলে এবং রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কলোসিন্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রথমেই কলোসিন্থের অবস্থা প্রায়ই পাওয়া যায় না কিঞ্চিৎ শেষে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাশা—রক্তমিশ্রিত, শ্লেষ্মাযুক্ত, মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে কুন্থন থাকে এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত কিন্তু মলত্যাগান্তে যন্ত্রণার উপশম হয়। মলত্যাগকালীন রোগী পেট চাপিয়া বসিয়া থাকে।

ডাক্তার বেল সাহেব বলেন।—The characteristic pains of colocynth remains always its prominent indication whether they occur before or after stool or during the interval, it will remove them, and with them usually the whole train of symptoms—Dr. Bell. অর্থাৎ শূল যন্ত্রণা এবং চাপে উপশম—উদরাময় কিংবা আমাশয়ের যে কোন অবস্থাতেই হউক কলোসিন্থ নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল—(Prosopalgia) মনের কষ্ট, ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি অর্থাৎ মানসিক উত্তেজনাবশতঃ মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল উৎপন্ন হইলে কলোসিন্থ প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় আক্রান্ত পার্শ্ব যেন খসিয়া যাইতে চাহে। যন্ত্রণা মুখমণ্ডল পেশীর সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় বিশ্রামে এবং উত্তাপে উপশম হয়। যন্ত্রণার তরুণ অবস্থায় কলোসিন্থ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মুখমণ্ডলীর স্নায়ুশূল চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার সাহেব

নিম্নক্রম এবং পুনঃ পুনঃ ঔষধ ব্যবহার করা অনুমোদন করেন না তিনি বলেন ইহাতে অনর্থক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। এতদ্‌বিষয়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিতেছেন—আর্সেনিক ৬ষ্ঠ ডাইলিউসনেই রোগ বৃদ্ধি করে।

If prosopalgia treated with lower attenuations, we shall often produce Homoeopathic aggravations whose occurr-ence it is impossible to deny. For this reason it is a general rule better to employ the higher attenuations and not to repeat the dose too often. In Arsenic, especially we have seen aggravation occasioned by the sixth triturations. Among individuals who are afflicted with prosopalgia, these aggravations can easily be accounted for by the extreme irritability of the nerves—Dr. Bahaer.

ডাক্তার বেয়ার সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যাহাদিগের স্নায়ু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য যেমন ক্যামোমিলা রোগী তাহাদিগের প্রতি নিম্নক্রমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবারই কথা। সেই হেতুই শূল বেদনায় ক্যামোমিলা ২০০ ক্রম একমাত্রা সচরাচর ব্যবহার হয়। তিনি আর এক স্থানে বলিতেছেন—This however, is not always the cause of aggravation, which known to be occasioned by large doses in the case of robust individuals. অর্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট শক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেতে আবার ইহা তত অধিক খাটে না।

বঙ্খসন্ধিবাত (Ischias-Rheumatic affection of the hip joint)—কলোসিন্থ বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের বঙ্খ সন্ধি বাতরোগের একটি প্রধান ঔষধ। হাঁটিতে গেলেই রোগী চিঁড়ক মারা যন্ত্রণা বোধ করে কাজে কাজেই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং ক্রমশঃ আক্রান্ত স্থান ভার ও অবশ হইয়া আইসে এবং অত্যন্ত ভীষণ খিলধরা যন্ত্রণা হয়, মনে হয় আক্রান্ত স্থান যেন যাঁতায় পিশিয়া ফেলিতেছে। রোগী এতদ্‌ অবস্থায় যন্ত্রণাযুক্ত স্থান চাপিয়া, হাঁটু গুটাইয়া শুইয়া থাকে (ব্রাইওনিয়া)

এতদ্‌ যন্ত্রণা সম্বন্ধে ডাক্তার বেয়ার সাহেব কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—The four leading remedies for Ischias,

the effect of which has been verified in many instances are —Colocynth, Rhustox, Lycopodium and Arsenicum. Colocynth is particularly adpated to the recent cases. The pain sets in suddenly in all its fierceness, it is a constant pain becoming intolerable only in paroxysms excited at once by cold and motions at the same time a feeling of numbness is experienced in the whole extremities. Rhustox is very seldom adapted to quite recent cases but comes into play when the pain is attended with heaviness, lameness and even actual paralysis of the affected parts. Lycopodium in more chronic cases, the pain is chiefly burning or fine stinging pain with complete intermission, aggravated by motion, with lameness of the extremity, specially if the bowels have become very much constipated in consequence of the distressing affection.

Arsenic—If the pains are marked by complete intermission, break out with typical regularity, exacerbate every night even to an unbearable degree of intensity, they are burning tearing pain, are increased by vigorous and alleviated by gentle movements excited by cold and momentarily moderated by warmth. The patient is very restless and quite unable to remain long in the same position.

অর্থাৎ কলোসিন্থ তরুণ বঙ্ক্ষসন্ধিপ্রদাহের (Hip-joint disease) একটি উপযুক্ত ঔষধ। যন্ত্রণা সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে এবং সময় সময় হঠাৎ এতঅধিক হয় যে রোগী সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রণা ঠাণ্ডাতে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত অংশের সকল স্থান ব্যাপিয়া অবশ বোধ করে। রাসটক্স ইহা কলোন্থি-অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় ব্যবহার হয় ইহা ব্যতীত রাসটক্সে আক্রান্ত অংশ ভার এবং পঙ্গু বোধ হয় ও ক্রমশঃ প্রকৃত পক্ষাঘাতের অবস্থায় পরিণত হইতে থাকে। লাইকোপডিয়াম রাসটক্স অপেক্ষা আরও পুরাতন অবস্থায়

প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা জ্বালাকর অথবা সূক্ষ্ম হুলবিদ্ধবৎ আবার এক এক সময় যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। যন্ত্রণা বিশ্রামে বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চালনে উপশম হয়। এতদ্‌সহ অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক—যন্ত্রণার সম্পূর্ণ বিরাম হয় এবং পুনরায় ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় মত ফিরিয়া আইসে অর্থাৎ ইহার যন্ত্রণা পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া হয়। যন্ত্রণার প্রবলতা সকল সময় সমান থাকে না। দ্বিপ্রহর ১২টা হইতে ২টায় কিংবা রাত্রি ১২টা হইতে ২টায় অধিক হয়, ইহা ব্যতীত অত্যধিক সঞ্চালনে এবং ঠাণ্ডাতে অধিক হয়, মৃদু সঞ্চালনে এবং উত্তাপে উপশম হয়। যন্ত্রণা জ্বলন সদৃশ এবং ছিন্নবৎ। রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির একস্থানে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইসিউসন—আমাশা শূলযন্ত্রণা ইত্যাদিতে ৬ষ্ঠ ক্রম। স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় ৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক—(আমাশায়) মার্কিউরিয়াস সল যখন অত্যন্ত কোঁথানি থাকে।

রোগের বৃদ্ধি—ক্রোধ, বিরক্ত এবং মনক্ষোভে।

রোগের উপশম—জোরে চাপে এবং সম্মুখ দিকে উপুড় হইলে।

রোগীর বিবরণ

১। ছাতার বাঁটের কার্য্য করে, বয়স ২৮ বৎসর হইবে, দীর্ঘাকৃতি একটি লোক আমার ডাক্তারখানার নিকটেই বাস করে, পেটে অত্যন্ত শূল যন্ত্রণা হইতেছে, একটি স্ত্রীলোক (বোধ হয় বাড়ীওয়ালী) আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল

দেখিলাম লোকটি একটি খাটভাঙ্গা পায়া পেটে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি লোকটিকে আমার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিলাম। বাড়ীর আর আর লোকেরা বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, লোকটি আজ ৩ দিন হইতে এই একপ্রকার অবস্থাতেই আছে, ভয়ে কোন খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে ভরসা পাইতেছে না সময় সময় যন্ত্রণা যখন অত্যন্ত অধিক হয় তখন ঐ কাষ্ঠদ্বারা চাপিয়া ধরে এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধিকালীন বমনের উদ্বেগ হয়। জানিতে পারিলাম রোগের আরম্ভের দিন কার্য্য করিতে করিতে একজন লোকের সহিত অত্যন্ত বচসাও হইয়াছিল এবং সেই দিবস কয়েকবার ভেদ বমন হইয়া তৎপর এই শূল বেদনা আরম্ভ হয়। লোকটি বলিল যন্ত্রণা সকল সময় থাকে না। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় এবং আপনা হইতেই হ্রাস হইয়া যায়। যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হয়। যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে হঠাৎ চলিয়া যায় এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বেলেডনা ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া আমি সেই দিবস চলিয়া আসিলাম। তৎপরদিন সংবাদ পাইলাম কিছুই উপকার হয় নাই এক ভাবেই রহিয়াছে। আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া কলোসিন্থ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসান প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার করিয়া এইরূপ ৪ বার সেবন করিতে দিলাম তৎপর যন্ত্রণা উপশম হইলে প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে ব্যবস্থা দিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম। পর দিবস জানিতে পারিলাম আর যন্ত্রণা হয় নাই এবং রোগী সুস্থ বোধ করিতেছে। এইস্থলে প্রথমেই কলোসিন্থ দেওয়াই উচিৎ ছিল। যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া যদিও বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু বেলেডোনার রোগী পেটে চাপ দেওয়া দূরে থাকুক হস্তের স্পর্শ করিতেই দিতে চায় না, কাজে কাজেই বেলেডোনা এইরূপ শূল যন্ত্রণার ঔষধ হইতেই পারে না। কলোসিন্থই ইহার উপযুক্ত ঔষধ কারণ চাপে উপশম এবং ক্রোধবশতঃ রোগ উৎপত্তি ইহা আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ উল্লেখ নাই।

২। এক ব্যক্তি হোমিওপ্যাথিক কিছুই মানিত না বরং উহার পরম শত্রু ছিল। সে বলিয়াছিল, তাহার গাড়ী চড়িয়া চলিবার কালে অথবা পদব্রজে বেড়াইবার কালে ও বামদিকে মস্তক ঘুরাইলে যে শিরোঘূর্ণন হয়, উহা যদি কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আরাম করিতে পারেন তবে সে হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা মানিবে। ঐ রোগের জন্য সে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিস্তর করিয়াছিল কিন্তু কোন ফল পায় নাই। বাম দিকে মস্তক ঘুরাইলে সে যদি কিছু ধরিতে না পাইত তবে সে পড়িয়া যাইত। ডাক্তার এলেন ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ সেবন করাইয়া শীঘ্র আরোগ্য করিয়া তাহাকে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ঘোর বিশ্বাসী করিয়াছিলেন—ডাঃ এলেন।

৩। এক ৩৮ বৎসরের নারী। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু সে গর্ভবতী হয় নাই তাহার পেটে বেদনাবশতঃ সে কয়েক বৎসর শয্যাগত হইয়াছিল। পরে ডাক্তার ট্রুসো পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার দক্ষিণ ওভারি প্রদাহিত ও বড় হইয়াছে। ইহার পর হইতে রোগিনী ভাল করিয়া বেড়াইতে পারিত না। ক্রমে ঐ অর্ব্বুদ বড় হইয়া জরায়ু ও সরলান্ত্রের ব্যবধানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তার ইহার পরে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই রোগ বা ওভেরিয়ান অর্ব্বুদ ভাল হইবে না, তবে বেদনা নাশক ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কিছু সাম্য হইয়া থাকিতে পারে। পরে ডাক্তার ডান্‌হাম্ ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ বেদনার সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ব্যবস্থা দিলেন, তাহাতে তাহার বেদনা নরম পড়িতে লাগিল, এইরূপে ক্রমশঃ রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।—ডাঃ ডানহাম

দেখিলাম লোকটি একটি খাটভাঙ্গা পায়া পেটে চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি লোকটিকে আমার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিলাম। বাড়ীর আর আর লোকেরা বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, লোকটি আজ ৩ দিন হইতে এই একপ্রকার অবস্থাতেই আছে, ভয়ে কোন খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে ভরসা পাইতেছে না সময় সময় যন্ত্রণা যখন অত্যন্ত অধিক হয় তখন ঐ কাষ্ঠদ্বারা চাপিয়া ধরে এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধিকালীন বমনের উদ্বেগ হয়। জানিতে পারিলাম রোগের আরম্ভের দিন কার্য্য করিতে করিতে একজন লোকের সহিত অত্যন্ত বচসাও হইয়াছিল এবং সেই দিবস কয়েকবার ভেদ বমন হইয়া তৎপর এই শূল বেদনা আরম্ভ হয়। লোকটি বলিল যন্ত্রণা সকল সময় থাকে না। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ বৃদ্ধি হয় এবং আপনা হইতেই হ্রাস হইয়া যায়। যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হয়। যন্ত্রণা হঠাৎ আইসে হঠাৎ চলিয়া যায় এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বেলেডনা ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া আমি সেই দিবস চলিয়া আসিলাম। তৎপরদিন সংবাদ পাইলাম কিছুই উপকার হয় নাই এক ভাবেই রহিয়াছে। আমি আর সময় নষ্ট না করিয়া কলোসিন্থ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসান প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একবার করিয়া এইরূপ ৪ বার সেবন করিতে দিলাম তৎপর যন্ত্রণা উপশম হইলে প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে ব্যবস্থা দিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম। পর দিবস জানিতে পারিলাম আর যন্ত্রণা হয় নাই এবং রোগী সুস্থ বোধ করিতেছে। এইস্থলে প্রথমেই কলোসিন্থ দেওয়াই উচিৎ ছিল। যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া যদিও বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু বেলেডোনার রোগী পেটে চাপ দেওয়া দূরে থাকুক হস্তের স্পর্শ করিতেই দিতে চায় না, কাজে কাজেই বেলেডোনা এইরূপ শূল যন্ত্রণার ঔষধ হইতেই পারে না। কলোসিন্থই ইহার উপযুক্ত ঔষধ কারণ চাপে উপশম এবং ক্রোধবশতঃ রোগ উৎপত্তি ইহা আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ উল্লেখ নাই।

২। এক ব্যক্তি হোমিওপ্যাথিক কিছুই মানিত না বরং উহার পরম শত্রু ছিল। সে বলিয়াছিল, তাহার গাড়ী চড়িয়া চলিবার কালে অথবা পদব্রজে বেড়াইবার কালে ও বামদিকে মস্তক ঘুরাইলে যে শিরোঘূর্ণন হয়, উহা যদি কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আরাম করিতে পারেন তবে সে হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা মানিবে। ঐ রোগের জন্য সে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিস্তর করিয়াছিল কিন্তু কোন ফল পায় নাই। বাম দিকে মস্তক ঘুরাইলে সে যদি কিছু ধরিতে না পাইত তবে সে পড়িয়া যাইত। ডাক্তার এলেন ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ সেবন করাইয়া শীঘ্র আরোগ্য করিয়া তাহাকে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ঘোর বিশ্বাসী করিয়াছিলেন—ডাঃ এলেন।

৩। এক ৩৮ বৎসরের নারী। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু সে গর্ভবতী হয় নাই তাহার পেটে বেদনাবশতঃ সে কয়েক বৎসর শয্যাগত হইয়াছিল। পরে ডাক্তার টুসো পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার দক্ষিণ ওভারি প্রদাহিত ও বড় হইয়াছে। ইহার পর হইতে রোগিনী ভাল করিয়া বেড়াইতে পারিত না। ক্রমে ঐ অর্ব্বুদ বড় হইয়া জরায়ু ও সরলান্ত্রের ব্যবধানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক এলোপ্যাথিক ডাক্তার ইহার পরে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই রোগ বা ওভেরিয়ান অর্ব্বুদ ভাল হইবে না, তবে বেদনা নাশক ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কিছু সাম্য হইয়া থাকিতে পারে। পরে ডাক্তার ডান্‌হাম্ ২০০ ক্রমের কলোসিন্থ বেদনার সময় ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ব্যবস্থা দিলেন, তাহাতে তাহার বেদনা নরম পড়িতে লাগিল, এইরূপে ক্রমশঃ রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল।—ডাঃ ডানহাম

কলচিকম (Colchicum)

ইহার সম্পূর্ণ নাম কলচিকম অটমনেলি। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ মৎস্য মাংস এবং ডিম্ব রন্ধনের গন্ধ এবং দর্শন সহ্য করিতে পারে না—বমনের উদ্রেক হয় এবং এমন কি সময় সময় মূর্চ্ছার উপক্রম হইবার সম্ভাবনা হয়। (Nausea and faintness from the odor of cooking food, especially fish, eggs or fat meat)।

২। নিম্নোদর ভীষণ ফাঁপিয়া উঠে মনে হয় পেট ফাটিয়া যাইবে। (abbomen in immensely distended, feelling as if it would burst)।

৩। নিম্নোদর এবং পাকস্থলী বরফের ন্যায় শীতল অথবা অগ্নির জ্বলন বোধ (Burning or icy coldness in stomach and abdomen)।

৪। শরৎকালীন আমাশয়—অন্ত্রের চাঁচানি সদৃশ প্রচুর সাদা শ্লেষ্মা মল (Autumnal dysentery, discharges from bowels contain white shreddy particles in large quantities, white mucous, "scraping of intestines.")

৫। বাত এবং গেটে বাতের উত্তম ঔষধ—বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলে ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থান স্পর্শে অথবা সঞ্চালনে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

৬। প্রস্রাব স্বল্প অথবা অবরোধ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালির ন্যায়, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত পচা রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপযুক্ত অথবা এলবিউমেন এবং শর্করা যুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃষ্টপুষ্ট শরীরবিশিষ্ট বাত ধাতুগ্রস্ত এবং বৃদ্ধলোকদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। আলো, গোলমাল, তীব্র গন্ধ ইত্যাদি ভাল বোধ করে না।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কলচিকম দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

প্রথমতঃ—পাকাশয় এবং অন্ত্রের উত্তেজনা ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পায়। প্রবল ভেদ ও বমন উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব শরীর হিমাঙ্গ নীলবর্ণ ও খিলধরা ইত্যাদি কলেরার সমুদায় লক্ষণ আনয়ন করে।

দ্বিতীয়—পাকাশয় এবং অন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন করতঃ আমাশয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় তদহেতু অন্ত্রের গাত্র হইতে চাঁচানি সদৃশ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অনবরত নির্গত হইতে থাকে। এই উভয় অবস্থাতেই পেশীর দুর্ব্বলতা এবং ভীষণ বমনেচ্ছা আনয়ন করে।

তৃতীয়তঃ—মূত্রগ্রন্থিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করতঃ মূত্র অবরোধ আনয়ন করে।

চতুর্থতঃ—সূত্রবৎ তন্তুর প্রদাহ এবং বাত উৎপন্ন করে।

দুর্ব্বলতা—(Debility) দুর্ব্বলতায় যদিও কলচিকমের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে দুর্ব্বলতার আবার বিশেষত্ব রহিয়াছে—তাহা হইতেছে অনিদ্রা হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা, যেমন একজন লোক হয়ত প্রত্যহ রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রা যাইত এবং এই সময়ে নিদ্রা যাওয়া তাহার ধাতুগত হইয়া গিয়াছে যদি সে উক্ত সময়ে নিদ্রা না যাইয়া রাত্রি ১টার সময় নিদ্রা যায় তাহা হইলে সে তাহার অভ্যাসগত সময়ের মধ্যে নিদ্রা না যাওয়া হেতু পরবর্ত্তী প্রাতে নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং নিস্তেজ অনুভব করে। এমন কি হাটিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়, সঙ্গে

সঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, মুখের বিস্বাদ ইত্যাদি উপস্থিত হয় অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ উৎপন্ন হয় এই প্রকার অনিদ্রা হেতু দুর্ব্বলতায় এবং রোগে কলচিকমের বিষয় স্মরণ করিবে। অনিদ্রা হেতু এইপ্রকার লক্ষণ অনেকটা আমরা নাক্সভমিকায় দেখিতে পাই বটে কিন্তু কলচিকমে যে দুর্ব্বলতা হয় তাহা নাক্সভমিকা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ইহা ব্যতীত কলচিকমে আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ অত্যন্ত প্রবলরূপে বর্ত্তমান থাকে "তাহা হইতেছে রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমনের উদ্রেক।" ইহা অন্য কোন ঔষধে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না (odor of food cooking make the patient sick)।

মানসিক লক্ষণ—কলচিকম রোগী অত্যন্ত খিটখিটে এবং রাগী সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়। কোন জিনিষের গন্ধ এবং আলোক, গোলমাল ইত্যাদি আদৌেই সহ্য করিতে পারে না। নক্সভমিকায় মানসিক লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। কলচিকম সচরাচর বাত ধাতুগ্রস্থ আর নাক্সভমিকা সচরাচর অজীর্ণ রোগগ্রস্থ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

টাইফয়েড ফিবার—টাইফয়েড জ্বরে কলচিকমের প্রয়োগ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক গ্রন্থকার—বেয়ার, ন্যাস ইহারা কেহই এই বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ডাক্তার কেণ্ট যদিও কোন কোন স্থানে কিছু কিছু বলিয়াছেন কিন্তু তাহাও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন কলচিকমকে টাইফয়েড জ্বরে আর্সেনিক এবং চায়নার মধ্যস্থলে স্থান প্রদান করিয়াছেন কারণ কলচিকমে আর্সেনিকের দুর্ব্বলতা এবং চায়নার পেটফাঁপা এই উভয় অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকে। কলচিকমের টাইফয়েড জ্বরে প্রথম হইতেই রোগীর জ্ঞান (intellect) অপরিষ্কার হইয়া আইসে অথচ কথার উত্তরে কোন ভুল থাকে না এবং বেশ পরিষ্কার উত্তর দেয়, দেখিলে মনে হয় না যে রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন (stupor) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী যে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে সে ভাবও পরিষ্কার প্রকাশ থাকে না ইহা ব্যতীত মৃত্যু ভয় টাইফয়েড জ্বরে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেইপ্রকার অবস্থাও কিছুই থাকে না। চক্ষু বিস্তারিত হয়, আলো সহ্য করিতে

পারে না এবং কপালে ভিরেট্রামের ন্যায় শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। পেশী সমুদায় এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, রোগী বালিস হইতে হস্ত উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলে তাহা যেন অসাড়বৎ পড়িয়া যায়। রোগীর চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী এবং বিবর্ণ হয়, নাসিকাগ্র ঠেলিয়া উঠে, মুখমণ্ডল চুপ্‌সিয়া যায়, নাসারন্ধ্র শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, জিহ্বা আড়ষ্ট এবং বহিষ্করণে অসমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত রোগের পরিণাম অবস্থায় জিহ্বার বিশেষতঃ মূলদেশ নীল আভা যুক্ত হয় রোগী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বাকশূন্য হইয়া আইসে, শ্বাস প্রশ্বাস শীতল হয়। বমন অপেক্ষা বমনোদ্রেক ভাব অত্যন্ত অধিক প্রবল থাকে এতদ লক্ষণ সমূহের সহিত অস্থিরতা, পায়ে খিলধরা, শরীর উষ্ণ অথচ হস্তপদ শীতল, পেট ফাঁপা, অসারে এবং পুনঃ পুনঃ জলবৎ তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। কলচিকমের টাইফয়েড জ্বরে পেটফাঁপা অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং কোন খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের গন্ধ রোগী সহ্য করিতে পারে না, বমির উদ্রেক হয়। এই লক্ষণ দুইটীকে (পেট ফাঁপা এবং খাদ্যদ্রব্য রন্ধনের গন্ধে বমির উদ্রেক) কলচিকমের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে।

কার্ব্বভেজ—শ্বাস প্রশ্বাসের শীতলতা, পেটফাঁপা এবং দুর্ব্বলতা বিষয়ে কলচিকমের সহিত কার্ব্বভেজের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু কার্ব্বভেজ জীবনী-শক্তিরঅবসানকালে যখন রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ এবং শীতল হইয়া আইসে তখন ইহা ব্যবহারে উৎকৃষ্ট কার্য্য পাওয়া যায়। রোগী হিমাঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া থাকে নারী খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না অথবা সেতারের তারের ন্যায় মিন মিন করিতে থাকে নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান কিংবা কেবল হাঁটু এবং পদদ্বয় শীতল হয়। জলবৎ তরল দাস্ত থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু ইহা কার্ব্বভেজের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ নয় অনেক সময় হয়ত দাস্ত থাকেই না কিংবা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা ঘোর কটাবর্ণ এবং ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

গেঁটে বাত এবং বাত—কলচিকম যে গেঁটে বাতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই কিন্তু ইহার কার্য্য কতদূর স্থায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। গেঁটে বাতে সচরাচর

মূল অরিষ্টই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু মূল অরিষ্ট প্রয়োগে রোগ কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে না ইহাতে কেবলমাত্র সাময়িক উপশম হয় ইহা ব্যতীত কেহ কেহ বলেন উক্তরূপ মূল অরিষ্ট ব্যবহারে অনেক সময় অন্য রোগের সৃষ্টি হয় নতুবা গেঁটেবাতের আক্রমণের আশঙ্কা অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ডাক্তার পেরিয়ারা (Dr Pariara) একস্থানে লিখিতেছেন—That Colchicum alleviates a paroxysm of gout but the alleviation is palliative not curative. It has no tendency to prevent a speedy recurrance of the attack, nay according to Sir Charles Scudamore it renders the disposition of the disease much stronger in the system—(Hughes) গেঁটেবাতের কেবল তরুণ অবস্থায় অথবা যন্ত্রণাকালীন কলচিকম উপকার দর্শাইতে সক্ষম হয়। রোগ পুরাতন হইলে কলচিকম মূল অরিষ্ট কিছুই কার্য্য করে না। এতদসম্বন্ধে অর্থাৎ কলচিকম মূল অরিষ্ট অধিক যন্ত্রণায় প্রয়োগের বিষয়ে ডাক্তার রিঙ্গার বলিতেছেন —That a full dose may remove the pain in an hour but Dr. Wood adds that by such practice, the mischief is often transferred to the internal organs. It was supposed that at one time that it might be of parmanent benefit by increasing the elimination of uric acid by the kidney, but Dr. Garrad's investigation seems to have barred this claim. It must thus be concluded that in the ordinary dosage Colchicum acts locally only upon the gout, and like Quinine with ague, may be excess of action suppress it injuriously.

অর্থাৎ ডাক্তার রিঙ্গার বলিতেছেন কলচিকমের অধিক মাত্রায় যন্ত্রণা এক ঘণ্টাতেই উপশম হইতে পারে বটে কিন্তু সেই স্থানেই আবার ডাক্তার উড বলিতেছেন এইরূপ ব্যবহারে রোগ অনেক সময় শরীরের আভ্যন্তরিক প্রদেশে পরিচালিত হইয়া রোগীর অবস্থা আরো অধিক জটিল করিয়া তোলে। এক সময়ে ধারণা ছিল কলচিকম প্রয়োগে শরীরস্থ অত্যধিক ইউরিক এসিডকে প্রস্রাবের পথ দিয়া বহির্গত করাইয়া দিয়া রোগকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয় কিন্তু ডাক্তার গারার্ডের অনুসন্ধানে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে কিন্তু

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে সাধারণ মাত্রায় গাউটের কেবল প্রদাহ স্থানেই কলচিকমের কার্য্য প্রকাশ পায় এবং তদহেতু যন্ত্রণার উপশম করে, অধিক মাত্রায় কুইনাইনে যেমন কম্পজ্বরকে চাপাইয়া দিয়া অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে সেইরূপ অধিক মাত্রা কলচিকমে বাতের যন্ত্রণা অত্যল্প সময়ে চাপাইয়া দিয়া রোগকে অধিক জটিল করে। গাউটের যন্ত্রণা আশু উপকার করিতে হইলে কলচিকম মূল অরিষ্ট বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ জলের সহিত (এক আউন্সে ২০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট) মিশ্রিত করিয়া (compress) অর্থাৎ ভাঁপ দিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শায়। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের বাতেও ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়।

কলচিকমের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে সূত্রময় তন্তুর উপর (Fibrous Tissue)। সূত্রময় তন্তুর প্রদাহ এইস্থলে বাত গেঁটেবাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। Tendons and aponeurosis of muscles, Legaments of Joint এবং periosteum ইত্যাদি সমুদায়ই এক প্রকার fibrous Tissueর অন্তর্গত।

কলচিকমের বাতে আক্রান্ত স্থান অধিক স্ফীত হয় না এবং সময় সময় কিছুই হয় না কিন্তু অত্যন্ত প্রদাহ এবং স্পর্শাধিক্য হয় এমন কি হস্তের স্পর্শ করিতে দেয় না। স্থান হয়ত ঘোর লালবর্ণ কিংবা গোলাপী আভাযুক্ত হয়, অথবা ফ্যাকাসে হইয়া থাকে অঙ্গুলির চাপ দিলে সাদা দাগ হইয়া যায়। প্রদাহ অধিক হইলেও পূঁজোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে সরিয়া সরিয়া বেড়াইবার ভাব অত্যন্ত অধিক বর্ত্তমান থাকে। (with strong tendency to shift from joint to joint).

প্রকৃত কলচিকম বাতে দেখা যায় যন্ত্রণা এক সন্ধিস্থল হইতে আর এক সন্ধিস্থলে অথবা শরীরের একপার্শ্ব হইতে অন্য একপার্শ্বে সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ যন্ত্রণা স্থানান্তরিত হয়। যন্ত্রণা সন্ধ্যায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং রোগী সামান্য নড়াচড়া সহ্য করিতে পারে না, প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণ এবং পরিমাণে অত্যন্ত স্বল্প হয়। যন্ত্রণাকালীন রোগীর মেজাজ বিগড়াইয়া যায় অত্যন্ত খিটখিটে হয়, সামান্য গোলমালে কিংবা কোন জিনিষের তীব্র গন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং যন্ত্রণাও অধিক বৃদ্ধি হয়। বাত এবং গেঁটেবাতে (Gout) কেবল স্থানবিশেষে প্রভেদ—গাউট

সচরাচর পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং হস্তের অঙ্গুলিতেও হয় এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধি রাত্রিতেই অধিক হয়।

অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি গেঁটেবাতের যন্ত্রণাকালীন আর্টিকা ইউরেন্স কিংবা আর্ণিকার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ কম্প্রেস (compress) দিতে ব্যবস্থা দেন এবং এবম্প্রকার প্রয়োগেও আশু উপকার পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইউরিক এসিডের সমাবেশ (accumulation) হেতু কোন স্থান অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত হইলে তাহাতেও আর্টিকা ইউরেন্স মূল অরিষ্টের (এক আউন্স উষ্ণ জলে ১০ ফোঁটা ঔষধ) কম্প্রেসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

হৃদপিণ্ডের রোগ—অনেক সময় বাত এবং গেঁটেবাত হইতে বক্ষঃস্থলে বাত স্থানান্তরিত হয় এবং তাহাতে অধিকাংশ স্থলে কলচিকমই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বাতের পর হৃদপিণ্ডের রোগ অথবা pericarditis অর্থাৎ হৃদাবরণের প্রদাহ হইলেও কলচিকমকে চিন্তা করিবে। এইরূপ স্থলে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সূচীভেদবৎ কিংবা কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় এবং তদহেতু রোগী শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট বোধ করে। মনে হয় বক্ষঃস্থল যেন কোন প্রকার শক্ত বন্ধনীর দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে। হৃদপিণ্ডের এবম্প্রকার অবস্থায় কলচিকমই একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়। কলচিকমের সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের বাতে স্পাইজেলিয়া, ক্যালমিয়া, লেডাম এবং স্পাঞ্জার বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধগুলি বাত হইতে উত্থিত হৃদপিণ্ডের রোগে সচরাচর অত্যন্ত নিম্নক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত ফলপ্রদ।

শোথ এবং এলবিউমিনিউরিয়া—মূত্র অবরোধ হেতু শোথে কলচিকমের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশস্থলে এইরূপ অবস্থায় বক্ষ হৃদকের (Hydrothorax) অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে জল সঞ্চয়ের লক্ষণই অধিক প্রকাশ পায়। প্রস্রাব স্বল্প হয় এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে দেখিতে কালির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং এলবিউমেন যুক্ত। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে কলচিকম ব্রাইট্স ডিজিজ (মূত্রের অণ্ডলালময়ত্ব) জনিত শোথেও ব্যবহার হইতে পারে। ল্যাকেসিসের সহিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে কলচিকমের সাদৃশ্য রহিয়াছে—কারণ

ল্যাকেসিসের মূত্রও কৃষ্ণবর্ণ। অনেক সময় শোথে আর্সেনিক এবং এপিসে ফল না হইলে কলচিকম ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

টেরিবিন্থিনা—মূত্রপিণ্ডের (Kidney) রক্তাধিক্যবশতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা (capilleries) ছিন্ন হইয়া মূত্রপিণ্ড-বস্তি-কোঠরে (pelvis) রক্ত আসিয়া পতিত হয় এবং তদহেতু মূত্র ধোঁয়ার ন্যায় কিংবা রক্তযুক্ত হয় ও প্রস্রাবের tube casts বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে জিহ্বা চকচকে লালবর্ণ হয় যেন জিহ্বা কণ্টকশূন্য (smooth, glossy, red as if deprived of papillae or as if glazed)।

কলেরা—কলচিকম কলেরার একটি মহৎ ঔষধ। এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখিবার পূর্ব্বে কলচিকম দ্বারা বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই তাহা সাইক্লোপিডিয়া অফ ড্রাগ প্যাথোজেনেসী (Cyelopaedia of Drug Pathogenesy vol II page 340) নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৩৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত দুইটি রোগীর বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি—

আমি ফ্লোরিডার অন্তর্গত কোর্ট ডুরাণ্ডে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জনৈক সামুদ্রিক সেনা এসিয়াটিক কলেরার ন্যায় যন্ত্রণায় ভুগিতেছিল। তাহার সর্ব্বদা অণ্ডলালিক বমন ও চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ খুব জোরের সহিত বাহির হইতেছিল। উদরের মাংস পেশী এবং হস্ত ও পদের কেবল সঙ্কোচক পেশীসমূহ (Flexor muscles) আক্ষেপগ্রস্ত ছিল। মুখশ্রী চোপসান, যন্ত্রণা প্রকাশক, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল ও চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত ছিল আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম মত্তভ্রমে ভাইনাম কলচিকম (Vinum Colchicum) এক পাইণ্টের অধিক পূর্ব্বদিনে সেবন করিয়াছিল। এবং সেবনের ২৪ ঘণ্টা পর এইরূপ ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় রোগীর বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুহলোদ্দীপক "১৭ জন লোক এক বোতল ভাইনাম কলচিকম সেবন করে তন্মধ্যে ৭ জন মরিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মৃত্যু বিবরণ—সেবনের ৪৫ মিনিট হইতে দেড় ঘণ্টার মধ্যে বমন আরম্ভ হয়। প্রথমে পাকাশয়ের মধ্যস্থিত খাদ্য পদার্থ সমূহ বহির্গত হইয়া যায়, ক্রমশঃ পিত্ত, শ্লেষ্মা, এবং কলেরার বমনের ন্যায় চাউল ধোয়া সদৃশ

জল বমন হইয়াছিল। যখন বেশী পরিমাণে খাইয়াছিল, তখন ভেদ ও বমন এক সঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল। যদি কম পরিমাণ সেবন করিত তাহা হইলে অস্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত। ভেদ প্রথমে স্বাভাবিক মলের ন্যায় হইয়াছিল। তৎপর পিত্ত মিশ্রিত হইয়া চাউল ধোয়া জলবৎ হয়, অধিক পরিমাণে ফেনা ফেনা এবং চট্‌চটে হইয়াছিল। পাকাশয়ে, উদরে এবং পায়ে আক্ষেপ হইয়াছিল। কয়েকজনের হাঁটুতেও ভয়ানক বেদনা ছিল। মুখশ্রী চোপসান, ওষ্ঠ এবং নাসিকা নীলবর্ণ, কর্ণও ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চক্ষু রক্তাধিক্য এবং প্রসারিত, স্বরভঙ্গ, কথা কহিতে কষ্ট বোধ করে। পা ও পায়ের তলা, হাত এবং হাতের চেটো বরফের ন্যায় শীতল হয়। নাড়ী দ্রুত ১২৫—১৪৫। শ্বাস ক্রিয়া ভারি এবং সহজ অথচ নাড়ীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল ইত্যাদি।

উপরিউক্ত ঘটনায় কলচিকম যে কলেরার একটি উপযুক্ত ঔষধ তাহা পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেছে—ইহা ব্যতীত অধিক বলিতে হইলে ইহাই বলিব যে কলচিকম গেঁটে বাত গ্রস্থ রোগীর কলেরায় উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু এই প্রকার রোগী আমাদের দেশে, ইউরোপ এবং আমেরিকা অপেক্ষা কম। যে সমুদায় রোগীর কলেরা কলচিকমের উদরাময়ের ন্যায় আরম্ভ হয় কিম্বা যেখানে আমাশয়িক ভেদ হইতে ওলাউঠার ন্যায় উদরাময়েও তৎপরে প্রকৃত ওলাউঠায় পরিণত হয় সেই স্থলে কলচিকমকেই সর্ব্বোচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

কলচিকমের কলেরায় আর একটি লক্ষণ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, তাহা হইতেছে চক্ষুর ক্ষত ইহা কলেরায় একটি পরিণাম ফল। এতদলক্ষণেও কলচিকম উত্তম কার্য্য করে।

কলচিকমের সহিত ভিরেট্রাম এবং পডফাইলমের পার্থক্য

কলচিকমে অনেকটা ভিরেট্রাম এবং পডফাইললের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ইহাকে কেহ কেহ এই উভয় ঔষধের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিয়াছেন। শরৎকালীন কলেরায় ইহার কার্য্যকারিতা অধিক। ইহার দাস্ত জলবৎ তরল এবং যন্ত্রণাশূন্য। দাস্তের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ব্বির ন্যায় শ্লেষ্মার চাঁচানি বর্ত্তমান

থাকে। ভয়ঙ্কর পিপাসা মনে হয় গলা জ্বলিয়া যাইতেছে এবং মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব নির্গত হয়। অতিরিক্ত বমন ও বমনেচ্ছা, পাকাশয় বরফ-বৎ শীতল অথবা জ্বালা বোধ। রন্ধন দ্রব্যের গন্ধে বমনেচ্ছার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ভিরেট্রামের মত ইহাতে দুর্দ্দমনীয় পিপাসা, বমন ও বমনেচ্ছা আছে বটে কিন্তু হস্ত পদের ভয়ঙ্কর আক্ষেপ, মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম, চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা কলচিকমে নাই আবার এদিকে পডফাইলামের সহিত যন্ত্রণাশূন্য ভেদের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু পডফাইলামের ন্যায় কলচিকমে প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি এবং পিচকারীর ন্যায় প্রচুর ভেদ নাই। ইহা ব্যতীত পডফাইলামে কলচি-কমের ন্যায় ভয়ঙ্কর দুর্দ্দমনীয় পিপাসাও নাই। শরৎকালীন ওলাউঠায় প্রাতে বৃদ্ধি না হইয়া সন্ধ্যায় ও রাত্রে বৃদ্ধির লক্ষণ থাকিলে পডফাইলামের পরিবর্ত্তে কলচিকম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্মরণ রাখিবে কলেরায় প্রাতে রোগ লক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি পডফাইলাম ভিন্ন অন্য ঔষধে নাই।

আমাশয়—আমাশয়ের কলচিকম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মল সাদা জেলির ন্যায় রক্তের রেখাযুক্ত কিংবা রক্ত মাখা মাখা শ্লেষ্মাযুক্ত। দেখিলে মনে হয় যেন অন্ত্রের গা হইতে শ্লেষ্মার চাঁচানি বাহির হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার মল ক্যান্থারিসেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যান্থারিসের সহিত প্রস্রাবে জ্বলন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। কলসিন্থের মলও অনেকটা এই প্রকারের কিন্তু কলোসিন্থের শূল বেদনা অত্যন্ত ভীষণ এবং চাপে অথবা উপুর হইলে উপশম হয়। কলোসিন্থে কোঁথানি তত অধিক থাকে না। কলচিকমে মল ত্যাগের পূর্ব্বে পেটে শূল বেদনা হয় এবং রোগী উপুড় হইয়া থাকে। মলত্যাগ কালীন ভীষণ কোঁথানি থাকে কিন্তু যন্ত্রণা উপশম হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যেমনি কোঁথানির নিবৃত্তি হয় মলত্যাগের স্থানেই ক্লান্তি হেতু শিশু নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (child falls asleep on the vessel as soon as the tenesmus ceases)।

কলচিকমের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণই হইতেছে—মৎস্য, মাংস, ডিম্ব

অথবা কোন খাদ্য জিনিষের গন্ধে বমির উদ্রেক হয় এবং এমন কি মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। সমুদায় খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অরুচি এমন কি গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। যদি আমাশার সহিত উক্ত লক্ষণ এবং পেট ফাঁপা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে কলচিকম আরও অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহাতে (এই ঔষধে) স্থির অবস্থায় বমনের উদ্রেক অধিক হয় না, প্রত্যেক নড়াচড়ায় এমন কি উঠিয়া দাঁড়াইলেই বমনের ভাব উপস্থিত হয়। রোগী মনে করে কত জিনিষই আহার করিবে এত অধিক ক্ষুধা বোধ করে অথচ খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে আনিলে দর্শনেই এবং এমন কি ঘ্রাণেই ভীষণ বমনের উদ্রেক হয়। (He has appetite for forty different things, but as soon as he sees them or still more, smells them, he shudders from nausea and cannot eat anything)।

উদরাময়—উদরাময় অপেক্ষা আমাশাতেই কলচিকম অধিক প্রয়োগ হয়। পডফাইলমের ন্যায় ইহার উদরাময় যদিও যন্ত্রণা শূন্য কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহাদের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

কলচিকম	**পডফাইলম**
মল—তরল জলবৎ ঈষৎ পীত বর্ণ এবং যন্ত্রণাশূন্য। সাদা ক্ষুদ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিবৎ পদার্থ মিশ্রিত। (Large quantities of white shreddy particles, mixed with white membranous looking matter).	মল পীত বর্ণ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত যন্ত্রণাশূন্য এবং উষ্ণ। পিচকারীর ন্যায় জোরে নির্গত হয়।
বৃদ্ধি—সন্ধ্যায়, রাত্রিতে এবং খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে। বমন এবং এবং পিপাসা অত্যন্ত অধিক।	প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত। বমন অপেক্ষা বমনেচ্ছা অর্থাৎ কাঠ বমি অত্যন্ত অধিক।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—এই বিষয়ে ইহাতে অনেক প্রকার মতভেদ দেখা যায়। ডাক্তার হিউজ গেঁটে বাতে ইহার মূল অরিষ্ট ৫ ফোঁটা করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন কিন্তু ৫ ফোঁটা মাত্রা অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়। সচরাচর গেঁটে বাতে মূল অরিষ্ট ২।১ ফোঁটার অধিক কখনও ব্যবস্থা দিই না। কলেরা, আমাশা, শূল বেদনা এইরূপ স্থলে ৩০ এবং ২০০ ক্রম অধিক ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ব্রাইওনিয়া রস সঞ্চয় হেতু গেঁটেবাত। শোথ রোগে এপিস এবং আর্সেনিকে বিশেষ উপকার না হইলে কলচিকম ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়।

রোগের উপশম—স্থির ভাবে থাকিলে বমি, যন্ত্রণা এবং বমনেচ্ছা অধিক থাকে না। প্রত্যেক সঞ্চালনেই অর্থাৎ নড়া চড়ায় এতদ সমূহ লক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

রোগের বৃদ্ধি—খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের গন্ধে, মানসিক আবেগে এবং পরিশ্রমে।

রোগীর বিবরণ

৭৫ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোককে আমি চিকিৎসা করিতে যাই। স্ত্রীলোকটির হঠাৎ পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রক্তভেদ ও রক্তামাশয় হইতে আরম্ভ হয়। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং মলত্যাগ-কালীন অত্যন্ত কোঁথানি বর্ত্তমান ছিল। একোনাইট, নাক্সভমিকা, ইপিকাক হেমামেলিস ও সালফার ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কিছুই উপকার না হওয়ায় আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এই প্রকারে প্রায় ১২ দিন কাটিয়া গেল এবং রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে বালিস হইতে মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। আমার মনে হইল বোধ হয় বাঁচিবে না শীঘ্রই মারা যাইবে।

গণনা করিয়া দেখিলাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬৪ বার মলত্যাগ হইয়াছে এবং ইহাও দেখা গেল যন্ত্রণা, মলত্যাগ এবং অন্যান্য সমুদায় রোগ লক্ষণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়াছে (ইহাও কলচিকমের একটী পরিচায়ক লক্ষণ)। কিন্তু রোগকালীন "রোগী খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের গন্ধ সহ্য করিতেই পারিত না। বমনের উদ্রেক হইত এই অদ্ভুত লক্ষণটী সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল এবং এমন কি ইহার জন্য সকল সময় অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রন্ধন ঘরের দরজা আটকাইয়া রাখা হইত। তৎকালে আমার মেটেরিয়া মেডিকা ভাল জানা ছিল না বলিয়াই প্রথমতঃ আমি এই লক্ষণটির প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টি-পাতই করি নাই এবং চিন্তাও করি নাই। আমার গাড়ীতে ডাক্তার লিপির লিখিত একখানা মেটেরিয়া মেডিকা ছিল, আমি তাহা লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া উক্ত অস্বাভাবিক লক্ষণটী পুস্তকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম বেশ বড় বড় অক্ষরে কলচিকমে উহা লেখা রহিয়াছে। ঔষধের বাক্স খুলিয়া দেখি দুর্ভাগ্যক্রমে ঔষধটি নাই। আমি তখন বাড়ী হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত, অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম কি করা যায়, দেখিলাম আমার গাড়ীর বসিবার বাক্সের নীচে কিছু ঔষধ ছিল এবং ঔষধগুলি বহুদিনের বলিয়া ব্যবহার করিতাম না। কি করিব বাধ্য হইয়া তাহা হইতে ২০০ ক্রম কলচিকমের কয়েকটী বটিকা দিয়া সেইদিন চলিয়া আসিলাম কিন্তু আসিবার সময় পথিমধ্যে ২।৩ বার গাড়ী থামাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই, কারণ ঔষধগুলি মহাত্মা ক্যারোল ডানহামের প্রস্তুত এবং যে পুস্তক হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়াছি তাহাও মহাত্মা লিপির লিখিত, ইহাতে নিশ্চয়ই রোগ উপশম হইবার কথা। যাহাই হউক এই প্রকারে সেই দিবস কাটিয়া গেল। তৎপরদিন প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গাড়ী ডাকাইয়া প্রথমেই সেই রোগীর গৃহাভিমুখে চলিলাম যাইতে যাইতে ভাবিলাম হয়ত রোগী ইতিমধ্যে মরিয়া গিয়াছে, যদি বাঁচিয়া থাকে ইহা চিন্তা করিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বাড়ীর নিকট পৌছিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণের সহিত রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখিলাম রোগী ধীরে ধীরে বালিশে মস্তক পরিবর্ত্তন করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—"আমি আজ অনেকটা ভাল আছি। দুই-বার মাত্র ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম এবং ২ বার দাস্ত হইয়াছে। এইরূপে কয়েক দিবসের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় (ডাক্তার ন্যাস)। উল্লিখিত

রোগীতে খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ লক্ষণটি কি প্রকার মূল্যবান তাহাই দেখান হইতেছে।

২। স্কুল শিক্ষকের পত্নী বয়স প্রায় ৩২ হইবে—বাতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহার পুত্র আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বাতের সঙ্গে জ্বরও বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত রোগা এবং লম্বা ও খিটখিটে প্রকৃতির। শরীরের সমুদায় সন্ধিস্থল অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। রোগী এপাশ ওপাশ করিতে পারে না। সমুদায় শরীর যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণা রাত্রিতেই অধিক বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। কিঞ্চিৎ কাশিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি তাহাকে প্রথম দিবস ব্রাইওনিয়া ৩০ ক্রম প্রয়োগ করিয়া চলিয়া আসিলাম কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। রাসটক্স প্রয়োগ করিলাম তাহাতেও কিছুই উপশম হইল না। তৎপর ক্রমশঃ আর্ণিকা ইত্যাদি আরও কয়েকটি ঔষধ ব্যবহার করা হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু না হওয়ায়, আমি তাহাদিগকে অন্যত্র চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিলাম। বলা আবশ্যক সেই সময় আমার মাতাঠাকুরাণী শয্যাগত, তাহার জন্যও আমি অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যস্ত ছিলাম। তাঁহারা কয়েকদিন কবিরাজী চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকেই চিকিৎসা করিতে বলিলেন। আমি অনেক আপত্তি করিতে লাগিলাম কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই শুনিতে চাহিলেন না। পুনঃ পুনঃ জেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইবারও পূর্ব্বের ন্যায় রোগী দেখিয়া আসিলাম। আক্রান্ত স্থান সমূহ ঈষৎ লাল হইয়াছে ও ফুলিয়াছে এবং সমুদায় সন্ধিস্থল অল্পবিস্তর আক্রান্ত হইয়াছে। রোগীর পুত্র বলিলেন মার ক্ষুধা একেবারেই নাই। আজ কয়েকদিন যাবৎ গা বমি বমি করিতেছে এবং গতকল্য পথ্যের গন্ধেতেই বমি করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি আর অধিক চিন্তা না করিয়া সেই দিবস কলচিকম মূল অরিষ্ট ৪ ঘণ্টা পর পর সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতেই সংবাদ পাইলাম রোগীর যন্ত্রণা অনেকটা উপশম হইয়াছে। কলচিকম আর মূল অরিষ্ট না দিয়া ৩x কয়েক দিন দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

পডফাইলাম (Podophyllum)

ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ফল এবং তাজা মূলদেশ হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার উইলিয়মসন (Dr. Williamson) প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চদশ ডাইলিউসন দ্বারা ইহার (পডফাইলমের) প্রুভিং অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করণ সম্পাদন করেন কিন্তু এতদ্ব্যতীত পডাফাইলামের ভৈষজ্য গুণাগুণ ডাক্তার হেল এবং এলেন জীব-জন্তুর উপর বিষাক্তের এবং আরোগ্য লক্ষণ হইতেও অনেকটা ইহার ক্রিয়া সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

পডফাইলম পিত্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের প্রতি যাহারা বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারের পর পাকাশয় গোলযোগে ভোগে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

যন্ত্রণা শূন্য তরল পিচকারীবৎ ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, এক একবার ভেদে সমুদায় অন্ত্র যেন ধুইয়া ফেলে।

২। প্রাতঃকালে অতি প্রত্যুষ হইতেই ভেদ আরম্ভ হয় এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে। তৎপর মল স্বাভাবিক হইয়া আইসে।

৩। দন্ত নির্গমনে বিলম্ব—শিশু সর্ব্বদা দন্তের মাড়িতে মাড়িতে ঘসা ঘসি করে। মস্তক উষ্ণ এবং বালিসে মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে—(বেলেডোনা, হেলিবোরাস) (Rolling the head from side to side)।

৪। ভেদ সবুজ তরল জলবৎ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং প্রচুর (ক্যাল-

কেরিয়া কার্ব্ব)। পিচকারীবৎ জোরে নির্গত হয় (জেট্রোফা, গ্যাম্বোজিয়া, ফস্‌ফরাস)। সাদা, অজীর্ণ (চায়না) অথবা পীতবর্ণ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত।

৫। রোগী সর্ব্বদা যকৃৎ প্রদেশে হস্ত বুলাইতে থাকে। (Patient constantly rubbing and shaking the region of liver with his hands).

৬। মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং সময়ে গুহ্য নির্গমন হয়। এতদ-সহ সর্ব্বদা তরল ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রাতঃকালে অধিক হয়। (নাক্সভমিকায় মলত্যাগের পর হয় এবং সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে)।

৭। কোন জিনিষ উত্তোলনে, কোঁথ দিতে (straining) এবং প্রস্রাবে জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। পিত্ত প্রধান লোকদিগের প্রতি যাহারা পাকাশয় গোলযোগে বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহার হেতু অধিক ভোগে তাহাদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। মানসিক অবসাদ, রোগী মনে করে সে মারা যাইবে অথবা শীঘ্রই কোন রোগে আক্রান্ত হইবে। (আর্স)। জীবনের প্রতি বিরক্ত ভাব।

৩। জলবৎ তরল ভেদ ও তৎসহ পদদ্বয়ের ডিমিতে এবং উরুতে ভীষণ খিল ধরা যন্ত্রণা হয়।

৪। দক্ষিণ পার্শ্ব—গলদেশ, ডিম্বাশয় কুক্ষি প্রদেশ অধিক আক্রান্ত হয় (লাইকো)।

৫। দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সেই উরুদেশ দিয়া নিম্নে নামিয়া আইসে ও তৎসহ অসাড়তা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

যকৃৎ—পডফাইলামের কার্য্য যকৃতের রোগে যত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে কোন রোগে তত অধিক প্রকাশ পায় নাই। ইহা হোমিওপ্যাথিক মতে একটি প্রধান পিত্তনিঃসারক বিরেচক (cholagogue purgative) ঔষধ বলিয়া পরিচিত। পডফাইলামের যকৃতে এবম্বিধ কার্য্য আছে বলিয়া ইহাকে পারদ জাতীয় ঔষধের পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে এতদহেতু ইহাকে vegetable mercury বলা হয়। ডাক্তার হিউজ সাহেব বলিতেছেন—My own expectation is that podophylum will be found to act here as we have seen mercury doing in the mouth ie that its irritant influence on the duodenum leads to a copious flow of bile from the gall-bladder and liver.

যখন যকৃতের কার্য্য ভালরূপ হয় না যকৃৎ নিশ্চেষ্ট (torpid) হইয়া থাকে যকৃৎ প্রদেশে যন্ত্রণা হয়, ধীরে ধীরে হস্ত বুলাইলে আরাম বোধ করে। চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ হয়, মুখ বিস্বাদ হয়, জিহ্বা পীত অথবা শ্বেত লেপাবৃত হয়, দন্তের চাপে জিহ্বায় দাগ হয়, মলের বর্ণ প্রায়ই সাদা কিংবা কাদার ন্যায় হয় অথবা পীতবর্ণ জলবৎ হয় সেইরূপস্থলে পডফাইলাম অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে। পডফাইলামে যকৃতের কার্য্যের গোলযোগে যকৃৎ প্রদেশে সর্ব্বদা হস্ত ঘর্ষণ করা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় রোগী দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে হস্ত বুলাইতেছে (The patient is constantly rubbing and shaking the hypochondriac region) এতদসহ মধ্যে মধ্যে বমনোদ্রেক হয় অথচ বমন অধিক হয় না, হইলে পিত্ত বমনই হয়।

মার্কিউরিয়াস সল—যকৃতের বিবৃদ্ধি, নিশ্চেষ্টতা (enlargement and tropidy) ইত্যাদির ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহার মলও অনেকটা শ্বেতবর্ণ কিন্তু মার্কিউরিয়াস সলের মলের সহিত অধিকাংশ সময়েই আমাশয়ের লক্ষণ এবং কুন্থন বর্ত্তমান থাকে এতদ্ব্যতীত রোগী দক্ষিন পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। ইহাতে যদিও মার্কিউরিয়াসের ন্যায় দন্তের চাপে জিহ্বায় দাগ পড়ে কিন্তু এতদবিষয়ে মার্কিউরিয়াস সলই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

চেলিডোনিয়ম—ইহাও একটি যকৃৎ রোগের উত্তম ঔষধ কিন্তু ইহার

বিশেষত্ব সর্ব্বদা দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির নিম্নে যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে (constant pain under the inner angle of right scapula) এতদ্ব্যতীত এই ঔষধটির যাবতীয় রোগই দক্ষিণপার্শ্বে প্রকাশ পায় (লাইকোপোডিয়াম)। মল উজ্জ্বল পীতবর্ণ (bright yellow) অথবা ছাগলের নাদির ন্যায় এবং গাত্রত্বক পীত বর্ণ ইহারও জিহ্বা অনেকটা পডফাইলম সদৃশ পীতবর্ণে লেপাবৃত এবং দন্তের চাপে দাগ পড়ে। মার্কিউরিয়াস সলেও দন্তের চাপে দাগ পড়ে কিন্তু মার্কিউরিয়াসের জিহ্বা বৃহৎ এবং থলথলে।

উদরাময়—পডফাইলাম উদরাময়ের একটি চির প্রচলিত ঔষধ। ইহাতে তিনটি লক্ষণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে। প্রথমতঃ—প্রচুর পরিমাণ ভেদ (Profuseness of the stool)। দ্বিতীয়তঃ—ভেদের দুর্গন্ধতা (offensiveness of the stool) এবং তৃতীয়তঃ—প্রাতঃকালে, উষ্ণ ঋতুতে এবং দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় (aggravation in the morning, hot weather and during dentition)। ইহার সহিত আর দুইটি লক্ষণ যোগ করা যাইতে পারে তাহা হইতেছে—পিচকারীবৎ বেগে মলত্যাগ (gushing) এবং যন্ত্রণাশূন্যতা (painlessness) এই কয়েকটি লক্ষণের সমাবেশ যেস্থলে দেখিতে পাইবে সেইস্থলেই পডফাইলমের বিষয় চিন্তা করিবে এবং পডফাইলমকে চিনিতে হইলে এই কয়েকটি লক্ষণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মলত্যাগের পরক্ষণই পুনরায় উদর মলে পূর্ণ হইয়া আইসে এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রচুর দাস্ত হয় ইহাও এই ঔষধের একটি বিশেষ লক্ষণ।

দুর্গন্ধতা, পরিমাণ এবং যন্ত্রণাশূন্যতায় যদিও পডফাইলমের সহিত চায়নার কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু চায়নার উদরামযের সহিত অত্যন্ত পেটফাঁপা থাকে পডফাইলমে পেটফাপা থাকে না,—চায়নার ভেদ পিচকারী-বৎ হয় না পডফাইলমের হয়। যেখানেই পেটফাঁপাসহ যন্ত্রণাশূন্য উদরাময় থাকিবে সেই স্থলেই চায়নাকে স্মরণ করিবে।

প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি পডফাইলাম ব্যতীত সালফার, ব্রাইওনিয়া, রিউমেক্স, এলোজ, নেট্রাম সালফ, পেট্রোলিয়াম, সোরিনাম ইত্যাদি ঔষধে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পডফাইলমের বিশেষত্ব অতি প্রত্যুষে

ভেদ আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১২।২ টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি থাকে তৎপর স্বাভাবিক হইয়া আইসে। (প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ঔষধসমূহ সালফারে দেখ)

এতদ্ব্যতীত পডফাইলামের উদরাময় গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং দন্তোদ্গমনকালীন বৃদ্ধি হয় কিন্তু দন্তোদ্গমকালীন উদরাময় প্রকাশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনটি লক্ষণের বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে মস্তক চালা, বমনোদ্রেক এবং মাড়িতে মাড়িতে চাপ দেওয়া (Rolling of the heads, gagging or empty retching and pressing the gums together —Phytolacca.

যন্ত্রণাশূন্য পিচকারীবৎ বেগে দাস্ত শুনিলে পডফাইলমের সহিত ক্রোটন টিগলিয়ামের কথা স্মরণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। পডফাইলামে যেমন তিনটি লক্ষণের বিশেষ প্রাধান্য থাকে ক্রোটন টিগলিনিয়ামেও সেইরূপ তিনটি লক্ষণের প্রাধান্য থাকে—তাহা হইতেছে প্রথমতঃ—পীত জলবৎ তরল ভেদ (yellow watery stool) দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ অত্যন্ত পিচকারীবৎ (sudden expulsion coming out like a shot all at once) এবং তৃতীয়তঃ সামান্য খাদ্যদ্রব্য আহারে অথবা তরল দ্রব্য পানে ভেদ বৃদ্ধি (aggravation from the least food or drink)

পীতবর্ণ এবং পিচকারীবৎ মল উভয়ে থাকিলেও কিন্তু ক্রোটনটিগলিনিয়ামের ভেদ অধিক তরল এবং অধিক পিচকারীবৎ। যাহা কিছু থাকে একবারে নির্গত হয়, ইহাতেও যদি ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হয় তাহা হইলে রোগের বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমুদায় ভ্রম ঘুচিয়া যায়—পডফাইলমের যাহাতেই ভেদ বৃদ্ধি হউক পূর্ব্বাহ্ন ১২।১টার পর ভেদ ক্রমশঃ স্বাভাবিক মল হইয়া আইসে। বেগে পিচকারীবৎ অর্থাৎ shooting ভেদে ক্রোটনটিগলিনামের পার্শ্বে গ্রেটিওলাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে আর কেবল পিচকারীবৎ অর্থাৎ gushing ভেদে পডফাইলমের পার্শ্বে জেট্রোফা; থুজা, ক্যালকেরিয়া ফস ইত্যাদি ঔষধসমূহকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

(পডফাইলাম এবং ভিরেট্রামের ও পডফাইলাম এবং কলচিকমের পার্থক্য ভিরেট্রামে দেখ।)

পডফাইলমের ভেদ—জলবৎ তরল অথবা দলা দলা মল মিশ্রিত

পীতবর্ণ অথবা সবুজ, প্রচুর, পুনঃ পুনঃ পিচকারীবৎ, যন্ত্রণাশূন্য এবং ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। এতদ্ব্যতীত জেলিসদৃশ শ্লেষ্মা, রক্তের রেখাযুক্ত অথবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত মলও হয় কিন্তু পীতবর্ণ ভেদেই পডফাইলাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ডাক্তার সারলে (Dr. Sarle) পডফাইলমের সহিত তাহার সমকক্ষ ঔষধ এলোজ এবং সালফারের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"In the morning aggravation of the bowel symptoms," he writes, "Podophylum resembles Aloes and Sulphur, but may easily be differentiated from these. The stool of Aloes is a windy spurt of watery or slimy yellow fecal matter, the desire for which can hardly for an instant be controlled from a seeming if not real weakness of the internal sphincter. Sulphur demands equal haste from tenesmus. It has a brown stool not especially flatulent and neither so scanty as that of Aloes, nor so profuse as that of Podophylum. Podophylum gets its victim up early but not in so great haste as the others, and has a very prefuse, yellowish and greenish, stool—so profuse, indeed that one wonders whence so much can come. It often contains undigested food, and is very offensive to the smell, having sometimes the odor cf carrion.

গুহ্য নির্গমন (Prolapsus ani)—পডফাইলামে মলত্যাগের পূর্ব্বে এবং মলত্যাগের সময়ে গুহ্য নির্গমন হয়। ইহার সহিত ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রাতঃকালে অধিক হয়। শিশুদিগের এইরূপ অবস্থায় ইহা উত্তম কার্য্য করে (when occuring in childhood beautiful results are almost attainable from minute doses of drug—Hughes).

নাক্সভমিকা—মলত্যাগের পরে গুহ্য নির্গমন হয় এবং এতদসহ সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

ইগ্নেসিয়া—ইহার গুহ্য নির্গমনের সহিত অর্শ থাকিতে পারে অথবা না থাকিতেও পারে কিন্তু উর্দ্ধদিকে ভীষণ ঠেলা মারা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে এবং উপুড় হইলে গুহ্য নির্গমন হইয়া পড়ে।

রুটা—মলত্যাগের চেষ্টা করা মাত্রই অথবা শরীর উপুড় করিলে অথবা কোন ভারী জিনিষ উত্তোলন করিলে গুহ্য নির্গমন হইয়া পড়ে। (Prolapsus of rectum immediately on attempting a passage) ইহা গুহ্য নির্গমনের একটি উত্তম ঔষধ।

মিউরেটিক এসিড—ইহাতেও গুহ্য নির্গমন হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব নির্গত গুহ্য অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় এমন কি সামান্য কাপড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না।

এলোজ—মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ কিংবা বায়ু নিঃসরনেই গুহ্য নির্গমন হইয়া পড়ে।

জরায়ু নির্গমন (Prolapsus of uterus)—জরায়ু নির্গমনের পডফাইলমের প্রয়োগ দেখা যায় বটে কিন্তু খুব কম, কোন জিনিষ উত্তোলনে, কোঁথ দিতে (straining) এবং প্রসবে এইরূপ লক্ষণ সময় সময় প্রকাশ পায়। জরায়ু নির্গমনের প্রকৃত ঔষধই হইতেছে সিপিয়া, মিউরেক্স, লিলিয়ামটাই-গ্রিয়াম ইত্যাদি।

দন্তোদ্গমকালীন উপসর্গ (Dentition)—পডফাইলামকে দন্তোদ্গামকালীন উপসর্গের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু ইহার লক্ষণ সমূহ ক্যামোমিলা, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ও বেলেডোনা ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহাতে ক্যামোমিলার ন্যায় মল এবং মানসিক লক্ষণ কিংবা ক্যাল-কেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় মস্তকে ঘর্ম্ম এবং শারীরিক গঠন কিংবা বেলেডোনার ন্যায় রক্তাধিক্যতা এবং শিরঃপীড়া লক্ষণ থাকে না। পডফাইলামে কিন্তু সর্ব্বদা মাড়িতে মাড়িতে ঘসাঘসি করিতে থাকে এবং বালিসে মস্তক এপাশ-ওপাশ চালিতে থাকে ও মস্তক উষ্ণ হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত সময় সময় গোঁ গোঁ শব্দ (moaning) করে। জলবৎ তরল দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ অথবা পীতবর্ণ অথবা পিত্তশূন্য সাদা ভেদ ও তদ্সহ বমনোদ্রেকও বর্ত্তমান থাকে। শিশুর যদি

প্রাতঃকালের দিকেই অধিক ভেদ হওয়া লক্ষণ থাকে সেইরূপ স্থলে পডফাইলাম-কেই উচ্চস্থান দিবে।

ডিম্বাশয় রোগ (Ovarian disease)—দক্ষিণ ডিম্বাশয় রোগে পডফাইলামের প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। যন্ত্রণা দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে আরম্ভ হইয়া সেই পার্শ্বের উরুদেশ দিয়া নিম্নে নামিয়া আইসে এবং এতদসহ সময় সময় অসাড়তা (numbness) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের প্রদাহ অথবা স্ফীতি শুনিলে এপিসকে সচরাচর উচ্চস্থান দেওয়া হইয়া থাকে, এপিসে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, তৃষ্ণাহীনতা এবং মূত্রস্বল্পতা থাকে। বাম ডিম্বাশয়ের রোগে ল্যাকেসিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

তালুমূল প্রদাহ—পডফাইলামেও তালুমূলের প্রদাহ দেখা যায় বটে কিন্তু ইহা কদাচিত ব্যবহার হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদাহ আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (লাইকোপডিয়াম) গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয় এবং তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে ও প্রাতঃকালে যন্ত্রণা অধিক হয়, যন্ত্রণা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

জ্বর

সময়—প্রাতে ৭টা। (প্রাতে ৭ টায় জ্বর পডফাইলামের বিশেষ বিশেষত্ব)।

পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—কটিদেশে যন্ত্রণা হয় এবং পিত্তাধিক্য লক্ষণ ও পাকাশয়ের গোলযোগ প্রকাশ হয়। ইহা এমন কি জ্বর আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হয়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। উভয় কুক্ষিস্থলেই যন্ত্রণা বোধ হয়। ভীষণ কথা বলিতে থাকে, কথার আর বিরাম নাই (great loquacity)।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না শীত অবস্থাতেই দাহ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। উত্তাপ অবস্থা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ অবধি শীত অবস্থা লাগিয়া থাকে। মস্তকে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং ভীষণ পিপাসা বোধ করে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগীর এলোমেলো বকা আরম্ভ হয়। জিহ্বার আর বিশ্রাম

থাকে না, সকল সময় কথা বলিতে থাকে অবশেষে প্রলাপ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং রোগী ঘর্ম্ম অবস্থায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ঘর্ম্মে শিরঃপীড়াও উপশম বোধ করে।

ব্রা—জিহ্বা অপরিষ্কার পীত অথবা শ্বেত লেপাবৃত এবং দন্তের চাপের ছাপ যুক্ত (মার্কিউরিয়াস)। পাকাশয়ের উপসর্গ অত্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। (Gastric Symtoms predominate)।

পডফাইলামের জ্বরের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে যে, শীত অবস্থায় অত্যন্ত কথা বলে এবং ইহা দাহ অবস্থা পর্য্যন্ত থাকে, তৎপর কি বলিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় এবং ঘর্ম্মাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে। এপিসেরও ইহা একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু এপিসের জ্বর অপরাহ্ন ৩টায় আইসে এবং গাত্রে আমবাত প্রকাশ পায়। পডফাইলমের ন্যায় ইউপেটরিয়ামেও ৭টায় জ্বর আইসে বটে কিন্তু ইউপেটোরিয়ামে গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা থাকে।

প্রাতে ৬টায় ভিরেট্রামেও জ্বর আইসে এবং ভেদবমি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ভিরেট্রামের জ্বরে শীতলতা লক্ষণই অত্যন্ত অধিক থাকে যেন উত্তাপ প্রকাশই পায় না এবং তদ্‌সহ ভেদবমির সহিত কপালে শীতল ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

প্রাতে ৭টায় জ্বর এবং পীতবর্ণ ভেদ শুনিলে আমরা পডফাইলামকে অধিকাংশ স্থলে চিন্তা করি কেহ নাক্সভমিকার কথা স্মরণ করিতে পারেন বটে কিন্তু নাক্সের পাকাশয়ের উপসর্গ পডফাইলম অপেক্ষা অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। কাজে কাজেই ইহাদিগের মধ্যে ভুলের কোন সম্ভাবনা হওয়া উচিত নয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—উদরাময়ে ৩০ ক্রম সচরাচর অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে যকৃত রোগে কেহ কেহ নিম্নক্রম ৬x ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। অধিক কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইলে যে কোন কারণ হইতেই উদ্ভুত হউক পডফাইলম মূল অরিষ্ট বিরেচক (purgative) ঔষধরূপে কার্য্য করে।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—এলোজ, চেলিডোনিয়াম, কোলিনসোনিয়া, লিলিয়ামটাইগ্রি, মার্কিউরিয়াস, নাক্স, সালফার।

পডফাইলম—পারদের অপব্যবহারে বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

পডফাইলম—পাকাশয় গোলযোগে ইপিকাক, নাক্সের পর এবং যকৃত রোগে ক্যালকেরিয়া, সালফারের পর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রোগের বৃদ্ধি—অতি প্রত্যুষে (এলো, নাক্স, সালফার) গ্রীষ্মকালে এবং দন্তোদ্গমকালীন।

রোগীর বিবরণ

একজন ভদ্রলোক বয়স প্রায় ৭৬ হইবে, তাঁহার জীবনে কখনই অধিক রোগ হয় নাই। গত জুলাই মাসে শীত হইয়া জ্বর আসিতে আরম্ভ হয় এবং প্রত্যহ প্রাতে জ্বরের সময় দক্ষিণ কুক্ষি প্রদেশে যন্ত্রণা হইয়া জ্বর হইতে লাগিল কুক্ষিপ্রদেশে চাপ দিতে পারিত না, এত অধিক স্পর্শাধিক্য হইয়াছিল। প্রত্যহ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা হইত কিন্তু শীত আরম্ভ হইলে আর থাকিত না। শীত অত্যন্ত অধিক না হইলেও এবং শীত যাইতে না যাইতেই শীতের উপরই উত্তাপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তৎপর সমুদয় শরীর ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। উত্তাপ অবস্থায় অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইত অল্পবিস্তর প্রলাপও বকিত। উত্তাপ অবস্থাতেই ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রিত হইয়া পড়িত। ঘর্ম্ম অত্যন্ত প্রচুর হইত, কথা বলিতে চেষ্টা করিত কিন্তু ঠিক কথা খুঁজিয়া পাইত না, এলোমেলো যাহা হয় বকিত।

জিহ্বা অপরিষ্কার ক্লেদে লেপাবৃত ছিল এবং মুখের স্বাদও অত্যন্ত খারাপ ছিল ও কোন জিনিষেই রুচি ছিল না এমন কি খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া ঘৃণার উদয় হইত। গাত্রে, কটিদেশে যন্ত্রণা এবং ৭টায় জ্বর ইত্যাদি দেখিয়া ইউপেটোরিয়াম প্রয়োগ করা হয় কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র উপকার না হওয়ায় এবং লক্ষণ সমূহ বিশেষরূপ দেখিয়া পডফাইলম ২০০ দেওয়া হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।—এইচ, সি, এলেন।

এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকম

(Antimonium-Tartaricum)

ইহাকে টার্টার এমেটিকও বলা হয়। Emetic অর্থ বমনকারক। Antimonium Tart একটি ভীষণ বমনকারক ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ পাকস্থলী পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত (to clean out the stomach) এণ্টিমনি টার্ট সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় বিরেচক ঔষধ এবং এনিমা (enema) দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী এবং অন্ত্র ধৌত করা হইয়া থাকে। ইদানীং এই প্রকার প্রথা একটি ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে। বিলাসী ভদ্রলোক-দিগের প্রত্যহ enema না লইলে মনের শান্তিই হয় না ; এই প্রকারে ইহা অভ্যাসগত দোষ হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের বিশ্বাস মধ্যে মধ্যে বমন করাইয়া অথবা enema দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার করাইয়া রাখিতে না পারিলে অনেক প্রকার রোগ উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে অর্থাৎ বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখিবার ন্যায় পাকস্থলী কোন প্রকার বিরেচক অথবা বমনকারক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই প্রকার ধৌতকরণ প্রণালী একেবারেই অনুমোদন করি না। এক সময়ে এণ্টিমনিটার্ট বমনকারক ঔষধরূপে উপরিউক্ত বিষয়ে অত্যন্ত ব্যবহার হইত কিন্তু ইদানীং এবম্প্রকার প্রচলন অধিক দেখা যায় না।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ। শ্বাস প্রশ্বাসকালীন ঘড় ঘড় শব্দ হয়। **(When patient coughs there appears to be a large collection of mucous in the bronchi.)**

২। কাসি কিম্বা বমনান্তে শিশু ঝিমাইয়া পড়ে। রোগের সমুদায় উপসর্গে তন্দ্রাভাব ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে। **(great**

sleepiness or irresistable inclination to sleep with nearly all complaints—Nux M. Opi.

৩। শিশু খিটখিটে, স্পর্শ করিলে কিংবা নাড়ী দেখিতে চেষ্টা করিলেই বিরক্ত বোধ হয় (will not let you feel the pulse) সর্ব্বদা ঘ্যান-ঘ্যানানি লাগিয়া থাকে। সদা সর্ব্বদা ক্রোড়ে ক্রোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহে।

৪। মুখমণ্ডল শীতল ফ্যাকাসে পাংশুটে অথবা নীলবর্ণ এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত।

৫। প্রকৃত বমন অপেক্ষা বমনের উদ্বেগ অত্যন্ত অধিক।

৬। বমন—দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন ব্যতীত আর সকল প্রকার অবস্থাতেই বমন হয়, বমনান্তে তন্দ্রা এবং অবসাদ উপস্থিত হয় ও কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্যাঁৎসেতে স্থানে বাস করিয়া রোগের উৎপত্তি হইলে এন্টিমটার্ট তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। শ্বাস বন্ধের উপক্রম—জলে মগ্ন হইয়া ভুজনলীতে শ্লেষ্মার সমাবেশে, ফুসফুসের আশাঙ্কিত পক্ষাঘাতে, কণ্ঠনালীতে বাহ্যিক কোন পদার্থের প্রবেশে সর্ব্বদা তন্দ্রা এবং আচ্ছন্নতা।

৩। সদ্যপ্রসূত শিশুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু শ্বাসকষ্ট এবং নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য (physiological action) এন্টিমনিম-টার্ট compound salt of antimony এবং Potash এই দুই বস্তুর সংযোগে প্রস্তুত এবং এই দুই বস্তুর কার্য্যই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার (circulation) উপর অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। কাজে কাজেই এতদ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস-দ্বয়ের অবসন্নতা উৎপাদনকরতঃ সঞ্চালন ক্রিয়ার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে।

শিরঃপীড়া—এন্টিমনিটার্টের রোগীর মস্তিষ্কের কার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কোন বিষয়ে মনকে স্থির রাখিতে পারে না। সমস্ত যেন গুলাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কপাল উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও রোগী ক্রমশঃই তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এই প্রকার ঘুমঘোর অর্থাৎ তন্দ্রাভাব দ্বিপ্রহরে অধিক হয়। মধ্যে মধ্যে মস্তকের যন্ত্রণাও হয় এবং মনে হয় যেন একটি বন্ধনীর দ্বারা মস্তকের চতুর্দ্দিক (জেলসিমিয়ম, মার্কিউরিয়াস, কার্ব্বলিক এসিড, সালফার) জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। এই প্রকার শিরঃপীড়া মস্তিষ্কের passive congestion-এর একটি সাধারণ লক্ষণ। শীতল বায়ুর স্পর্শে এবং চলাফেরায় রোগীর মস্তকের যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হয় এবং তন্দ্রাভাবও অনেকটা কাটিয়া যায়। ইহা ব্যতীত মস্তক শীতল জলে ধৌত করিয়া দিলেও রোগী বেশ সুস্থ বোধ করে (এন্টিমক্রুডাম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত), মধ্যে মধ্যে দপদপানি যন্ত্রণা বিশেষতঃ মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে অধিক হয় এবং সেই যন্ত্রণা চুয়াল পর্য্যন্ত নিম্নে বিস্তারিত হয়। ইহাকে এক প্রকার ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত অস্থিবাত বলিলেও বলা যাইতে পারে।

মানসিক লক্ষণ—এন্টিমটার্টেও অনেকটা এন্টিমক্রুডামের ন্যায় মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী কাহারো স্পর্শ অথবা তাহার প্রতি কাহারো তাকান পছন্দ করে না, এমন কি ইহার দরুণ অনেক সময় শিশুর তড়কা (convulsion) হইতেও দেখা গিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গের পর শিশুর মেজাজ এত অধিক খিটখিটে হয় যে, তাহার প্রতি সামান্য তাকাইলেই ভীষণ রাগান্বিত হইয়া ওঠে। শিশু তাহার চারিদিকে যাহারা থাকে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরে, কেহ স্পর্শ করিলে কাঁদিয়া উঠে, এমন কি হাত দেখিতে দেয় না (will not let you feel the pulse), সকল সময় ঘ্যান ঘ্যান করে। কোলে কোলে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। (কোলে কোলে ঘুরিয়া বেড়াইলে রোগের উপশম হয়—ক্যামোমিলা)।

মস্তক ঘূর্ণন এবং তন্দ্রাভাব—এন্টিমটার্টের রোগের ইহা নিত্য সঙ্গী এবং এই মস্তক ঘূর্ণন অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমে (alternately) তন্দ্রার সঙ্গে হইতে দেখা যায়। সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছি এন্টিমটার্ট মস্তিষ্ককে গুলাইয়া দেয় (Head becomes confused) এবং রোগী ক্রমশঃ ঘুমন্তভাবাপন্ন হইয়া

আইসে, এই ঘুমস্তভাব (drowsiness) এন্টিমটার্টের একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কখন কখন অনেকটা coma-এর ন্যায় অবস্থা ধারণ করে। ইহা যে কেবল ফুসফুসের পীড়ার সহিত বর্ত্তমান থাকে তাহা নয়। ইহা জ্বর, শিশু কলেরা এবং কলেরায় অর্থাৎ প্রায় সমুদয় পীড়ার সহিতই বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। নিউমোনিয়ায় এন্টিমটার্ট এবং ওপিয়মে অত্যন্ত তন্দ্রাভাব থাকে বটে, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য নিরূপণে ভ্রম হওয়ার কোন কারণ দেখি না যেহেতু ওপিয়মের তন্দ্রাভাবের সহিত মুখমণ্ডলের গভীর আরক্তিমতা, দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনিযুক্ত (stertorous) হয় আর এন্টিমটার্টে মুখমণ্ডল সর্ব্বদা ফ্যাকাসে পাংশুবর্ণ অথবা নীল আভাযুক্ত (cyanotic) হয়, লালভাব কিছুই থাকে না এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনিও কিছুই হয় না। হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ সমুদায় অনুসন্ধান করিলে তন্দ্রাভাবের (drowsiness) তিনটি ঔষধের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় তাহা হইতেছে ওপিয়ম, এন্টিমটার্ট এবং নাক্সমশ্চেটা। এন্টিমটার্টের সহিত ইহাদের তন্দ্রাভাব ব্যতীত আর অধিক কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় না।

পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু রোগ—পীড়কা (eruption) বিশেষতঃ Scarlatina হাম, বসন্ত ইত্যাদি অবরুদ্ধ (snppressed) অথবা পরিষ্কাররূপ প্রকাশ না হইয়া কিম্বা লাট খাইয়া উল্লিখিতরূপ মস্তিষ্কের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা এবং তন্দ্রাভাব ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে সেইরূপ স্থলে এন্টিমটার্ট প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় এবং তদবস্থায় উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট (difficulty in breathing)। রোগীর মুখমণ্ডল নীলাভ কিংবা গভীর লালবর্ণ অর্থাৎ বেগুনে বর্ণ হয় এবং শিশু ক্রমশঃ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আইসে। শরীরের স্থানে স্থানে খেঁচুনি হইতে আরম্ভ হয় এবং বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সমাবেশ হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এতদ লক্ষণসমূহ প্রায়ই রোগের সঙ্কটাবস্থার চিহ্ন জানিবে। এইরূপ অবস্থায় এন্টিমটার্ট প্রয়োগে পীড়কা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া রোগ নিবারণ হয় এবং রোগীর জীবন সম্পূর্ণ রক্ষা পায়।

হুপিং কাশি—এন্টিমটার্ট শিশুদিগের বক্ষঃস্থলের পীড়ার একটি অতি

মূল্যবান ঔষধ। হুপিং কাশি, ব্রোঙ্কাইটিস কিংবা যে কোন কাশিই হউক দন্তোদ্গম হেতু অথবা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক এবং শিশু রাগান্বিত হইলেই যদি কাশির উদ্রেক হয় তাহা হইলে এণ্টিমটার্টকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এণ্টিমটার্টের কাশি আহারের পরই বৃদ্ধি হয় এবং শিশু কাশিতে কাশিতে যাহা আহার করে তৎসমুদায়ই শ্লেষ্মাসহ অথবা কেবল শ্লেষ্মা বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে এবং বমনান্তে ঝিমাইয়া পড়ে, বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ শ্রুত হয়। এণ্টিমটার্ট রোগীর কাশির বিশেষত্বই হইতেছে যে বক্ষঃস্থলে প্রচুর শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং কাশির পর অর্থাৎ শ্লেষ্মা উত্তোলনের পর রোগী নিস্তেজ এবং তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়ে।

ব্রোঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিস—অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় শিশু স্তনপান করিতে করিতে হঠাৎ স্তনের বোঁটা মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠে শ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এইরূপ অবস্থায় শিশুকে সোজা করিয়া ধরিলে (when held upright) এবং ক্রোড়ে করিয়া এদিক ওদিক পায়চারি করিলে আবার সুস্থ হয়। ইহা শিশু ব্রোঙ্কাইটিসের অর্থাৎ capillary Bronchitis এর পূর্ব্বাভাষের পূর্ব্ব লক্ষণস্বরূপ অনেক সময় প্রকাশ পায়। বক্ষঃ পরীক্ষা করিলে ব্রোঙ্কাইটিসের ঘড় ঘড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এণ্টিমটার্ট এইরূপ অবস্থার একটি উপযুক্ত ঔষধ। সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে ব্রোঙ্কাইটিস আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং অচিরেই সমস্ত কষ্টের অবসান হইয়া যায়। শিশুদিগের তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাশিতে এণ্টিম টার্টকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ এমন কি দূর হইতে পর্য্যন্ত শুনা যায়। মনে হয়, কাশির সহিত কত শ্লেষ্মা উঠিবে কিন্তু শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই উঠে না। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে শিশুও ক্রমশঃ ততই অধিক তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং কাশি আর তত পুনঃ পুনঃ না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া আইসে ইহাকে রোগের উপশমের লক্ষণ মনে করিবে না বরং বৃদ্ধির অবস্থার পরিচয় জানিবে। কারণ ফুসফুসদ্বয় অবাদগ্রস্ত হইয়া কার্য্যশূন্য হইয়া আইসে, নাড়ী দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মস্তক ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠে ক্রমশঃ নীল রোগের (Cyanosis) লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে

থাকে, এমত অবস্থায় যত শীঘ্র এন্টিমটার্ট প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল নতুবা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এন্টিমটার্ট এরূপস্থলে নিম্নক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কাশি উৎপন্ন হইলেই ঔষধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে জানিতে হইবে।

এন্টিমটার্ট যে প্রকার শিশুদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধ সেই প্রকার বৃদ্ধদিগেরও বিশেষতঃ—শায়িত অবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্রে (orthopnoea) অথবা ফুসফুসের পক্ষাঘাত আশঙ্কায় (threatening paralysis of the Lungs, in the aged) অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মায় বোঝাই হইয়া রহিয়াছে ভয়ানক ঘড়ঘড়ানি শব্দ শোনা যাইতেছে অথচ শ্লেষ্মা তুলিতে পারিতেছে না। অনেক সময় এইরূপ অবস্থায় এন্টীমটার্টে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না না হইলে ব্যারাইটা কার্ব্ব প্রয়োগ হইয়া থাকে কারণ ব্যারাইটা কার্ব্ব এন্টিমটার্টের অনুপূরক ঔষধ (compelementary medicine)

উপরিউক্ত অবস্থা আমরা মধ্যবয়স্ক লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই না, সচরাচর শিশু এবং বৃদ্ধদিগের মধ্যেই অধিক হয়। শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে (Capillary Bronchitis) এন্টিমটার্টকে একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (In Capillary Bronchitis Tartar Emetic is some times the only remedy from which help may yet be expected—Bahaer)

ইপিকাকও শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের একটি অতি মূল্যবান ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা এন্টিমটার্টের ন্যায় মধ্যবয়স্ক লোকদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে অধিক কার্য্য করে না এবং বৃদ্ধদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে ইহার কিছু উপকারিতা আছে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে ইপিকাকের লক্ষণ প্রথমেই প্রকাশ পায় বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং কাশির সহিত কিছু কিছু শ্লেষ্মাও উঠে, এন্টিমটার্টে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং কাশির সহিত শ্লেষ্মা বিশেষ কিছুই উঠে না। এন্টিমটার্ট সচরাচর ইপিকাকের পর অর্থাৎ শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের দ্বিতীয় অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ আর ইপিকাক প্রথম অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ। উভয় ঔষধেই শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট আছে এবং কাশিতে কাশিতে বমন হইয়া যায় কিন্তু এন্টিমটার্টে তন্দ্রাভাবের বর্ত্ত-

মানতা অত্যন্ত অধিক থাকে ইপিকাকে থাকে না। ইহাও আবার দেখা গিয়াছে এন্টিমটার্টে রোগের উপশম না হইলে হেপার সালফার প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় (in threatening paralysis of the Lungs) এন্টিমটার্টের সমগুণ ঔষধসমূহ—

ল্যাকেসিস—নিদ্রার অব্যবহিত পরই বৃদ্ধি হয় এবং সময় সময় রোগের বৃদ্ধি অবস্থাতেই রোগী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

কেলিহাইড্রিওডিকাম—ফুসফুসের Oedema এবং তৎসহিত বুকে ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত হয়। কাশিতে অধিক শ্লেষ্মা উঠে না বরং যে অল্প পরিমাণ উঠে তাহা সবুজ আভাযুক্ত এবং সাবানের ন্যায় ফেনা ফেনা।

কার্ব্বভেজ—ইহা রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় ব্যবহার হয় কিন্তু শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দের সহিত শীতল শ্বাস প্রশ্বাস বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের নিম্নাঙ্গ পদদ্বয় হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বরফবৎ শীতল হয়।

মস্কাস—অত্যন্ত জোরে জোরে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শব্দ হয় এবং রোগী অস্থির। ইহা বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরের পর অধিক ব্যবহার হয়। নাড়ীর গতি ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া আইসে এবং অবশেষে রোগী মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

সদ্যজাত শিশুর শ্বাসকষ্ট—এন্টিমটার্ট নবজাত শিশুর অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই শ্বাসরোধের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলায় শ্লেষ্মার দরুণ, ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে এবং শিশু নীলবর্ণ হইয়া আইসে।

লরোসিরেসাস—ইহাও নবজাত শিশুর শ্বাসরোধের একটি উত্তম ঔষধ। শিশুর শ্বাসরোধের উপক্রম হেতু মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া যায়। মুখমণ্ডলের পেশীর খেঁচুনি আরম্ভ হয় এবং শিশু খাবি খাইতে থাকে।

নিউমোনিয়া—এন্টিমটার্ট শিশুদিগের ব্রোঙ্কাইটিসের ঔষধ ব্যতীত, প্লুরোনিউমোনিয়ারও (pleuro pneumonia) একটি অতি উৎকৃষ্ট এবং বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ফুসফুসের কতক অংশ পক্ষাঘাত সদৃশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় (are paralyzed) এমন কি বক্ষঃ পরীক্ষা করিলেও ফুসফুসের Hepatized স্থলেও শ্লেষ্মার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়।

শ্বাস প্রশ্বাশের কষ্ট বিশেষতঃ প্রাতঃকালের দিকেই অধিক হয়। এবং রোগীকে শয়ন অবস্থা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কারণ উপবেশন অবস্থায় কিঞ্চিত আরাম বোধ করে। এন্টিমটার্ট Bilious pneumoniaতেও অর্থাৎ যকৃতের দোষসহ নিউমোনিয়াতেও ব্যবহার হয়। রোগীর চক্ষুর শ্বেতাংশ, গাত্রত্বক, মূত্র ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং পাকস্থলীতে হাত দেওয়া যায় না অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোদরে ফাঁপিয়া উঠে, বমনেচ্ছা এবং বমনের উদ্রেক হয়। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত মদ্যপানকারীদিগের নিউমোনিয়াতে এন্টিমটার্ট অনেক সময় প্রয়োগ হয়। এন্টিমটার্ট প্লুরো-নিউমোনিয়াতে (pleuro pneumonia) যে কেবল কাজ করে এমন কোন কথা নহে, ইহা সকল প্রকার নিউমোনিয়ারই একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Tartar emetic is undoubtedly one of the most important remedies in pneumonia but only when it deviates from the normal course. In uncomplicated pneumonia it is scarcely ever indicated in the first stage, not even at the beginning of the second stage. The sphere of action of the drug commences with the resolution of the exudation. If the resolution takes place rapidly and the re-absorptions is slow, the dyspnoea generally becomes quite considerable, because the lungs are unable to remove the copious contents from their cells. Loud and coarse rales are heard over a large surface, in this conditions Tartaremetic will have a full effect—Dr. Bahaer.

এক্ষণে পরিষ্কাররূপে জানিতে পারা যাইতেছে যে, যদি বিভাগ-করণ (resolution) অত্যন্ত শীঘ্র হইতে থাকে এবং শোষণ (reabsorption) ক্রিয়া তদ্রূপ শীঘ্র না হইয়া বরং বিলম্বে হয়, তাহা হইলে এন্টিমটার্টের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে এবং রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। শ্লেষ্মার সমাবেশও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে অথচ ফুসফুসের শ্লেষ্মা উত্তোলনের ক্ষমতাশূন্য হইয়া আসে। কাজে কাজেই

এইরূপ অবস্থায় এণ্টিমটার্টের বিশেষত্ব—শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ানি শব্দ অধিক শ্রুত হয়, এই প্রকার স্থলে এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ করিলে আশু উপকার পাওয়া যাইতে পারে। এতদ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য—যখনই ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মার সমাবেশ হইবে এবং রোগী যদি তাহা উত্তোলন করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে এণ্টিমটার্টের বিষয় চিন্তা করিবে। আমরা এরূপস্থলে সচরাচর ৬x চূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা অধিক দিয়া থাকি।

Regarding the dose, physicians agree most remarkably in the case of the remedy. So far as we know a higher trituration than the third is not advised by any physician. The second trituration in grain doses is probably the most appropriate it never gives rise to nausea—Dr. Bahaer.

ডাক্তার বেয়ার সাহেবের মতে দ্বিতীয় দশমিকই উপযুক্ত কিন্তু আমরা সচরাচর ৩x, ৬x চূর্ণ অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি। এণ্টিমটার্টের প্রতিক্রিয়া (re-action) অত্যন্ত স্বল্প (deficient) এবং দুর্ব্বল বলিয়াই মধ্যবয়স্ক লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে না। ইহার কার্য্য শিশু এবং বৃদ্ধদিগের প্রতি অধিক প্রকাশ হয়।

বসন্ত—(Small Pox) :—এণ্টিমটার্টের যে প্রকার পুঁজবটী (pustules) উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে বসন্তের অনেকটা সাদৃশ্য থাকা হেতু এণ্টিমটার্টকে বসন্তের একটি উপযুক্ত ঔষধ বলা হয়। পীড়কা (Eruption) প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভে ইহা অত্যন্ত উপোযোগী এবং ইহার সঙ্গে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় শুষ্ক কাশি এবং তৎ সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টও বর্ত্তমান থাকে। বসন্ত রোগের সহিত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং তন্দ্রাভাব থাকিলে এণ্টিমটার্টকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করিবে। টীকা দেওয়ার দরুণ কোন প্রকার কুফলাফল হইলে থুজায় উপকার না হইলে এবং সাইলিসিয়ার লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে এণ্টিমটার্টের বিষয় চিন্তা করিবে। বসন্ত, হাম ইত্যাদি জনিত চক্ষু রোগেও এণ্টিমটার্ট প্রয়োগের লক্ষণ প্রকাশ হয় এবং এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ করাও হয়। ডাক্তার হিউজ সাহেব তাহার গ্রন্থে লিখিতেছেন—I myself have invariably used Tartar Emetic (in the first trituration) as the medicine for small pox and have occasion to substitute

any other. I cannot say that it cuts short the disease, it is doubtful whether any remedy can. But it seems to me to conduct the cases in a very satisfactory manner decidedly mitigating all the incidental troubles and leaving (even in non vaccinated subject) very little pitting behind.

অর্থাৎ আমি বসন্ত রোগে এণ্টিমটার্ট ১x চূর্ণ ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ আমাকে আর ব্যবহার করিতেই হয় নাই।

কলেরায়ঃ—ডাক্তার গ্যাস সাহব কলেরায় এণ্টিমটার্টের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে কলেরার একটি অব্যর্থ ঔষধ বলেন,—I have found it nearest a specific for cholera morbus. For more than 25 years, I have seldom found it necessary to use any other, and then only when there were severe carmps, in the stomach and bowels when Cuprum Metalicum relieved. তিনি তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন ২৫ বৎসর যাবৎ কলেরায় এণ্টিমটার্ট ব্যতীত অন্য ঔষধ আমি কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু পাকস্থলী এবং উদরের আক্ষেপ (Cramp) থাকিলে কুপ্রাম মেটালিকম্ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।

এণ্টিমটার্ট কলেরায় ভিরেট্রামের একটি সমকক্ষ ঔষধ এবং অনেক সময় আমরা ভুলক্রমে এণ্টিমটার্টের স্থলে ভিরেট্রাম দিয়া থাকি। ভেদ এবং বমনের অবস্থা ও অবসন্নতা সমুদায়ই প্রায় ভিরেট্রামের ন্যায় কিন্তু কেবল এণ্টিমটার্টে ভিরট্রামের ন্যায়—জল পিপাসা, হস্ত পদের খিল ধরা এবং চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা থাকে না। জলবৎ ভেদ, বমন, বমনেচ্ছা, কোটরাবিষ্ট চক্ষু, তন্দ্রাভাব—এতদ সমুদয় লক্ষণ অনেকটা ভিরেট্রামের ন্যায় হইলেও ভিরেট্রামের জল পিপাসায় এণ্টিমটার্ট, ভিরেট্রাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। যেখানে এই দুইটী ঔষধের পার্থক্য নিরূপনে—গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হইবে সেখানে অগ্রে পিপাসার দিকে দৃষ্টি করা উচিৎ। ভিরেট্রামের রোগী আকণ্ঠ জল পানের জন্য সর্ব্বদা জল চাহে আর এণ্টিমটার্টের রোগীর সেরূপ ভয়ঙ্কর পিপাসা নাই। ভিরেট্রাম এবং এণ্টিমটার্টের অবসাদ—একরূপ

হইলেও এণ্টিমটার্টের শ্বাসকষ্ট ভিরেট্রাম অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্বাসকষ্ট, অবসাদ, তন্দ্রাভাব এই তিনটি লক্ষণই এণ্টিমটার্টের বিশেষ পরিজ্ঞাপক। এবং যে কোন রোগের সহিত এই লক্ষণ সমুহ প্রকাশ থাকিলে এণ্টিমটার্ট তাহাতে উত্তম কার্য্য করিবে। ডাক্তার কাফকা বলেন, যে পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় যখন হৃদপিণ্ডের অবসন্নতা উপস্থিত হয় তখন অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া এণ্টিমটার্ট ব্যবহার করা উচিৎ।

এণ্টিমটার্টের পরিপাক ক্রিয়ার গোলমালের সহিত বমনেচ্ছা, তন্দ্রাভাব এব পচাডিম্বের স্বাদ যুক্ত উদ্গার বর্ত্তমান থাকে,—বমন সবুজ জলবৎ কখন ফেনা ফেনা এবং কখন ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। বমনকালীন কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ও হস্ত কাঁপিতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় ভেদ বমন উভয় এক সঙ্গেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোলাপ্সের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আইসে, হস্তপদ বরফবৎ ঠাণ্ডা হয়, ভেদ জলবৎ তরল এবং পরিমাণেও অত্যন্ত প্রচুর হয়। এই কয়েকটি লক্ষণ থাকিলে—স্বভাবতঃই সকলে ভিরাট্রমের কথা স্মরণ করিবে এবং বাস্তবিকই আমরা অধিকাংশ স্থলেই ভিরাট্রমই প্রয়োগ করিয়া থাকি। পিপাসা এবং তন্দ্রা লক্ষণে—এই দুইটী ঔষধ পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এণ্টিমটার্টে পিপাসা সামান্য, তন্দ্রাভাব অত্যন্ত প্রবল আর ভিরেট্রামে পিপাসা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল,—তন্দ্রাভাব সামান্য।

যদিও কলেরায় এণ্টিমটার্টের এত অধিক লক্ষণ রহিয়াছে তথাপি এই ঔষধটিকে উক্ত রোগে অত্যন্ত অবজ্ঞা করা হয়। কারণ ইহাকে অনেকে প্রকৃত কলেরার ঔষধ বলিতে চাহে না। যেহেতু ইহাতে ভেদ অপেক্ষা বমনের লক্ষণই অত্যন্ত প্রবল থাকে এবং ইহার বমনের বিশেষত্ব যে—বমন সহজে হয় না এবং বমনান্তে রোগীর কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই ইহা কলেরার বমন নিবারণের ঔষধ বলিয়া অধিক পরিচিত।

বমন এবং বমনেচ্ছা—এণ্টিমটার্টে ভয়ানক বমনেচ্ছা—একটি প্রকৃতিগত লক্ষণ, অনেকটা ইপিকাকের ন্যায়। সকল সময় ইহাতে বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকে না। ইপিকাকের বমন যেমন অতি সহজেই হয় এণ্টিমটার্টে সে প্রকার হয় না বরং অত্যন্ত কষ্টের সহিত বহির্গত হয় এবং বমনান্তে রোগী

তন্দ্রায় ঝিমাইয়া পড়ে ও কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়,—ইপিকাকে সর্ব্বদা বমনের ভাব লাগিয়া থাকে এবং বমন হইলেও রোগী সুস্থবোধ করে না। এণ্টিমটার্টে সর্ব্বদা বমনের ভাব লাগিয়া থাকে না এবং বমন হইলে সুস্থ বোধ করে। ইহা ব্যতীত এণ্টিমটার্টে বাম পার্শ্বে শয়নে বমন বৃদ্ধি হয় এবং ডান পার্শ্বে শয়নে উপশম হয়। ইহাদিগের উভয়ের বমন যদিও প্রায় একই প্রকার সবুজ জলবৎ কিন্তু বমনান্তে তন্দ্রাভাব লক্ষণে—এণ্টিমটার্ট ইপিকাক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। যে স্থলেই বমন কাশি, ইত্যাদির পর তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান দেখিবে সেই স্থলেই এণ্টিমটার্টকে প্রাধান্য দিবে।

জ্বর।

সময়—সময় বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। সকল সময় জ্বর আসিতে পারে কিন্তু অপরাহ্ন ৩টা অথবা সন্ধ্যায় অধিক হয়।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—হাই উঠে এবং গা হাত ভাঙ্গিতে থাকে। (yawning and stretching).

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে দাহ অবস্থাও বর্ত্তমান থাকে chill and heat without thirst alternating during the day—আর্স। শীত এবং ঘর্ম্ম অথবা ঘর্ম্ম এবং উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে হয়—এণ্টিমক্রুডাম) অত্যন্ত শীত হয় মনে হয় যেন গাত্রে ঠাণ্ডাজল কেহ ঢালিয়া দিয়াছে। কম্প এবং শীত শীত ভাব সকল সময়েই ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ পায়। শীত অবস্থা অপেক্ষা, দাহ অবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাভাব এবং কপালে ঘর্ম্ম প্রকাশ থাকে।

দাহ অবস্থা—পিপাসা সকল সময় থাকে না কিন্তু দাহ এবং ঘর্ম্মাবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময়ে অত্যন্ত পিপাসা হয়। দাহ অবস্থা অধিক্ষণ স্থায়ী হয় এবং প্রচুর ঘর্ম্মও বর্ত্তমান থাকে।

ঘর্ম্মাবস্থা ঃ—সর্ব্বাঙ্গময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং অনেক সময় সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে।

জিহ্বা—ধারগুলি লাল অথবা জিহ্বার সমস্ত স্থানই লাল এবং জিহ্বাকণ্টক (papillae) সমুহ সমুন্নত থাকে। খাদ্য দ্রব্যের এবং তামাকের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।

নাড়ী—অল্প পরিশ্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠে। শীত অবস্থায় নাড়ীর গতি বেশ জোর এবং বেগবতী থাকে, যেমনি দাহ অবস্থা চলিয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা মৃদু হইয়া আইসে।

এণ্টিমটার্ট—জ্বরের কোন বিশিষ্ট ঔষধ নয় ইহার প্রয়োগও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্বরে এইমাত্র বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সকল অবস্থাতেই তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ অধিক ব্যবহার হয়। ফুস্‌ফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাতে, কাশি উদ্রেক করিতে নিম্নক্রম ৩x চূর্ণ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—লাইকাপোডিয়াম, ভিরেট্রাম এলবাম, ইপিকাক।

রোগের বৃদ্ধি—স্যাঁৎসেতে, শীতল বায়ুতে, রাত্রিতে শয়নে, ঘরের উত্তাপে, বসন্তকালে, ঋতু পরিবর্ত্তনে।

রোগের উপশম—মুক্ত শীতল বায়ুতে, সোজা হইয়া উপবেশনে, গয়ের উত্তোলনে, দক্ষিন পার্শ্বে শয়নে (ট্যাবেকাম)।

রোগীর বিবরণ

নুর মহম্মদ সরকার লেনে রোগী একটী শিশু বয়স ৩ বৎসর। দেখিতে পাইলাম রোগীর পাশের বাড়ীতেই একজন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বাস করিতেছেন এবং ইহাও জানিতে পারিলাম তাঁহার দ্বারা অনেক দিন চিকিৎসা

করা হইয়াছিল, কিন্তু উপকার হয় নাই। হুপিং কাশিতে প্রায় ৩ মাস হইতে শিশুটি ভুগিতেছে,—এবং আমার পূর্ব্বে ২ জন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও কিছুই হয় নাই। রোগীর পিতা বলিলেন শিশু পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আহার করে সমুদায়ই কাশির সহিত উঠিয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম সর্ব্ব প্রথম শিশুর হাম হইয়া জ্বর হয়। হাম সম্পুর্ণ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন কিন্তু তদবধি হইতেই শিশু ভুগিতেছে। হুপিংকাশি কিছুতেই উপশম হইতেছে না। ক্রমশঃই শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং হাঁপানির মত লক্ষণ দেখা দিতেছে। ইহাতে শিশুর পিতামাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। কাশির কোন সময় নাই, কাশির সহিত প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে। আমি প্রথম দিন পার্টুসিন ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া ৩ দিন পর সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া আসিলাম কিন্তু কিছুই হইল না এবং শিশুর পিতা বলিলেন "ইপিকাক ড্রসেরা এবং অন্যান্য আরো অনেক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পার্টুসিন কেহই দেয় নাই"। আমি পুনরায় রোগী দেখিতে চাহিলাম এবং রোগীর বাড়ীর লোক আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বে আমি কাশির আক্রমণ একদিনও দেখি নাই কিন্তু সেই দিবস যাইয়া দেখি শিশু কাশিতেছে, শিশুর পিতা বলিলেন,—"ডাক্তার বাবু এইবার দেখুন কি ভীষণ কাশি"। শিশু কাশিতে কাশিতে বক্র হইয়া যায়, তৎপরে নাক মুখ দিয়া শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে থাকে। শ্লেষ্মা বহির্গত হইলে পর কাশির বিরাম হয় এবং রোগী কাশির পর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও তন্দ্রাভিভূত হইয়া পরে। রোগীর পিতা বলিলেন এই ভাবে আজ ৩ মাস হইতে ভুগিতেছে। "কাশির অবসানে তন্দ্রা লক্ষণ এবং হাম সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ হয় নাই ইহা সন্দেহ করিয়া এণ্টিমটার্ট দেওয়া স্থির করিলাম এবং এণ্টিমটার্ট ষষ্ঠক্রম প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিতে বলিয়া সেইদিন চলিয়া আসিলাম এবং বলিয়া দিলাম ৩ দিন পর সংবাদ দিবেন। তৃতীয় দিবস কাটিয়া গেল কেহই আসিল না, মনে মনে ভাবিলাম, বোধ হয় উপকার হয় নাই; অন্য কোন চিকিৎসক আসিয়াছে। হঠাৎ ৫ম দিবসে সংবাদ পাইলাম যে শিশু অনেকটা সুস্থ আছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কাশি ও অনেকটা উপশম হইয়াছে। আমি আর নূতন ঔষধ কিছুই না দিয়া কেবল মাত্র কয়েকটি সুগারের পুড়িয়া দিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া দিতে বলিয়া দিলাম। জানিতে পারিলাম রোগী ক্রমশঃই আরোগ্য হইয়া

আসিতেছে এবং অবশেষে এণ্টিমটার্টেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। "কাশির পর ঝিমাইয়া পড়া" এণ্টিমটার্টের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ জানিবে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমি একটি বহুদিনের হাঁপানি রোগীর বিশেষ উপকার করিয়াছিলাম। এণ্টিমটার্টের এই লক্ষণটির উপর সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

২। একটি মুসলমান যুবক বয়স ২২ বৎসর; নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে। আমার ডাক্তার খানার নিকট দপ্তরী পাড়ার জনৈক বন্ধুর বাটীতে বাস করিতেছে। সেই সময় কলিকাতায় অত্যন্ত বসন্তের প্রকোপ। যুবকটি হঠাৎ উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সেই বাড়ীর একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত উঠিয়াছে কিন্তু মুখমণ্ডলে এবং বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বসন্ত যেন বসিয়া যাইতেছে আমার এইরূপ মনে হইল। স্থানগুলি কাল কাল বর্ণ হইয়াছে। রোগীর বাড়ীর লোকেরা বলিলেন "বসন্ত যেন লাট খাইয়া গিয়াছে আমাদের এইরূপ বোধ হইতেছে"। আর একটি লক্ষণ দেখিলাম রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, টানিয়া টানিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছে সঙ্গে সঙ্গে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে। রোগী দেখিতেছি এমন সময়ে বাটীর ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক বলিলেন—"গত কল্য হইতে এখন পর্য্যন্ত ৫ বার দাস্ত হইয়াছে, বোধ হয় এতদ হেতুই বসন্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ হইতেছে না"। যুবকটি নিঃঝুম হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কাহারো সহিত কোন প্রকার কথা বলিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং বসন্ত লাট খাইয়া গিয়াছে। এই দুইটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া আমি এণ্টিমটার্টে ৬ মাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং বলিয়া দিলাম প্রত্যেক ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর যেন দেওয়া হয়। তৎপরদিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম রোগী কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইতেছে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনেকটা হ্রাস হইতেছে। আমি সেই ঔষধ পূর্ব্ববৎ সেবন করিতে বলিয়া দিলাম এবং জানিতে পারিলাম রোগী ক্রমশঃই আরোগ্য হইতেছে। যদিও ২।১টি অন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল কিন্তু এণ্টিমটার্টেই রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

৩। প্রায় ৮ বৎসর হইল খিদিরপুরে শীতকালে আমি একটি রোগী দেখিতে যাই। ঐ বৎসর ঐ সময়ে ওলাঠার খুব প্রাদুর্ভাব। কোনও প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্বারা রোগের শান্তি হইতেছিল না। রোগী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। যখন দেখিলাম তখন রোগের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী প্রায় মুমূর্ষাবস্থায় ১২ ঘণ্টা কাল পড়িয়া রহিয়াছে। হৃদপিণ্ডের গতি মন্দ, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে। নিঃশ্বাস শব্দ যুক্ত আর মিনিটে ৬।৭ বার পড়িতেছে। ভেদ, বমি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, আর মধ্যে মধ্যে মুখভঙ্গি করিতেছে। জোরে ডাকিলে জ্ঞান হইত কিন্তু উত্তর দিতে পারিত না। এণ্টিমটার্ট প্রয়োগ করাতে রোগিণী আরোগ্য লাভ করে। বলা আবশ্যক যে ঐ বৎসর খিদিরপুরে অত্যন্ত বসন্ত হইতেছিল। (Dr. Salzar's Cholera)

কেলিকার্ব্ব (Kali-carb)

ইহার আর একটি নাম কার্ব্বনেট অফ পটাস (Carbonate of Potash)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। যন্ত্রণা সূচীভেদবৎ, বিশ্রামে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি (Pain stitching, darting, worse during rest and lying on affected side) বিশ্রামে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে শয়নে উপশম—ব্রাইওনিয়া)।

২। কাহারো স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না সামান্য স্পর্শেই বিশেষতঃ পদদ্বয়ে স্পর্শ করিলে রোগী চমকাইয়া ওঠে।

৩। চক্ষুর উপর পাতা এবং ভ্রুর মধ্যস্থল জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীত হয় (bag like swellings between upper eyelids and eyebrows)।

৪। কটিদেশের যন্ত্রণা ও তৎসহ ঘর্ম্ম এবং দুর্ব্বলতা—গর্ভস্রাব, প্রসব যন্ত্রণা, জরায়ু রক্তস্রাব ইত্যাদির পর এবং আহারকালীন বৃদ্ধি হয়। ভ্রমণকালীন এত অধিক যন্ত্রণা হয় যে রোগী আর হাটিতে পারে না। শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয় এবং শুইয়া পড়িলে উপশম হয় (while walking feels as if she must give up and lie down)।

৫। যাহাই আহার কিংবা পান করে সমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয়। পাকস্থলী ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয়।

৬। ঋতু স্রাবের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই শরীর খারাপ বোধ করে (feels badly week before menstruation) ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কটিদেশে যন্ত্রণা হয়।

৭। গলাধঃকরণে কষ্ট—গলদেশে যেন মাছের কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ (হেপার, নাইট্রিক এসিড)।

৮। কাশি—শুষ্ক আক্ষেপযুক্ত, কাশিতে কাশিতে সময় সময় ভুক্ত দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায় এবং সাদা সাদা শক্ত শ্লেষ্মার দলা জোরের সহিত ছুটিয়া নির্গত হয় (white or smoky masses fly from throat when coughing)।

সাধারণ লক্ষণ

বৃদ্ধ লোকদিগের উদরী, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে অধিক ব্যবহার হয়।

জীবনীশক্তির অপচয় হেতু রক্ত স্বল্পতা (চায়না, এসিড ফস)। একলা থাকিতে পারে না—আর্স, বিসমথ, লাইকো। (একলা থাকিতে চায়—ইগ্নেসিয়া, নাক্স)।

৩। স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ, গর্ভস্রাব, ঘাম ইত্যাদির পর দৃষ্টির দুর্ব্বলতা।

৪। প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনকালীন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (এমন কার্ব্ব, আর্ণিকা)।

৫। কেবল আহারকালীন দন্তশূল। উষ্ণ অথবা শীতল দ্রব্যের স্পর্শ লাগিলেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

৬। প্রসব যন্ত্রণার দুর্ব্বলতা এবং তদসহ ভীষণ কটিদেশে যন্ত্রণা (back-ache)।

৭। হাঁপানি—উপবেশনে অথবা সম্মুখদিকে ঝুঁকিলে অথবা শরীর দোলাইলে উপশম হয়। শেষরাত্রি ২—৪টার সময় বৃদ্ধি হয়।

৮। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল বৃহদাকার, মলত্যাগে কষ্ট। মল ত্যাগের ২১ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা হয়।

৯। শীতলবায়ু স্পর্শাধিক্য প্রবণ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—সমবেদক (sympathetic) স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া শরীরের তিনটি প্রধান প্রধান স্থানে কার্য্য প্রকাশ করে—

১। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে (২) ইহা স্নৈহিক ঝিল্লির (serous membrane) স্রাব শুষ্ক করতঃ তীক্ষ্ণ এবং চিড়িকমারা যন্ত্রণা উৎপন্ন করে (৩) ইহা ডিম্বাশয়দ্বয়ে পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

মানসিক লক্ষণ—কেলিকার্ব্ব রোগী খামখেয়ালি প্রকৃতির এবং ভীষণ খিটখিটে। সকল বিষয়েই ঝগড়া করে, একলা থাকিতে চায় না (একলা থাকিতে চায়—নাক্স, এলিডফস, ইগ্নেসিয়া)। অত্যন্ত ভীত স্বভাবের। যখন একলা থাকে নানাপ্রকার ভয়ের বিষয় চিন্তা করে। যদি কখন একলা শয়ন করিতে হয় তাহা হইলে ভয়ে যমস্ত রাত জাগিয়া থাকে কিংবা নিদ্রায় কেবল ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, এক মুহূর্ত্ত শান্তি পায় না। সকল সময় কল্পনা করে, আগুনে হয়ত এই বাড়ীখানা এক্ষণেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে কিম্বা ভূমিকম্প হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এই প্রকার নানা কল্পনায় এবং ভয়ে রোগীর মন সকল সময় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া থাকে। সামান্য কোন কিছুর শব্দে হঠাৎ চমকাইয়া ওঠে এবং ভয়ে কাঁপিতে থাকে, ইহা ব্যতীত, সময় সময় মানসিক অবস্থা অত্যন্ত

অবসাদগ্রস্তও হয়। সমুদায় বিষয়ে উদাসীন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। ফসফরিক এসিডের ন্যায় কোন প্রকার মস্তিষ্ক গোলযোগ হইতে ইহা উত্থিত হয় না, ইহা কেবলমাত্র দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই হয়। কেলিকার্ব্বের এইরূপ মানসিক লক্ষণ সুতিকা-উন্মাদে কিংবা সুতিকাজ্বরে প্রকাশ পাইতেও দেখা যায়।

কেলিকার্ব্ব রোগী যেমন অল্পতেই বিরক্ত হয়, তেমনি অল্প ঠাণ্ডাতেই কাতর হইয়া পড়ে। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, sensative to every atmospheric change। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে না। এমন কি রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, জানালা দরজা খোলা আছে কিনা, চারিদিক তাকাইয়া দেখিয়া লয়, কোন পথ দিয়া শীতল বাতাস যেন না আসিতে পারে। কেলিকার্ব্বের সমস্ত উপসর্গ ই ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি হয়, কাজে কাজেই শরীরকে উষ্ণ রাখিবার জন্য, যথেষ্ট পরিমাণ গরম কাপড় ব্যবহার করে। শরীর এত শীতল থাকা সত্বেও অতি অল্প আয়াসেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং কেলিকার্ব্বে ঘর্ম্ম যন্ত্রণাযুক্ত স্থানেই অধিক হয়।

রক্তস্বল্পতা এবং ঋতুস্রাব—কেলিকার্ব্ব রোগীতে রক্তস্বল্পতা লক্ষণ অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। শীত শীত ভাব এবং শীত অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সমুদায় উক্ত রক্তস্বল্পতারই পরিচয়। রক্তে যে স্বাভাবিক পরিমাণ লোহিত কণা (red corpuscle) বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন কেলিকার্ব্বে তাহা থাকে না। কাজে কাজেই রোগী অত্যন্ত রক্তহীন এবং দুর্ব্বল হয় এবং শরীরের চর্ম্ম দেখিতে দুগ্ধবৎ সাদা ফ্যাকাসে বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার লক্ষণ আমরা প্রায়ই অল্প-বয়স্কা রমণীদিগের প্রথম ঋতুস্রাবে দেখিতে পাই। শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং রক্তের লোহিত কণার অভাবহেতু শীঘ্র ঋতু প্রকাশ পায় না। সমুদায় শরীর যেন ফুলিয়া ওঠে এবং এই ফোলা ভাব বিশেষভাবে মুখমণ্ডল, চক্ষুর চারিধার এবং চক্ষুর পাতায় অধিক প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। ফেরাম এবং পালসেটিলাও এই প্রকার অবস্থায় অনেকে প্রয়োগ করেন কিন্তু মনে হয়, কেলিকার্ব্বই ইহার উপযুক্ত ঔষধ।

এই প্রকার রক্তাল্পতা, রজোনিবৃত্তি (menopause) সময়ে এবং বৃদ্ধ বয়সেও দেখা যায় এবং তখনও সেই একই রকম চক্ষুর উপর পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণ থলির

ন্যায় আকার ধারণ করে।—আরো দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার রোগীর হৃদপিণ্ড সচরাচর দুর্ব্বল থাকে। হৃদপিণ্ডের কার্য্যের সমতা থাকে না, অনিয়ম কিংবা intermittent হয়। হৃদপিণ্ডের এই প্রকার অবস্থা শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হয় বলিয়া মনে হয় এবং ইহার সহিত একটি বিশেষ লক্ষণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে কটিদেশের যন্ত্রণা। কটিদেশে এত ভীষণ যন্ত্রণা হয় যে মনে হয় যেন পদদ্বয় এবং কটিদেশ যন্ত্রণায় খসিয়া যাইতেছে।

রক্তস্রাব (Haemorrhage) জরায়ু রক্তস্রাবে কেলিকার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায় এবং কেলিকার্ব্ব এতদবিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গর্ভপাতের পর যখন রক্তস্রাব আর বন্ধ হয় না, অল্প বেশী লাগিয়াই থাকে, সহজে বন্ধ হইতে চায় না, অল্প অল্প চুয়াইতেই থাকে এইরূপ অবস্থায় কেলিকার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। মাসিক ঋতুস্রাবেও প্রথম ১০ দিন প্রচুর এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব হওয়ার পর রক্তস্রাব হ্রাস হইয়া আসিলেও যখন আর বন্ধ হয় না, সারা মাস ভুগিয়া আর এক ঋতুস্রাবের সময় আসিয়া পৌঁছায়, তথাপি বন্ধ হয় না এইরূপ স্থলেও ইহা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কেলিকার্ব্ব রোগী রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়, তদবিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে।

দুর্ব্বলতা (Debility) কেলিকার্ব্ব কোন সাংঘাতিক রোগের পর কিংবা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিয়া দুর্ব্বলতার একটি উপযুক্ত ঔষধ। সন্তান প্রসবের পর কিংবা গর্ভস্রাব হেতু দুর্ব্বলতায় যখন রোগী কটিদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা (back-ache) এবং দুর্ব্বলতা অনুভব করে এবং তদহেতু চলাফেরা করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেইরূপ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহার সহিত কাশি এবং পুনঃ পুনঃ নৈশ-ঘর্ম্মও বর্ত্তমান থাকে। জরায়ু হইতে সর্ব্বদা রক্তস্রাব হয় এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণ urates থাকে। মূত্রে এই প্রকার অত্যধিক পরিমাণ urates এর বর্ত্তমানতা রোগবশতঃ শরীরস্থ টিসু (tissue) অপচয়ের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু কেলিকার্ব্বে উক্ত প্রকার urate যুক্ত প্রস্রাবের সহিত কটিদেশের যন্ত্রণা (backache) এবং ঘর্ম্ম ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা চাই, আর যদি কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকে কেবল urate অধিক থাকে তাহা হইলে কষ্টিকামকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। কষ্টিকামকে এইরূপ অবস্থার একমাত্র ঔষধ বলিলেই হয়।

ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা এবং কটিদেশের যন্ত্রণা এই তিনটি লক্ষণের একত্র সমাবেশ কেলিকার্ব্ব ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন ঔষধে এত অধিকরূপ প্রকাশ নাই। কাজে কাজেই যে স্থলেই এই তিনটি লক্ষণের একত্র প্রকাশ দেখা যায়, কেলিকার্ব্বকেই তাহার প্রধান ঔষধ বলিতে হইবে।

(The particular combination of symptoms that we have under Kalicarb—the sweat, the backache and the weakness are found in no other remedy).

এই প্রকার অত্যধিক ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা এবং চর্ম্মের ফ্যাকাসে বর্ণ অনেকটা হাইফস্‌ফেট অফ লাইমে (Hyphosphate of Lime) দেখা যায় কিন্তু কেলিকার্ব্বের ন্যায় কটিদেশে যন্ত্রণা (backache) থাকে না।

সোরিনাম—রোগ আরোগ্যের পর দুর্ব্বলতা অবস্থার ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যখন দুর্ব্বলতা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং মানসিক অবসাদ লক্ষণ অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়। মানসিক অবসাদ এত অধিক হয় যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে এইরূপ আশাই করে না সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ে।

কটিদেশের যন্ত্রণা এবং রজরোধ—(Backache and amenorrhoea) কটিদেশের যন্ত্রণা (Backache) কেলিকার্ব্বের একটি বিশেষ লক্ষণ। যন্ত্রণা হাঁটাহাঁটি এবং চলাফেরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হাঁটা-হাঁটিতে এত অধিক ক্লান্তি বোধ করে এবং যন্ত্রণা এত অধিক বৃদ্ধি হয় যে, রোগী পথেই শুইয়া পড়িতে চায়, পা আর চলিতে চায় না, অবশ হইয়া আইসে। কাজে কাজেই রোগী তখন রাস্তায় বসিয়া পড়িতে অথবা কোন কিছুতে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হয় (The patient feels that the back and legs must give out. She drops into a chair or throws himself on the bed completely exhausted) কেলিকার্ব্বের এই প্রকার যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত, প্রসব যন্ত্রণা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব কিংবা জরায়ুর গোলযোগ হেতুই অধিক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

সময় সময় শরীরের অন্যান্য স্থানের স্পন্দনের (Pulsation) ন্যায় প্রাতঃ-কালে কটিদেশে (small of the back) স্পন্দন হয়। এই স্পন্দন এবং

কোমরে যন্ত্রণা শুইলেই উপশম হয়। নেট্রাম মিউরেও এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে পশ্চাদ্দেশ জোরে চাপ দিয়া সম্পূর্ণ চিৎ হইয়া শুইলে উপশম হয় (relief by lying flat on the back with firm pressure) ইহা ব্যতীত এই দুইটি ঔষধ রজঃকৃচ্ছ্রতেও (amenorrhoea) প্রয়োগ হয়। নেট্রাম মিউরে সম্পূর্ণ উপকার না হইলে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ঋতুস্রাব আনয়ন করিয়া রোগীকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে।

কেলিকার্ব্বে কটিদেশে যন্ত্রণা সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে "আহারকালীন কটিদেশে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ"। ডাক্তার ফ্যারিংটন একবার একটী এই প্রকার যন্ত্রণা কেলিকার্ব্বে আরোগ্য করেন (রোগীর বিবরণ দেখ)।

কটিবাত (Lumbago)—কটিবাতের কেলিকার্ব্ব একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণা প্রথমতঃ কটিদেশে আরম্ভ হয় এবং তথা হইতে gluteal muscle দিয়া জানুতে বিস্তারিত হয় এবং অতি অল্প আয়াসেই আক্রান্ত স্থানে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম, কটিদেশের যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা এক সঙ্গে এই তিনটি লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা কেলিকার্ব্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে (The particular sweat, backache, and weakness as a combination is not found under any other remedy—Ferington)। এই প্রকার যন্ত্রণা আশঙ্কিত গর্ভপাত, প্রসব বেদনা এবং ঠাণ্ডায় কিংবা মুষ্ঠাঘাতহেতু মূত্রগ্রন্থির প্রদাহবশতঃও উপস্থিত হয় এবং কেলিকার্ব্বই তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (রোগীর বিবরণ দেখ)।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বমনোদ্বেগ (Vomiting in pregnancy)—যদিও ইপিকাক এইরূপ অবস্থায় কিছু কিছু কাজ করে কিন্তু ইপিকাক ইহার প্রকৃত ঔষধ নয়। ধাতুগত লক্ষণ (constitutional symptom) বিশেষ কিছু না থাকিলে ইপিকাককে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এইরূপস্থলে ইপিকাক অপেক্ষা সিম্ফোরি ক্যারপাস রেসিমোসা অধিক ফলপ্রদ ঔষধ। যদি এতদ বমনসহ শারীরিক ধাতুগত লক্ষণ কিছু পাওয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপস্থলে কেলিকার্ব্ব, সালফার এবং সিপিয়াকে উচ্চস্থান দিবে। ইপিকাক

সাময়িক কার্য্য করিতে পারে কিন্তু constitutional ঔষধই অধিক এবং স্থায়ী কার্য্য করে।

প্রসব যন্ত্রণা (Labor)—প্রসব যন্ত্রণায় কেলিকার্ব্ব একটি অদ্বিতীয় ঔষধ যখন যন্ত্রণা জরায়ুতে না হইয়া কোমরের পশ্চাতে অধিক হয়। জরায়ুস্থলে যন্ত্রণা অতি সামান্যই হইতে থাকে। মনে হয় যেন সমস্ত যন্ত্রণা কটিদেশের পশ্চাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং রোগী যন্ত্রণায় কেবল কোমর গেল কোমর গেল বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। যন্ত্রণায় কোমর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহে এবং যন্ত্রণা নিতম্ব প্রদেশ দিয়া পদদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। The pains extend down the buttocks and legs. এই প্রকার অবস্থায় কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে জরায়ু স্থানে ফিরিয়া আইসে এবং প্রকৃত প্রসব বেদনা উৎপন্ন করিয়া সন্তান প্রসব করাইয়া দেয়। প্রসবকালে এত অধিক কোমরে যন্ত্রণা আর কোন ঔষধে দেখা যায় না। জরায়ুতে যে যন্ত্রণা হওয়া উচিত তাহা যেন সমুদায় পশ্চাতে সমাবেশ হয় এবং যন্ত্রণা কোমর হইতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করে ও তাহাতে পদযুগল এবং উরুদ্বয় ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত হয়—কেলিকার্ব্বের যন্ত্রণার ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। যন্ত্রণার এই প্রকার বৈষম্যতা জেলসিমিয়াম, সিমিসিফিউগা, পালসেটিলা ইত্যাদিতেও দেখা যায়।

জেলসিমিয়াম—যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া জরায়ুতে যায় এবং তৎপর মেরুদণ্ডে অথবা উপরে বিস্তারিত হয় (Pains begin in the back, and appear to go to the uterus and then run up the back).

সিমিসিফিউগা—যন্ত্রণা প্রবল হইয়াও জরায়ুর আক্ষেপের (contraction) প্রতিবন্ধক ঘটায় অর্থাৎ জরায়ুমুখ কিছুই খুলে না এইরূপস্থলে এবং যন্ত্রণা যখন জরায়ুতে না হইয়া কেবল নিম্নোদরের দুইপার্শ্বে হইতে থাকে ও যন্ত্রণা রোগী চীৎকার করিতে থাকে ও জংঘাপ্রদেশ হস্তদ্বারা ঘসিয়া দিতে বলে সেইরূপস্থলেও সিমিসিফিউগার বিষয় চিন্তা করিবে। (screams out with pain in each side of the abdomen rather than in the centre and wants her hip rubbed)

পালসেটিলা—যখন যন্ত্রণা কিছুই থাকে না কিংবা যন্ত্রণা অত্যন্ত অল্প হয় অথচ জরায়ুমুখ যথেষ্ট প্রসারণ হইয়া থাকে, সেইরূপস্থলে পালসেটিলা যন্ত্রণা

আনয়ন করিয়া অতি শীঘ্র সন্তান প্রসব করাইয়া দেয় (Pulsatilla is a medicine for absence of marked contraction and when the os is sufficiently dialated and everything is soft).

সর্দ্দি—কেলিকার্ব্বে সর্দ্দির সহিত প্রায়ই স্বরভঙ্গ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কেলিকার্ব্ব রোগী ঠাণ্ডা আদপেই সহ্য করিতে পারে না। সামান্য বায়ুর স্পর্শেই সর্দ্দি কাশি হয়। সর্দ্দির সহিত গলদেশে ডেলা ডেলা (lump) কি এক বস্তু যেন লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং সেই কারণবশতঃ রোগীকে পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে হয়। গ্রীবা আড়ষ্ট হয় এবং আলজিহ্বা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। গলাধঃকরণকালীন গলদেশে এপিসের ন্যায় হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব করে। সর্দ্দির পুরাতন অবস্থায়ও কেলিকার্ব্বের ব্যবহার দেখা যায়—নাসিকা রন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং রোগীকে মুখ হাঁ করিয়া সকল সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়—এইরূপ নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা খোলা বাতাসে উপশম হয় কিন্তু উষ্ণ গৃহ প্রবেশে পুনরায় নাসিকা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মা স্রাব হয় কিংবা প্রাতঃকালে নাসিকা ফুলিয়া লালবর্ণ হয় এবং রক্তস্রাব দেখা দেয়। যখনি রোগী ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয় গলদেশে মৎস্যের কাঁটার ন্যায় খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ করে। কেলিকার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ জানিবে। যদিও এই লক্ষণটি হেপার সালফার, নাইট্রিক এসিড, এলিউমেন এবং আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকমেও রহিয়াছে কিন্তু গলা খেঁকানিসহ (Hawking) খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা কেলিকার্ব্ব ব্যতীত এত অধিক প্রকাশ অন্য কোন ঔষধে দেখা যায় না এবং ইহাও বিশেষত্ব যে ঠাণ্ডা লাগিলেই গলায় খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। সমুদায় alkali ঔষধেতেই গলা খেঁকানি (hawking) রহিয়াছে কিন্তু খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণাসহ খেঁকানি কেলিকার্ব্ব ব্যতীত আর কোন alkali ঔষধেই নাই (The hawkiug is found under every Alkali, but this one peculiarity, sensation as of fish bone in the throat as soon as he catches cold with the hawking, is found under no other remedy) ইহার সহিত ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কেলিকার্ব্ব রোগী প্রাতঃকালের

দিকেই অধিক গলা খেঁকায় (The patient hawks and hems in the morning)।

কাশি এবং হুপিং কাশি—কেলিকার্ব্বের কাশি শুষ্ক এবং আক্ষেপযুক্ত কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া যাওয়ার মতন হয় এবং বমি করিয়া ফেলে। সময় সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, কাশির আক্ষেপকালীন মুখ ফুলিয়া ওঠে চক্ষু বহির্গত হইয়া আইসে। এইরূপ অবস্থা হুপিং কাশিতে অধিক হয়, কাজে কাজেই কেলিকার্ব্বকে হুপিং কাশির একটি উত্তম ঔষধ বলা হয়,বিশেষতঃ হুপিং কাশির সহিত চক্ষুর উপর পাতা জলপূর্ণবৎ থলির ন্যায় (bag like puffy swelling of the eye) স্ফীত হইলেই এই ঔষধটি অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কেলিকার্ব্বের ইহা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ডাক্তার বাণিংহোসেন এই লক্ষণটির উপর কেবল নির্ভর করিয়া বহু হুপিং কাশি আরোগ্য করিয়াছেন। Dr. Boeninghausen speaks of an epidemic of whooping cough in which the majority of cases called for Kali Carb and this (the bag like puffy swelling of the eye lid) striking feature was present। হুপিং কাশি কিংবা যে কোন রোগের সহিত চক্ষুর পাতার এই প্রকার স্ফীতি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলে তাহাতে কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনেক সময় এই প্রকার জলপূর্ণ থলিবৎ লক্ষণ প্রাচীন লোক-দিগের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু তাহাদিগেতে ইহা বয়সের আধিক্যহেতু টিস্থর শিথিলতা প্রযুক্ত প্রকাশ পায়। সেইরূপ স্থলে যেন কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করা না হয়।

কেলিকার্ব্বের আর একটি লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে রোগের বৃদ্ধির সময়—শেষ রাত্রি ৩টা ৪টা। যে কোন রোগই হউক না কেন উক্ত প্রকার সময়ে অর্থাৎ শেষ রাত্রির দিকে বৃদ্ধি লক্ষণ থাকিলে কেলিকার্ব্বের বিষয় চিন্তা করিবে।

কেলিকার্ব্বের রোগী প্রায়ই প্রাতের দিকে অর্থাৎ শেষরাত্রিতে শুষ্ক আক্ষেপ যুক্ত কাশিতে অধিক কষ্ট পায় এবং কাশির সহিত শ্লেষ্মাও উত্থিত হয়। কাশি এত ভীষণ হয় যে, কাশিকালীন সমস্ত শরীর ঝাঁকাইয়া ওঠে এবং মস্তক ফাটিয়া

যাইতে চাহে। হামের পর কাশিতে প্রায়ই অধিকাংশস্থলে কেলিকার্ব্বই প্রয়োগ হয়। হাম কিংবা নিউমোনিয়ার পর এই প্রকার কাশিতে কেলিকার্ব্ব ব্যতীত সালফার, কার্ব্বভেজ, এবং ড্রসেরাও ব্যবহার হইয়া থাকে। কেলিকার্ব্বের কাশির শ্লেষ্মা প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত, চটচটে, দলাদলা, রক্তমিশ্রিত কিংবা পুঁজসদৃশ পুরু পীতবর্ণ কিংবা পীতাভ সবুজ। এইস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে কেলিকার্ব্বের কাশির শ্লেষ্মা প্রাতঃকালেই অধিক বহির্গত হয় (He suffers mostly from a dry hawking cough with morning expectoration.)

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য (Dyspepsia)—কেলিকার্ব্ব পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগের বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের একটি উপযুক্ত ঔষধ। আহারেব পর পেটে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার হয়। যাহা কিছু আহার করা যায় তাহাই যেন সমুদায় বায়ুতে পরিণত হয়। পেট ফাঁপিয়া ওঠে, মনে হয় পেট যেন ফাটিয়া যাইবে। উদ্গার ওঠে এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু কেলিকার্ব্বে উদ্গারের সহিত টক্ টক্ জল ওঠে এবং তাহাতে দাঁত মুখ সমুদায় টক হইয়া যায়। আহারের পর পেটে জ্বালা যন্ত্রণাও হয়। এইপ্রকার পেটফাঁপা লক্ষণ আমরা কার্ব্বভেজ, লাইকোপোডিয়াম এবং চায়নাতেও দেখিতে পাই কিন্তু কেলিকার্ব্বে বিশেষ ভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য প্রাচীন এবং রক্তহীন লোকদিগের প্রতি উত্তম কর্য্য করে।

কেলিকার্ব্বে এক অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে পাকস্থলীতে উদ্বিগ্নতা বোধ (anxiety felt in the stomach as though it were a fear) রোগীপাকস্থলী লইয়াই ব্যস্ত, যেন একটা ভয় পাকস্থলীতে লাগিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার কেণ্ট একস্থানে এই বিষয়ে বলিতেছেন--"One of the first patients I ever had, expressed it in a better way than is exprassed in the book, she said" Doctor, somehow or rather. I don't have a fear like other people do, because I have it in my stomach' She said when she was frightened, it always struck to her stomach, if a door slams, I feel it right here (epigastric region) অর্থাৎ কেলিকার্ব্ব রোগীর সামান্য কারণেই পাকস্থলীতে ভীতি সঞ্চার হয়। সামান্য দরজার শব্দে কিংবা গাত্রের স্পর্শে ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কারণেও এই প্রকার ভীতির উদ্রেক হয় কাজে কাজেই কেলিকার্ব্ব রোগীকে সর্ব্বদা পাকস্থলী লইয়া ভয়ে জড়সড় থাকিতে হয়। কেলিকার্ব্বের এই প্রকার স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণ পেশীর দুর্ব্বলতা জনিত উদ্ভূত হয় এবং এই স্পর্শাধিক্যতা বিশেষভাবে পায়ের তলাতে অধিক পরিলক্ষিত হয় তদহেতু সামান্য স্পর্শেই রোগীর সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে, কিন্তু শক্ত চাপে কিছুই হয় না। ডাক্তার কেন্টের একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল—তিনি বলিতেছেন By a little awkwardness on my part my knee happened to hit the patients foot as it were projected a little over the edge of the bed, and the patient said "Oh! অর্থাৎ একবার ডাক্তার কেন্টের গাত্র হঠাৎ একটি রোগীর পায়ে অসাবধানতা বশতঃ লাগিয়া যায় তাহাতেই রোগী উঃ করিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল—কেলিকার্ব্বের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। কাহারো স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। চমকাইয়া ওঠে বিশেষ ভাবে পায়ে স্পর্শ লাগিলে। চক্ষুর উর্দ্ধ পাতা স্ফীত হওয়া লক্ষণের ন্যায় উক্ত লক্ষণদ্বয়ও বিশেষ পরিচায়ক—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ডাক্তার কেন্টের গাত্র রোগীর পায়ে এত সামান্য স্পর্শ হইয়াছিল যে তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু রোগী তাহাতেই উঃ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, কেলিকার্ব্বের এই স্পর্শাধিক্যতা লক্ষণটিকে সুড়সুড়ানি (ticklishness) বলা যাইতে পারে। কোন প্রকার যন্ত্রনা হয় না। যদিও ল্যাকেসিসে এই প্রকার কতকটা লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে ticklishness এর ভাব কিছুই নাই। কেলিকার্ব্বে সামান্য স্পর্শেই সুড়সুড়ানি (ticklishness sensation) আর ল্যাকেসিসে অস্বস্থি বোধ হয়।

নিউমোনিয়া এবং ব্রোঙ্কাইটিস—নিউমোনিয়ায় কেলিকার্ব্বের প্রয়োগ অনেক সময় দেখা যায়। কেলিকার্ব্বের সূচীভেদ বৎ যন্ত্রণা (stitching pain) একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। Nothing is more striking in Kalicarb than the wandering striking pains through the chest, and the coldness of the chest. The great dyspnoea, the transient stitches, the pleural stitches are important of this remedy। এই যন্ত্রণার বিশেষত্ব জানা থাকিলে কেলিকার্ব্বকে চিনিতে

অধিক কষ্ট হয় না। আর একটি ঔষধে এই প্রকার সূচীভেদবৎ যন্ত্রণার বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে ব্রাইওনিয়া কিন্তু ব্রাইও-নিয়াকে ক্যালিকার্ব্বের নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। সূচীভেদবৎ যন্ত্রণায় ক্যালিকার্ব্বই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। এই প্রকার যন্ত্রণা যেস্থানেই হউক ক্যালিকার্ব্বের বিষয় চিন্তা করিবে সচরাচর ব্রোঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, থাইসিস পালমোনালিস (Bronchitis, Pneumonia, Phthisis Pulmonalis) ডিম্বাশয় ইত্যাদি স্থানের রোগে উক্ত প্রকার যন্ত্রণা অধিক প্রকাশ থাকে তাই বলিয়া অন্য স্থানে হইলে যে কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ হইতে পাবে না তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। যদিও ব্রাইওনিয়া এবং ক্যালিকার্ব্বে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা রহিয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাইওনিয়ার যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় (কদাচিৎ স্থির অবস্থায় বৃদ্ধি হয়) এবং যন্ত্রণাযুক্ত স্থান চাপিয়া থাকিলে উপশম বোধ করে। ক্যালিকার্ব্বে কোন অবস্থাতেই উপশম হয় না। স্থির হইয়া থাকিলে কিংবা নড়িলে অর্থাৎ সকল প্রকার অবস্থাতেই এবং যন্ত্রণাযুক্ত স্থান চাপিয়া শয়ন করিলে কষ্ট বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যতীত ব্রাইওনিয়ায় সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা serous membrane এ অধিক হয়, ক্যালিকার্ব্বে সর্ব্বত্রই হয়, স্থানের কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্টতা থাকে না কিন্তু তথাপি দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্ন প্রদেশে (Lower right chest) অধিক হয় এবং এই স্থানটিই হইতেছে এই ঔষধের একটি বিশেষ আক্রমণ স্থল। ফুসফুসের শিখরদেশে (apex) রোগ আরম্ভ হইলে কেলিকার্ব্বে বিশেষ ফল পাওয়া যায় one of the fevourite localaties for.the remedy)। ক্যালিকার্ব্বের যন্ত্রণার আরো বিশেষত্ব যে যন্ত্রণা বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া অভ্যন্তর দিয়া পৃষ্ঠে বিস্তারিত হয় (The sharp stitching pain is likely to run right through to the back) এবং পালসেটিলা ইত্যাদির ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। নিউ-মোনিয়া কিংবা প্লুরেনিউমোনিয়া (Pleuro Pneumonia) ব্রাইওনিয়ায় বিশেষ উপকার না হইলে এবং যদি দেখিতে পাওয়া যায় যন্ত্রণা শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চালনে কিংবা অসঞ্চালনে অর্থাৎ সকল প্রকার অবস্থাতেই হইতেছে তাহা হইলে ক্যালিকার্ব্ব সচরাচর ব্রাইওনিয়ার পর প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। যদিও ক্যালিকার্ব্বকে দক্ষিণ ফুসফুসের যন্ত্রণার অধিক উপযুক্ত ঔষধ বলা হইয়াছে কিন্তু আমরা বাম ফুসফুসের রোগে বিশেষতঃ প্লুরোনিউমোনিয়া Pleuro Pneumonia ইত্যাদিতেও বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই, যন্ত্রণার

বিশেষত্ব সূচীভেদবৎ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে ইহাই হইতেছে এই ঔষধটীর যন্ত্রণার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। এই স্থলে আর একটি ঔষধের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে মার্কিউরিয়াস ভাইভাস। মার্কিউরিয়াস ভাইভাস ক্যালিকার্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে যন্ত্রণা হয় কিন্তু ইহার সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম (ঘর্ম্মের উপশম হয় না) এবং মার্কিউরিয়াসের জিহ্বা ও মুখবিবরের বিশেষ লক্ষণ সমুদয় বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

শৈশব নিউমোনিয়া এবং থাইসিসঃ—শিশুদিগের নিউমোনিয়া এবং ব্রোঙ্কাইটিসেও কেলিকার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। হুপিং কাশির সহিত নিউমোনিয়া হইলে কেলিকার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। প্রচুর শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা সত্ত্বেও সহজে শ্লেষ্মা উঠে না। শিশুর এত অধিক কষ্ট হয় যে আহার নিদ্রা সমুদায় পরিত্যাগ করে। গলায় সাঁই সাঁই শব্দ হয় এবং কাশিতে কাশিতে শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এণ্টিমটার্টেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে তদ্‌হেতু সতর্কতার সহিত পার্থক্য নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (এণ্টিমটার্টে সর্ব্বদা তন্দ্রা ভাব থাকে।)

নিউমোনিয়া আরোগ্য হইবার পরও ক্যালিকার্ব্বের ব্যবহার হয়, যখন দেখা যায় রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বুকে উক্ত রূপ কষ্ট হয়। শরীর এমন হইয়া যায় যে ঠাণ্ডা সহ্য করিবার ক্ষমতাই থাকে না, আক্ষেপ যুক্ত শুষ্ক খক্ খকে কাশি হয় এবং শেষ রাত্রির দিকে বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারে রোগ পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাইসিস (Phthisis) এ পরিণত হয় এবং তৎপর রোগ আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে চায় না। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমি সেই নিউমোনিয়ার পর হইতে আরোগ্য হইতে পারিতেছি না(Doctor, I have never been quite well since I had Pneumonia.)

কেলিকার্ব্ব থাইসিসের একটি অতি বৃহৎ ঔষধ। Pneumonic Phthisis এ কেলিকার্ব্ব উত্তম কার্য্য করে। রোগীর মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা ফ্যাকাসে এবং রক্তহীন হয়, বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে এবং যন্ত্রণা বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া পশ্চাতে বিস্তারিত হয়। চক্ষুর ঊর্দ্ধপাতা স্ফীত হয়, কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শীঘ্র শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না এমন কি হইয়াও

পুনরায় চলিয়া যায়। উত্তোলিত গয়ের মনোযোগের সহিত দেখিলে তাহাতে রক্ত এবং দানা দানা আকারে পুঁজ মিশ্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত কেলিকার্ব্ব endocarditis, pericarditis ইত্যাদি হৃৎপিণ্ডের প্রদাহেও প্রয়োগ হয় যদি উক্ত প্রকার সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। রোগীর হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয়, হৃৎস্পন্দনে সমুদায় শরীর কাঁপিতে থাকে, প্রথমাবস্থায় রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে বুকে যন্ত্রণা হয় এবং কাশির উদ্রেক হয়। cardaic রোগের প্রথমাবস্থায় কেলিকার্ব্ব শীঘ্র ব্যবহার করা উচিৎ নয়, ইহার অবস্থা কিঞ্চিৎ পর উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ স্পাইজেলিয়াই প্রয়োগ করা ভাল, যদি সকল সময় সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং শেষরাত্রিতে রোগ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে কেলিকার্ব্বকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

জরায়ু প্রদাহ—সূতীকাজ্বরে জরায়ু প্রদাহের লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে এবং তদসহ সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিলে কেলিকার্ব্ব ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় এবং এই প্রকার অনেক দুরারোগ্য রোগ কেলিকার্ব্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। নিম্নোদরে কর্ত্তন এবং ছুড়িকা বিদ্ধবৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা এত হঠাৎ এবং ত্বরিত হয় যে, রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। তলপেট ফুলিয়া ঢাকের মত হয়, প্রস্রাব স্বল্প এবং ঘোর রংএর হয় এবং নাড়ী দ্রুত অথচ দুর্ব্বল প্রকৃতির হয়। ডাক্তার ন্যাস বলেন—যন্ত্রণা যে স্থানে হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—সূচী ভেদবৎ যন্ত্রণা (stitching pain) হইলেই কেলিকার্ব্ব তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ জানিতে হইবে।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—সঙ্গম ক্রিয়ার পর কেলিকার্ব্ব রোগীর সমস্ত লক্ষণই বৃদ্ধি হয়—দৃষ্টি শক্তি দুর্ব্বল করে, শরীর কাঁপিতে থাকে, নিদ্রা হয় না, শরীরের এই প্রকার অবস্থা সময় সময় ২।৩ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রকাশ পায়। যদিও কেলিকার্ব্ব রোগী দুর্ব্বল প্রকৃতির (শরীর প্রায়ই হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু পেশী সমুদায় অত্যন্ত দুর্ব্বল) কিন্তু সহবাস ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল থাকে।

গেঁটে বাত (Gout)—গেঁটে বাতে কেলিকার্ব্ব অত্যন্ত সাবধানতার

সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুরাতন গেঁটে বাতে যখন হস্ত কিংবা পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া ওঠে এবং শেষরাত্রি ২।৩টার সময় যখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় কেলিকার্ব্বের কথা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এই প্রকার বাত প্রায়ই আরোগ্য হয় না এবং এইরূপ অবস্থায় কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করিলে রোগ উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। তরুণ অবস্থার কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ হইলেও হইতে পারে কিন্তু পুরাতন অবস্থায় কখনই প্রয়োগ করা উচিৎ নয় পুরাতন অবস্থায় বরং কেলি আইওড প্রয়োগ করিলে কিছু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। পুরাতন বাতে, পুরাতন অণ্ডলালময় রোগে (Brights disease) এবং থাইসিসের পূর্ণ অবস্থায় কখনই কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করিবে না ইহাতে রোগের অবস্থা অধিকতর খারাপ করে।

হাঁপানি—শেষ রাত্রি ২টা ও ৪টায় টান আরম্ভ হয়, রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না,শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়, উঠিয়া বসিলে অথবা বসিয়া মস্তক সম্মুখ দিকে অবনত করিয়া থাকিলে উপশম বোধ করে।

জ্বর

সময়—সময়ের নিশ্চয়তা যদিও নাই শেষ রাত্রি ৩।৪টায় জ্বর আসিলে ক্যালিকার্ব্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সময় জ্বর বৃদ্ধি না হইলেও অন্যান্য উপসর্গ বিশেষতঃ গলদেশ এবং বক্ষস্থলের কষ্ট অধিক হয়। প্রাতে ৯টা এবং অপরাহ্ণ ৬টা জ্বরের সময়েরও উল্লেখ দেখা যায়।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। অত্যন্ত শীত শীত ভাব থাকে বিশেষতঃ আহারের পর এবং সন্ধ্যার দিকে অধিক হয় (নাক্স) সামান্য সঞ্চালনে এমন কি শয্যায় থাকিয়া নড়াচড়া করিলেও শীত বৃদ্ধি হয় (নাক্স)। সন্ধ্যার দিকে শীত শীত বোধ এবং শয়নে ও উত্তাপে উপশম হয়। (বাহ্যিক উত্তাপে শীতের উপশম হয়—আর্সেনিক, ইগ্নেসিয়া। বাহ্যিক উত্তাপে শীত বৃদ্ধি হয়—এপিস, ইপিকাক) হ্যানিমান বলেন—সন্ধ্যার দিকে কয়েক মিনিটের জন্য ভীষণ শীত হয়, রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয় তৎপর বমনেচ্ছা, বমন,

বক্ষঃস্থলে সমুদয় রাত্রিব্যাপি সূচীভেদ অথবা আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, মানসিক উদ্বিগ্নতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। (Violent chill towards evening for some minutes, he must lie down, followed by nausea, vomiting and spasmodic pain in the chest through the whole night, with short breath and much internal anxiety and much perspiration—Hahnemann).

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। দীর্ঘ হাই তোলে, মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা হয়। আভ্যন্তরিক উষ্ণ বোধ অথচ বাহ্যিক শীত শীত বোধ। (শীত এবং উত্তাপ মিশ্রিত—আর্সেনিক)।

ঘর্ম্ম অবস্থা—সমুদয় রাত্রি ব্যাপিয়া হয়, ঘর্ম্মের কোন উপশম হয় না (হেপার। ঘর্ম্মে উপশম হয়—ল্যাকেসিস)। সামান্য মানসিক পরিশ্রমে এমন কি পড়িতে লিখিতেই ঘর্ম্মের উদ্রেক হয়—সিপিয়া। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে হয়—ব্রাইওনিয়া)।

জিহ্বা—শ্বেত লেপাবৃত। স্বাদ খারাপ এবং তিক্ত।

প্রয়োগবিধি।

ডাঃ ইলিউসন সম্বন্ধে এই ঔষধটির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা ৩০ শক্তি এবং তদুর্দ্ধই অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং ডাক্তার হিউজও তাহাই সমর্থন করে—(I should have supposed higher dilutions were the most efficacious কিন্তু ডাক্তার ক্লোটার মূলার, ডাক্তার গ্রাবার্স এবং ডাক্তার বেইস নিম্নক্রম অধিক পছন্দ করেন। একস্থানে ডাক্তার ক্লোটার (Dr. Cloter muller) লিখিতেছেন—(Dr Clotar Muller, however writes,—"As long as I employed this medicines in 6 or 30, I saw little or no benefit, But since I have for many years, by Dr. Gruber's advice given it in 1 and 2, I have seen better results, especially

in some cases of pulmonary tuberculosis." Dr. Bayes also seems quite satisfaction with the third and lower potencies.)

যতদিন পর্য্যন্ত এই ঔষধটী ৬ কিংবা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিয়াছি, ততদিন বিশেষ উপকার পাই নাই কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্রম ব্যবহারে বিশেষতঃ থাইসিস রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

ক্যালিকার্ব্ব—তরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাশিতে ক্যালি সালফ, ফসফরাস এবং ষ্ট্যানামের পর উত্তম কার্য্য করে।

অনুপূরক (complementary)—কার্ব্বভেজ।

রোগের বৃদ্ধি—সমুদয় রোগই বিশেষতঃ গলদেশে এবং বক্ষস্থলের উপসর্গ শেষরাত্রি ৩।৪ টায় বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

রোগের উপশম—উত্তাপে, উত্তপ্ত হইলে, উদ্গারে।

রোগীর বিবরণ

১। একটি ৬ বৎসর বয়স্ক বালিকার হাম রোগের সহিত নিউমোনিয়া হয়। কাশি শুষ্ক বক্ষে সূচীভেদবৎ, চিড়িকমারা যন্ত্রণা, চাপ চাপ বোধ, সাঁই সাঁই ঘড় ঘড় শব্দ এবং জ্বর বর্ত্তমান ছিল। এতদলক্ষণে ফস্‌ফরাস, রাসটক্‌স, সালফার প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাতে যদিও জ্বর হ্রাস হইয়াছিল বটে কিন্তু শেষ রাত্রির দিকে কাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত। ডাক্তার স্কেলিং তাহাকে ২ মাত্রা ২০০ শক্তি ক্যালিকার্ব্ব প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

হামের সহিত কিংবা হামের পর শিশুদিগের নিউমোনিয়ায় ক্যালিকার্ব্ব একটি প্রধান ঔষধ এবং ইহার শেষ রাত্রি বৃদ্ধি একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

২। মিঃ এস বয়স ৬০ বৎসর, ২।৩ সপ্তাহ যাবৎ উরুদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের উরুতে বাতে কষ্ট পাইতেছিলেন। ঠাণ্ডাতেই যন্ত্রণা প্রকাশ পাইত। যন্ত্রণা ভীষণ হইত কাটিয়া ফেলার ন্যায় এবং তীরবিদ্ধবৎ। উরুর সম্মুখ এবং

বহির্দিক দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত। রোগী অধিক হাঁটাহাটি করিতে পারিতেন না তাহাতে যন্ত্রণা অধিক হইত এবং যতই হাটিতেন ততই রোগ বৃদ্ধি হইত। মনে হইত ডান পা ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু রাত্রিতে শয়নে যন্ত্রণা উপশম হইত। এই প্রকার অবস্থা অর্থাৎ সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে উপশম দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাকে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা হয় কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার না হওয়ায় তৎপর তাহাকে কেলিকার্ব্ব দেওয়া হয় এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (হোমিওপ্যাথিক ওয়ার্লড)

(Mr. S. aged 60. Has two or three weeks complained of Rheumatic pains in the thighs. They seemed to come in after exposure to damp and are of sharp character and affect the front and outside of the thighs from the hips to the knees. They are aggravated walking and become still worse the more he walks, there is a feeling as if in right thigh, which is much the worse affected, would give away in walking. The pains disappear at night in bed. Briyonia was first tried, with only slight relief. He was then given Kalicarb 30, Only two doses were taken, as the medicines, which was given mixed in a tumbler of water, was by accident thrown away, but complete relief was at once obtained. A week after a long walk brought back the pain in the right thigh in a slight degree, but another dose of Kalicarb 30 sufficied to drive it away. Kali Carb especially affects the thighs and chiefly the right thigh from hip to knee. Its pains are sharp and shooting it has the symptoms "feeling as if the right thigh would give away on walking." Homeopathic world 1907).

৩। একবার একটি স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক আমার নিকট অগ্নি-মান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ চিকিৎসার্থ আইসেন। তিনি একটি অদ্ভুত লক্ষণের কথা বলিলেন যে, প্রত্যেকবার আহারকালীন কটিদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং

আধঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা স্থায়ী হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন অনেক অনুসন্ধানে দেখিতে পান পুস্তকের একস্থানে লেখা রহিয়াছে—"আহারকালীন মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা।" তিনি এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া কেলিকার্ব্ব প্রয়োগ করায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

(I once cured a singular backache with Kali Carb. A very nervous patient came under my treatment for dyspepsia She said to me—"There is something very strange about my case. Everytime I eat a meal I suffer for half an hour or more with intense pain in the back." This was certainly an odd symptoms and I did not know where in the materia medica to find it. I haunted and found under Kali-Carb, this symptoms—"Pain in the spine while eating." I gave her Kali Carb which cured her completely—Dr. Farington).

সূচিপত্র

(ঔষধের নামানুযায়ী)

সূচিপত্র

(রোগের নামানুযায়ী)

পেশীর বেদনা এবং পার্শ্ববেদনা (Myalgia)

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত (Paralysis of lungs)

বধিরতা (Deafness)

বক্ষাবরক প্রদাহ (Pleuritis)

বমন (Vomiting)

বক্ষরুদক (Hydrothorax)

বঙ্খন সন্ধির পীড়া (Hip joint disease)

বসন্ত (Pox)

ব্রোঙ্কাইটিস এবং ক্যাপিলারি ব্রোঙ্কাইটিস

বাত (Rheumatism)

বিসর্প (Erysipelas)

বিষাক্ত রক্ত (Pyaemia)

বিদারণ (Fissures)

ভয়হেতু রোগ (Ailment after fright)

ক্রোধবশতঃ রোগ দেখ

ভঁ্যাদালব্যথা (After pain)

মচকান (Sprain)

মস্তক শোথ (Hydrocephalus)

মস্তক ঘূর্ণন (Vertigo)